✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD. NO. C 1080

সর্দি ও কাশিতে দুলালের তালমিছরী

উৎসবে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা — বৃহস্পতিবার, ১৮ চৈত্র ১৩৭৭ (১১ চৈত্র ১৮৯২ শক) Thursday, April 1, 1971 — মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

কুষ্ঠিয়া শহর দখল করতে চলেছেন মুক্তিফৌজ। বাংলাদেশের ভিতর থেকে তোলা ছবি—তুলেছেন অলক মিত্র।

‘বাংলাদেশের’ জন্য বাংলা বন্‌ধ্‌

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা বন্‌ধ, আবার। এবার ‘বাংলা দেশ-’এর জন্য। কলকাতা ও শহরতলিতে বোমবাজি কিংবা সংঘর্ষ? এদিনও হয়েছিল। কিন্তু সে-সব আমাদের এ-পারের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ও-পারের মুক্তির সমর্থনে যে বন্‌ধ, সেই ‘বন্‌ধ ভেঙে দাও’ বলে কেউ আহ্বান জানায়নি। সংযত হরতাল, সংহতির সূচক সর্বাত্মক। এবং শান্তিপূর্ণও বটে।

ও-পারে ওঁরা যদি মরণকে জয় করে থাকেন, এ-পারে মানবতা বিজয়ী হয়েছে। সেই মানবতা দাবি জানিয়েছে ভারত সরকারের কাছে, বিশ্ব সংস্থার কাছে ঃ স্বীকৃতি দাও স্বাধীন বাঙলা দেশকে, ধিক্কার জানিয়েছে বর্বর ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসনকে সেখানে নিষ্ঠুর জঘন্য ব্যাপক গণহত্যার বিরুদ্ধে। এবারের এদিনের হরতাল তাই সর্বব্যাপক সর্বাত্মক ও আপন মহিমায় সার্থক।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি এবং নানা ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে এই হরতালের ডাক দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এর কোন বিরোধী ভাব প্রকাশ করেন নি। ফলে কলকাতা ও শহরতলিতে ট্রাম বাস ট্যাকসী ট্রেন প্রভৃতি সমস্ত প্রকার যানবাহন ছিল এদিন স্তব্ধ। দোকান-পাট হাটবাজার অফিস, কলকারখানা প্রভৃতি সব বন্ধ। ৩১ মারচ আর্থিক বছরের শেষদিন বলে সরকারী অফিসগুলি খোলা ছিল বটে। কিন্তু কর্মচারী ও কর্মী অভাবে কাজকর্ম সব মুলতুবি। এই চেহারা পশ্চিম-বাঙলার সব জেলায়, সব মহকুমায়। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্রই সর্বগ্রামী হরতালের নৈঃশব্দ।

অন্যান্য বারের হরতালে কলকাতায় রাজপথে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলার ভিড় থাকে। এবার তাও বিরল। উত্তর দক্ষিণ, পুব পশ্চিম যেখানেই গিয়েছি দেখেছি পথ পারক মাঠময়দান জনশূন্য নীরব নিথর। শুধু মাঝে মাঝে কর্তব্যরত পুলিশ ও সাংবাদিকদের দু একখানা গাড়ি আনাগোনায় সেই নিস্তব্ধতার চকিৎ তরঙ্গভঙ্গ।

ট্রেন ও বিমান চলাচল বন্ধ

হাওড়া ও শিয়ালদহে কোন লোকাল ও দূর পাল্লার ট্রেন চলেনি। কলকাতামুখী দূরপাল্লার ট্রেনগুলিও হরতাল এলাকার বাইরে কোন না কোন স্টেশনে এসে শেষ হয় বা থামিয়ে রাখা হয়।

দক্ষিণপূর্ব রেলের এক প্রেসনোটে জানানো হয় যে, মাদরাজ—হাওড়া এবং বোমবাই—হাওড়া ডাউন মেল ট্রেনগুলির এদিন সকালে কলকাতায় থামার কথা ছিল। কিন্তু ওই ২টি ট্রেন তার বদলে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এসে পৌঁছোবে।

এদিন দমদম বিমান বন্দরে কোন আন্তর্দেশীয় বিমান চলাচল করেনি। আন্তর্জাতিক বিমানগুলি অবশ্য দমদম বন্দর ছুয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের কলকাতার যাত্রীদের কলকাতায় আনা যায় নি।

হরতাল মিছিল

সকাল থেকেই কলকাতার পথে পথে মিছিল বেরিয়েছে, কিন্তু তা যানবাহন দোকানপাট বন্ধ করতে হয়, বঙ্গবন্ধু মুজিবরের জয়ধ্বনি ঘোষণার জন্য স্বাধীন বাঙলা দেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশের জন্য। সব দলের

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পাক ব্রিগেডিয়ার খতম, মুক্তিফৌজ প্রচণ্ডতর আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত

বঙ্গ রণাঙ্গনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরাস্ত ও বিপর্যস্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এখন প্রধানতঃ শহর অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করছে—মুক্তিফৌজ মুক্তাঞ্চলে নিজেদের শক্তি সংহত করে প্রচণ্ডতর আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওঁরা ঢাকায় খতম করেছে একজন পাক ব্রিগেডিয়ারকে এবং যশোরে স্যাবার জেট।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সংগ্রামরত ফৌজগুলিকে একই কম্যানডের অধীনে আনার উদ্যোগ চলছে। বাংলা দেশের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকার বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রামরত বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার এবং এভাবেই পূর্ব, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনকে একই অধিনায়কত্বের অধীনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

বুধবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে মোতায়েন নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লির সরকারি মহল এবং মুক্তাঞ্চল থেকে প্রত্যাগত অন্যান্য সূত্রে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, ঐদিন প্রধানতঃ পূর্ব ও মধ্য রণাঙ্গনেই উভয় পক্ষের লড়াই চলেছে।

মধ্য রণাঙ্গন

মধ্য রণাঙ্গনে মুক্তি ফৌজ ঢাকা শহরের ওপর তাদের প্রাধান্য বজায় রেখে চলেছে—লড়াই এখন চলছে মূল শহরের বাইরের দিকে, বিমান বন্দর ও ক্যানটনমেনট এলাকায়। মুক্তি ফৌজ শহর থেকে বেরিয়ে বিমান বন্দরের পথ দখলের লড়াইয়ে নিযুক্ত রয়েছে, ক্যানটনমেনট এলাকাটি তারা ঘেরাও করে ফেলেছে।

পূর্ব রণাঙ্গনে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা তারা দখল করে রয়েছে, উত্তর রণাঙ্গনে রংপুর ও ময়মনসিং, দক্ষিণপশ্চিম রণাঙ্গনে খুলনা, যশোর ও কুষ্ঠিয়ায় তাদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উত্তর রণাঙ্গনে মুক্তি বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছেন মেজর সাখিউল্লা।

হানাদার বাহিনী মুক্ত অঞ্চল পুনর্দখলের চেষ্টা করছে না, তারা শুধু নিজেদের ঘাঁটিগুলি অটুট রাখার চেষ্টা করছে। তারা বোমা বর্ষণ করেছে, রাজশাহী, খুলনা এবং আরও কয়েকটি স্থানে। কিন্তু স্থলভাগে প্রচণ্ড লড়াই চলছে রাজশাহী, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা ও ঢাকায়।

মুক্তি বাহিনী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কটি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ঢাকা বিমান বন্দরটি হাতে রাখার জন্য পাকিস্তানী বাহিনী মরিয়া হয়ে চেষ্টা

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

ওঁরা যশোরে দুটি স্যাবার জেট ফেলেছেন

সীমান্ত থেকে স্টাফ রিপোরটার

বুধবার সাতক্ষীরা এসে খবর পেয়েছি এইদিন দুপুরে মুক্তি ফৌজ ইয়াহিয়া বাহিনীর দুখানা স্যাবার জেট গুলি করে যশোহরে নামিয়েছে। এই সংবাদে স্বাধীন বাংলা দেশের নাগরিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উল্লাস দেখা দিয়েছে।

সাতক্ষীরা আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন—একটি সু-সংবাদ

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

জেলা কুষ্ঠিয়া, মহকুমা মেহেরপুর মৌজা ইছাখালি। গাঁয়ের প্রাথমিক শিক্ষক সহকৎউল্লা মণ্ডলের কাছে বুধবারের আনন্দবাজার পৌঁছেছে।

চিত্র ঃ অলক মিত্র

নাপাম বোমা ব্যবহার

পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীরা বাংলা দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর নাপাম বোমা-বর্ষণ করেছে।

ঢাকার একজন প্রবীণ সাংবাদিক মুক্তাঞ্চলে পরিভ্রমণ-রত সংবাদ-সংস্থা ইউ এন আই-এর প্রতিনিধির কাছে বলেছেন ঃ ধ্বংসের ব্যাপকতা দেখে মনে হয়, তারা নিশ্চয়ই নাপাম বোমা ব্যবহার করেছে।

দূরে কামান গর্জন। শ্রীহট্টের মুক্তাঞ্চলে দাঁড়িয়ে উক্ত সাংবাদিক বলেন, হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করেছে—হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। নাৎসী জারমানির অত্যাচারকে তারা হার মানিয়েছে।

ঢাকার রাজপথে শত শত আগুনে-পোড়া মৃতদেহ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

মুক্তিফৌজের একজন করনেল বলেন, জালাল হল, সলিমুল্লা মুসলিম হল, শের-ই বাংলা হল এবং টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র হানাদারদের

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

‘বাংলাদেশ’ সীমান্তের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রুস্তমজি

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান শ্রীরুসতমজী বুধবার ভারত-বাংলা দেশ সীমান্তের বিভিন্ন ঘাটি পরিদর্শন করেন। সরকারী সূত্রের বক্তব্য, “সীমান্তে বি এস এফের ঘাটিগুলি দেখার জন্যই তিনি কলকাতা এসেছেন।” জানা গেল, শ্রীরুসতমজী আরও দু-একদিন পূর্বাঞ্চলে থাকবেন এবং তারপর ফিরে গিয়ে নয়াদিল্লির কর্তৃপক্ষকে সব “বন্দোবস্তের” কথা জানাবেন।

আমার সোনার বাংলা

মুজিবরের মুক্তি ফৌজ স্থির করেছেন, স্বাধীন বাংলা দেশের জাতীয় সংগীত হবে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।’ জাতীয় সংগীত হিসাবে এই গানটিকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে নেওয়া হয়। —ইউ এন আই

পূর্ব বাংলা থেকে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু আগমন ছাড়াও সীমান্তরক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বি এস এফ আর একটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অবাঙ্গালী জওয়ান ও অফিসাররা আত্মরক্ষার জন্য সপরিবারে এলে এপারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে। গোটা সীমান্তে গত তিনদিন ধরে এই রকম অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে, পূর্ব বাঙলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এইদিন কলকাতায় পাওয়া গিয়েছে।

প্রথমত, গত দুদিন ধরে কলমবোর পথে কোনও পাক বিমান রসদ বা সৈন্য নিয়ে পূর্ব বাংলায় আসছে না। সিংহল সরকার কলমবোর পথে পাক বিমানের আগমন বন্ধ করে দিয়েছেন কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি।

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামে জাহাজে সৈন্য বা রসদ নামানোও পাক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। চট্টগ্রাম বন্দর সম্পূর্ণ অকেজো এবং তা মুক্তিফৌজের পূর্ণ দখলে।

তৃতীয়ত, ঢাকা, যশোর, রংপুর, প্রভৃতিও হৃত শহরগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য পাক বিমান বাহিনী মঙ্গলবার রাত্রিতে ওইসব এলাকায় প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করেছে।

চতুর্থত, ওইসব শহরের ক্যানটনমেনট-গুলি থেকে পাক সেনাবাহিনী এখনও এলোপাথারি কামানের গোলা বর্ষণ করে চলেছে।

এইদিন কলকাতায় বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে আরও জানা গিয়েছে যে, **দু-একদিনের মধ্যেই পিপলস রিপাবলিক অব বাংলা দেশের একটি বড় দফতর কুষ্টিয়ায় চালু হচ্ছে। এই শহরের মাধ্যমেই নবগঠিত সরকার আপাতত বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবেন।**

বাংলা দেশ থেকে এইদিনও বহু নেতা অস্ত্র সাহায্যের আবেদন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। মঙ্গলবার রংপুর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের দুই প্রধান নেতা কোচবিহারের দিনহাটায় আসেন। সেখানে শ্রীকমল গুহ প্রভৃতি ফরওয়ারড ব্লক নেতারা তাঁদের জন্য জনসভার আয়োজন করেন সেই সভায় প্রায় বিশ হাজার শ্রোতা হাজির হন এবং তাঁরা সবাই বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কয়েক হাজার ছেলে এইদিন রংপুরে যাওয়ার জন্য সীমান্তে এগিয়ে যায়।

কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিহত

আগরতলা, ৩১ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গত ২৭ মারচ কুমিল্লায় তাঁর বাসভবন থেকে বাইরে এনে দখলদার বাহিনী তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এখানে কুমিল্লা থেকে আগত লোকেরা ওই খবর দেন।

তাঁর মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। যাতে তাঁর শেষকৃত্য না করা যায়, সেজন্য দখলদার সৈন্য মৃতদেহ পাহারা দেয়।

হিতেন্দ্র দেশাই মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

গান্ধীনগর, ৩১ মারচ—গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই আজ সকালে রাজ্যপালের কাছে তাঁর সরকারের পদত্যাগ পেশ করেছেন। দলত্যাগের ফলে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ায় আদি কংগ্রেসের শেষ ঘাঁটিটিরও পতন ঘটল।

রাজ্যপাল শ্রীমননারায়ণ শ্রী দেশাই ও তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেছেন।

তবে বিকল্প কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি শ্রী দেশাই ও তাঁর সহকর্মীদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন।

এরপর রাজ্যপাল বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা নব কংগ্রেসের শ্রীকান্তিলাল ঘিয়াকে ডেকে পাঠান। একটি বিকল্প সরকারের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাঁকে বলা হয়েছে।

শ্রী ঘিয়া তাঁর সহকর্মী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এ ব্যাপারে

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ থেকে মারকিন নাগরিক অপসারণ

ওয়াশিংটন, ৩১ মারচ—ঢাকায় নিযুক্ত কনসাল জেনারেলের পরামর্শ অনুযায়ী মারকিন সরকার গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলা দেশ থেকে বে-সরকারী আমেরিকান নাগরিক ও তাদের পরিবার পরিজনকে এবং সরকারি কর্মচারীদের পরিবার পরিজনকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

—এ পি

ভারতের জনগণ পূর্ব বাংলার পাশে ঃ সংসদে প্রস্তাব

ভারতের জনগণ পূব-বাংলার পাশে আছে। বুধবার সংসদে সর্ব-সম্মত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ওঁদের সংগ্রাম, ওঁদের আত্ম-বিসর্জন ব্যর্থ হবে না, ভারতের সর্বান্তঃকরণ সহানুভূতি এবং সাহায্য ওঁরা পাবেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে সংসদের উভয় কক্ষে তুমুল হর্ষধ্বনি ওঠে, উল্লাস বয়ে যায়।

দুই পৃষ্ঠাব্যাপী প্রস্তাব। উত্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। তাতে পূব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত করা তো হলই, উপরন্তু অভিব্যক্ত হল তাঁরা যে জয়যুক্ত হবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা।

আমাদের নয়াদিল্লির বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ঃ

সংসদের দুই সভাতেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং বিনা আলোচনায় সর্ব-সম্মতিক্রমে সেটি গৃহীত হয়। লোক-সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর রাজ্য-সভার অনুমোদন লাভের জন্য শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাবটি নিয়ে যান।

সভায় তখন বিরাজ করছিল থমথমে নীরবতা। সংসদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রধান-মন্ত্রীর উদাত্ত কণ্ঠে ভাষা পায় ঃ পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের “জয় হবেই”।

শ্রীমতী গান্ধী যখন বাংলা দেশের মানুষের এই সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গে ভারতের জনগণের সর্বান্তঃকরণ সহানুভূতি ও সমর্থনের আশ্বাস দেন, উভয় সভাই তখন দীর্ঘস্থায়ী করতালিতে মুখর হয়ে উঠে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচনে জয়ের পরেই আমাদের বীর প্রতিবেশীদের যে মর্মান্তিক দুঃসময় এসেছে, তা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে আমাদেরও একাত্ম করেছে। তাঁদের সুন্দর দেশের উপর যে ধ্বংসলীলা চলছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর এই প্রস্তাবটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাঁদের সর্বসম্মত অনুমোদন পেয়েছে। সভার সকল অংশের হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতি দিতে উঠেন।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বাংলা দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ভারতের ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পূর্ববঙ্গের সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা সশস্ত্র বাহিনীকে সেখানে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানকার জনগণ নির্ভুলভাবে যে বাসনা

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পুলিশের গুলিতে ৫ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ঘটনায় পাঁচজন নিহত হন। পাঁচজনই পুলিশের গুলিতে। আততায়ীর গুলিতে আহত নদীয়া জেলায় কংগ্রেস নেতার মৃত্যু ঘটে।

পুলিশের গুলিতে নিহতদের তিনজনই মারা যান শ্যামপুকুরে। এবং বাঁশদ্রোণী এবং বালিতে একজন করে।

নদীয়ার আহত কংগ্রেস নেতার মৃত্যু

নদীয়ার ওই কংগ্রেস নেতা হলেন শ্রীঅমূল্যকুমার সাহা। তিনি নদীয়া জেলা (আদি) কংগ্রেসের সম্পাদক।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭·০০ টাকা	৩৯·০০ টাকা	২০·০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫·০০ টাকা	৪৮·০০ টাকা	২৪·৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫·০০ টাকা	৯৩·০০ টাকা	৪৭·০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮·০০ টাকা	৬০·০০ টাকা	৩১·০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯·০০ টাকা	১৩০·০০ টাকা	৬৫·৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪·০০ টাকা	৭·৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯·০০ টাকা	১৫·০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

ছবি তোলা রিটাচিং ফিনিশিং ডার্ক রুমের কাজে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার চাই। বেতন ১৭৫, বক্স নং ৪৮৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

প্রস্তাবিত হাইস্কুলের জন্য ১) বি এস-সি (পিওর); ২) মৌলভী এফ এম/এম এমও ৩) অভিজ্ঞ করণিক চাই। ৭-৪-৭১ এর মধ্যে আবেদন করুন। সম্পাদক, চন্ডীপুর রাংসারা জুনিয়র হাইস্কুল, পোঃ ঘোষপুর, ২৪ পরগণা। (সি ১০৭৭)

ঋণ ও লগ্নী

কোন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে লাভজনক সাপ্লাই ব্যবসার জন্য উত্তম শর্তে ৪।৫ হাজার টাকা বিনিয়োগকারী অংশীদার আবশ্যক। বক্স নং ৪৮৫২ আনন্দবাজার, (সি ১১৮২)

স্মৃতির উদ্দেশে

'রবীন ব্যানার্জী (সোনা), মৃত্যু ১লা এপ্রিল, ১৯৪৮—রাঙ্গাদার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন :—রমেন্দ্র (গোপাল), ভবানীপুর। (সি ১১৮০)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদিগকে অতি অল্প দিনের ভিতর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে বাজারের বিপরীতে দোতলায়। (৪৮৮১ এ)

নির্ভুল ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখুন। ব্যবসা/চাকুরী যা-ই করুন, উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী জানা একান্ত আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০·৫০। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ, ৩৫-৬২৩০। শাখা : ৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। বিঃ দ্রঃ—স্কুল ফাইনাল কোচিং ক্লাশেও ভর্তি চলিতেছে। (৪৮৮৫ এ)

কনসেসনে ভর্তি চলিতেছে
টেলিফোন অপারেটিং/টেলারিং / হাতে-কলমে ট্রানজিস্টার রেডিও তৈয়ারী করা —ইহার যে কোনও একটি ৩ মাসের ভিতর শিখিয়া শিক্ষান্তে আপনি মাসিক ২৫০, হইতে ৩০০, উপার্জন করিতে পারেন। বেতন ৩ মাসের জন্য ৩৫,। ভর্তি ফি পৃথক। এই কনসেশনে মাত্র ৫০ জন ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তি করা হইবে। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেই চলিবে। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে বাজারের বিপরীতে, শিয়ালদহ। (৪৮৮০ এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

ভাগীরথী পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

পোঃ ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, জিঃ নদীয়া রেঃ স্টেঃ—শিমুরালী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এড কোর্সে ভর্তির নিমিত্ত (নট ডেপুটেড) ছাত্রছাত্রীগণ সত্বর আবেদন করুন। ২০ পঃ স্ট্যাম্প সহ খাম ও প্রিন্সিপাল-এর নামে ২, টাকার পোস্টাল অর্ডার/এম-ও পাঠাইলে অথবা স্বয়ং আসিয়া রেজিঃ ফি ২, টাকা জমা দিলে অফিস হইতে ফরম ও প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে। (৪৮৭৮ এ)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

এই রেলওয়ের খড়্গপুরে প্রিন্টিং প্রেস স্টাফের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ (ফেজ ২)-এর নিমিত্ত সীলকরা টেন্ডার (১৯৭১ সালের টেন্ডার নোটিস নং ৩ (পি অ্যান্ড ডি) আহবান করা যাইতেছে।

বায়নার টাকা ও জামিন জমার পরিমাণ ১০,০০০, টাকা।

কলিকাতা ৪৩ অধীন গার্ডেনরীচস্থিত এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ার অথবা এই রেলওয়ের কোন স্টেশন মাস্টারের নিকট প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫, টাকা (অফেরৎযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া ৩০-৪-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিসে বিবরণসহ টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

টেন্ডার গার্ডেনরীচ, কলিকাতা৪৩ ঠিকানায় নিম্নবর্ণিতের অফিসে ৩০-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩-১৫টায় খোলা হইবে।

চীফ এঞ্জিনিয়ার
(প্রোজেক্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)
পিআর|এসই|পিএ|১|এঞ্জি-২১১ (৪৮৬১)

টেন্ডার

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

ট্রাস্ট স্টোর্সে বা কলিকাতা পৌর এলাকার মধ্যে যে কোন স্থানে রবার গাসকেট জয়েন্টের উপযোগী ১০০ মি মি ব্যাসের সি আই পাইপ সরবরাহ ও ডেলিভারীর জন্য টেন্ডার আহবান করা হইতেছে।

বায়না বাবদ ৬,৯০০, টাকা অবশ্যই ১২-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনস্থিত ট্রাস্টের অফিসে প্রতি প্রস্থ ২, টাকা মূল্যে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার ওই ধরণের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা উল্লেখে আবেদনক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনীয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন, কেবল তাঁহাদিগকে টেন্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

কাজের নাম উপরিলিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেন্ডার ১৩-৪-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট পেশ করিতে হইবে।

ডি এস সি বোনার্জি
চেয়ারম্যান
(৪৭২০)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

স্কীম নং ১২১-তে রাণী দেবেন্দ্র বালা রোড চওড়া করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

বায়না হিসাবে ১,৭০০, টাকা অবশ্যই ১২-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টায় মধ্যে জমা দিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থ বাবদ ২, টাকা আদায় দিয়া পি-১৬, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, কলিকাতা-১২ ঠিকানাস্থ ট্রাস্টের অফিসে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার এই ধরনের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা উল্লিখিত দরখাস্তে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনীয়ারের অনুমোদন লাভ করিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই টেন্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেন্ডার অবশ্যই ১৩-৪-৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ডি এস সি বোনার্জি
চেয়ারম্যান
(৪৭১৯)

১৯৭১-৭২ সালে ব্লক, স্টিরিও ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে পুনরায় সীলকরা টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস, রাইটার্স বিল্ডিংস (ব্লক ১, ৪র্থ তল), কলিকাতা-১-এর নিকট বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। 'ব্লক ইত্যাদির জন্য টেন্ডার' কথাগুলি উপরেলিখিত, বায়না হিসাবে ১০০, টাকা জমা দেওয়ার টি আর চলান সহ টেন্ডার ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ১টায় খোলা হইবে।
১১৫৫(৩)আইপিআর/এ/৭১
(৪৮৫৭)

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন সদস্যরা পূর্ববঙ্গে যেতে চান

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন সদস্যরা 'বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজের' সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের চেয়ারম্যান শ্রীঅমিয়নাথ বসু প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক চিঠিতে বলেছেন, সঙ্ঘ আজাদ হিন্দ ফৌজ অফিসারদের নেতৃত্বে কয়েক দল স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে চায়। প্রাক্তন আই এন এ অফিসার ক্যাপটেন এইচ আর আনন্দ প্রথম দলটির নেতৃত্ব করবেন।

শ্রীবসু 'প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অনুমতি' দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন।

টেন্ডার

আর আর ডিরেক্টরেটে সরবরাহের জন্য ১৫০০ কুইন্টাল ডাল (টেন্ডার ফরমে বর্ণিতমত) ক্রয়ের নিমিত্ত নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। টেন্ডার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গের রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার মারফত পাঠাইতে হইবে। সমস্ত টেন্ডার খোলার তারিখ হইতে ৬০ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকা চাই। পূর্ণ বিবরণ সহ টেন্ডার ফরম টেন্ডার খোলার তারিখ বাদে যে কোন কাজের দিন বেলা ২টা পর্যন্ত (শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত) প্রতি কপি ১, টাকা মূল্যে কলিকাতার ১০/এ, অকল্যান্ড রোডস্থিত আর আর ডিরেক্টরেটের অ্যাকাউন্টস ব্রাঞ্চে ক্রয় করা যাইবে। সরকারী সংস্থা এবং রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটি বায়নার টাকা ও জামিনের টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইবেন। কোন টেন্ডার অংশত/সমগ্রত গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। টেন্ডার ৮ এপ্রিল, ৭১ তারিখ বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার কিছুক্ষণ পরে টেন্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হইবে। সফলকাম টেন্ডারদাতাদিগকে ১৫-৪-৭১ তারিখ নাগাদ সরবরাহ শুরু করিতে হইবে।
১১৪৮(৩)আইপিআর/এ/৭১
(৪৮৫৮)

সভা-সমাবেশ

বাংলা জাতীয় দল—দলের প্রধান কার্যালয়ে ২টায় কর্মী ও সমর্থকদের জমায়েৎ। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন—'বাংলা দেশে'র গণতন্ত্র ও স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামের সমর্থনে ৪টায় ভারত সভা হলে মহিলা সভা। সারা বাংলা যুব সংস্থা—'বাংলা দেশে'র মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে ৬টায় স্টুডেনটস হলে সভা। ছাত্র যুব সমাবেশ—মধ্য কলকাতা জেলা (নব) কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৪টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ছাত্র যুব সমাবেশ। 'বাংলা দেশে' গণহত্যার প্রতিবাদে পাক ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে বিক্ষোভ মিছিল। রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট—৬৷৷টায় বিবেকানন্দ হলে 'মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা। বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা—দেড়টায় ছাত্রদের জন্য ছায়াচিত্র প্রদর্শনী। বগুড়া সম্মিলনী—'বাংলা দেশে'র বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ৫টায় ২৬ লেনিন সরণিতে (দোতলায়) জরুরি সভা। এক্সাইড রিক্রিয়েশন ক্লাব—৬টায় রবীন্দ্র সদনে বার্ষিক সম্মেলন। বাঙ্গালী ঐক্য সংসদ—সকাল ৮-৩০টায় শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের সংসদ ভবনে 'বাংলা দেশে'র স্বীকৃতির দাবিতে সভা। সভাপতি—অজিতকৃষ্ণ সরকার।

দি ক্যালকাটা অরফ্যানেজের পতাকা দিবস
২ এপরিল, শুক্রবার

আজ আকাশ পরিস্কার থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ আকাশ পরিস্কার থাকবে। দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

বুধবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৬·৪ এবং ২৪·৪ ডিগরি সেনটিগ্রেড। দুইই স্বাভাবিক অবস্থা।

আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ—সর্বাধিক- ৯৫ ভাগ, সর্বাল্প ৪১ ভাগ।

এদিন কোন বৃষ্টিপাত নেই।

শোক-সংবাদ

কলকাতা হাইকোরটের অ্যাডভোকেট, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুরেশচন্দ্র বসু রবিবার সকালে কলকাতায় নিজ বাস ভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর।

হাউসিং এসটেট টেনানটস এসোসিয়েশন

দত্তবাগান এল-আই-জি হাউসিং এসটেট টেনানটস্ এসোসিয়েশনের ১৯৭০-৭১ সালের জন্য শ্রীশচীন সেন ও শ্রীভূপেন ঘোষচৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। কর্মচারী কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন ১৬ জন সদস্য।

টেন্ডার

কোল বোর্ড : আসানসোল

সি পি ডবলিউ ডি, কোনো রাজ্যের পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে, এম ই এস-এর অনুমোদিত তালিকাভুক্ত বা অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। ডেপুটি চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, কোল বোর্ড, আসানসোল কর্তৃক ৩-৫-১৯৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টা পর্যন্ত নিম্নোক্তগুলির জন্য টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং উহা অব্যবহিত পরে তৎকর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক খোলা হইবে :—

কাজের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ
১। আসানসোলে বোর্ডের কলোনির ভিতরে মোরাম রোডগুলি টার-করা রাস্তায় রূপান্তরিতকরণ	৩০,৭১০, টাকা	৩০৭, টাকা	৪ মাস
২। আসানসোলে বোর্ডের কলোনিতে কোয়ার্টারসমূহের ছাদে টার ফেল্টিং কাজ	১৪,০৫০, টাকা	১৪০, টাকা	২ মাস
৩। আসানসোলে বোর্ডের কলোনিতে সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ	৪৫৯৫, টাকা	৪৬, টাকা	২ মাস

৩০-৪-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রতি দফা কাজের জন্য ২, টাকা করিয়া নগদে আদায় দিলে ডেপুটি চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, কোল বোর্ড, আসানসোল; সিনিয়র মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, কোল বোর্ড লাছিপুর, পোঃ অঃ কাজোরাগ্রাম, বর্ধমান; চীফ এঞ্জিনিয়ার (রোপওয়েজ), কোল বোর্ড, ধানবাদ অথবা কলিকাতাস্থিত কোল বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট টেন্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। (৪০৮৯)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
টেন্ডার নোটিস

নিম্নোক্তগুলির জন্য টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে এবং উহা প্রতিটির পার্শ্বে লিখিত তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। প্রতি টেন্ডার দুই প্রস্থে খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে "............জন্য টেন্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং উহা কিপার অফ রেকর্ডস-এর নিকট হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

টেন্ডারের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম সমেত স্পেসিফিকেশনের দাম	টেন্ডার খোলার তারিখ
১। পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস-এ নিউ ইনটেক জেটিতে অতিরিক্ত জরুরী কাজ	৩,৪৮,৫০০, টাকা	৭,২১০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ৪০, টাকা	২১-৪-৭১
২। কাশীপুর শ্মশানঘাটে (রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান) ইলেকট্রিক ক্রিমেটোরিয়মের জন্য একটি বিল্ডিং নির্মাণ	১,০৯,২৯৬, টাকা	২,৭৩৫, টাকা	প্রতি প্রস্থ ৩০, টাকা	২১-৪-৭১

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
৩০/৩/৭১
(৪৮৫১)

মুক্তি সংগ্রামের সংবাদ — নানা সূত্রে, নানা অঞ্চলে

স্টাফ রিপোরটার

স্বাধীন বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতাজউদ্দিন আহমদ মুক্ত অঞ্চলের লীগের স্থানীয় নেতা এবং বিভিন্ন জেলার মুক্তি বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। হরিদাসপুর সীমান্তে স্বাধীন বাংলা সরকারের একজন মুখপাত্র জানান 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশমত শ্রীআহমদ বাংলা দেশের সর্বত্র মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে সংযোগরক্ষা করছেন। ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু মুজিবর আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সমস্ত ইউনিটের প্রধানদের মুক্তি বাহিনীর শাখাগুলিকে শ্রীআহমদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুষ্ঠিয়া শহরে জনসভা হয়েছে

আওয়ামী লীগের কুষ্ঠিয়া জেলার সভাপতি শ্রীআমিরুল ইসলাম বাংলা দেশের জনগণের কাছে প্রতিটি গ্রামে জয়কে সুদৃঢ় করতে এবং যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আহবান জানিয়েছেন। হরিদাসপুর সীমান্ত থেকে স্বাধীন বাংলা সরকারের সূত্রে আরও খবর পাওয়া গিয়েছে যে কুষ্ঠিয়া শহরে এক জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়েছেন।

শ্রীইসলাম ওই জনসভায় বাংলা দেশের 'নিরস্ত্র জনগণের উপর জঙ্গীশাহী পাঞ্জাবী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সমস্ত প্রাক্তন সৈনিক, আনসার, মুজাহিদ এবং আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের নিকটতম সংগ্রাম পরিষদের ইউনিটের কাছে রিপোরট পাঠাতে এবং নির্দেশ গ্রহণ করতে বলেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কুষ্ঠিয়ার সংগ্রামী মানুষের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাঠান সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে

পশ্চিম পাক দখলদারী বাহিনীর পাঠান সৈন্যরা মুক্তি ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে। অন্তত দুটি জায়গায় তারা বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজের দিকে চলে এসেছে বলে সীমান্ত থেকে কলকাতায় সরকারী সূত্রে খবর এসেছে।

বুধবার বিভিন্ন সীমান্ত পেরিয়ে সরকারের কাছে আরও খবর পৌঁছেছে যে যশোরে পাক দখলদার বাহিনী বোমা বর্ষণ করছে। ১৮টি গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামও মুক্তি ফৌজের দখলে। কুষ্ঠিয়া, খুলনা এবং দিনাজপুরে তাদের দখল সুপ্রতিষ্ঠিত।

মুক্তি ফৌজ ঈশ্বরদি বিমানবন্দরটি এমনভাবে ক্ষতি করেছেন যাতে কোনমতেই দখলদার বাহিনী সেখানে নামতে না পারে। রাজসাহী এবং রংপুরের মধ্যে রেল লাইনও তাঁরা তুলে দিয়েছেন।

এক জায়গায় দখলদার বাহিনীর একটি দল গুলি করছিল। তাদের গুলি ফুরিয়ে যেতে জনতা ওই দখলদার দলটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ঠাকুরগড়ের দখলদার বাহিনীর অবশিষ্ট লোকেরাও আত্মসমর্পণ করেছে।

গত দুদিনে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তরক্ষীবাহিনীর ক্যামপ ও থানায় অন্তত পঁচিশ জন ভীত, সন্ত্রস্ত পাক-সেনা আত্মসমর্পণ করে বলে নানা সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

আশ্রয়ের জন্য পাক-ফৌজ এসেছে

গৌহাটি থেকে পি টি আই জানান, দশ জন পাক-সৈন্য বুধবার ত্রিপুরার সীমান্তরক্ষীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মেঘালয়ের ডালু এলাকায়ও এদের বেশ কয়েকজন আশ্রয়ের জন্য এসে হাজির হয়েছে। বাংলা দেশের সীমান্তঘাটিগুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানী জমাদারদের ইতিমধ্যেই নিরস্ত্র করা হয়েছে। এ ছাড়া ওদেশের পুরণ ওমাসিয়ায় একজন পাঞ্জাবী জমাদার ও দুজন সৈনিককে হত্যা করা হয়েছে।

ইউ এন আই-এর খবর : একজন পাক সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আগরতলায় পালিয়ে এসেছে। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক এই সৈনিকটি পাঞ্জাব রেজিমেনটের লোক। ওর ইউনিটের অপর ২৬ জনকে মুক্তিযোদ্ধারা খুন করেছে বলে সে জানায়।

মালদহে

আমাদের মালদহের সংবাদদাতা জানান, মঙ্গল ও বুধবার তিনজন পাক-সেনা ওই জেলায় পালিয়ে আসে। এদের একজন হাবিবপুর থানার কোঠালপুরির ক্যামপ ও অপর দুজন ইংলিশবাজার থানায় আত্মসমর্পণ করে। শেষোক্ত দুজনের পুরো পরিচয় এখনও জানা যায় নি।

কোটালপুরে আত্মসমর্পণকারী সৈনিকটির নাম দৌলত খাঁ। বাড়ি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হরবওয়ালা গ্রাম। সেনা দলে তার ক্রমিক নম্বর ৪৪৬৭৮৯। সে নিজেকে মুজিবরের সমর্থক বলে জানায়।

চট্টগ্রামে প্রচণ্ড আক্রমণ, প্রতিরোধ লড়াই

অমিয়দেব রায়

আগরতলা, ৩১ মারচ—সীমান্তের ওপার থেকে খবর পাওয়া গেল চট্টগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থল ও বিমানবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলার মুক্তি সেনা এবং চট্টগ্রামের জনগণ প্রাণপনে চট্টগ্রামকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছেন। মুক্তি সেনারা আজ একটি হেলিকপটার ভূপাতিত করেছে। তবে কুমিল্লা শহর পুরাপুরি পাক সেনাদের দখলে। পাঞ্জাবী সেনারা সেখানে অমানুষিকভাবে লুঠতরাজ চালাচ্ছে।

এদিকে বঙ্গবন্ধু মুজিবরের মুক্তিফৌজ আখাউরা সম্পূর্ণভাবে দখলে রেখেছে। সেখানে ১৩ জন পাঞ্জাবী সেনা ছিল। গত তিনদিনে ২ জন পাঞ্জাবী সেনা নিহত হয়েছে। বাকি ১০ জন পালিয়েছে বলে সীমান্তে খবর এসেছে।

আখাউরা আগরতলা থেকে ৫ মাইল দূরে। মুক্তিফৌজ আগামীকাল কুমিল্লা দখলের চেষ্টা করবে বলে এক সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

ঢাকার সংবাদ ভয়াবহ। সেখানে ১২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ আছে। এক লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে। বাকি লোকেরা পাক সেনাদের অকথ্য অত্যাচারে পালিয়েছে। নতুন ও পুরোনো ঢাকার শত শত বাড়ি ঘর পুড়ে গিয়েছে এবং হাজার হাজার নিরস্ত্র জনগণকে পাকফৌজরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সেখানে মুক্তিফৌজ গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শত শত হিন্দু-মুসলমান পালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু লোক ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব

আজ ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এবং সবরকমে সাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

কোচবিহার থেকে

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

কোচবিহার, ৩১ মারচ—মঙ্গলবার ৫৬ কিলোমিটার দূরে সীতাই সীমান্তে ওপার বাংলার কিছু যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। ওরা ওপার থেকে কোচবিহারের দিকে আসছিলেন সাহায্যের আশায়। অস্ত্র চাচ্ছেন। ওই যুবকদের মধ্যে স্কুলের শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রংপুর কলেজের ক'জন ছাত্র রয়েছেন। তাঁরা আমাকে বললেন, রাজশাহী, রংপুর শহরে তখনও পাক ফৌজের সঙ্গে লড়াই চলছে। রংপুর জেলার সঈদপুর, পার্বতীপুরেও ওই অবস্থা। থানা মহকুমা আওয়ামী লীগের দখলে। দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের দখলে।

তিস্তা সেতু ভেঙেছে। ২৭ মারচ পানজাবি রেজিমেনট রংপুর জেলার ই-পি-আর-এর কিছু অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। জেলাশাসক, এস-পিকে গৃহে বন্দী করে রেখেছে।

আজিজুর রহমান, নুরুল হক এবং ডঃ সিদ্দিকী, এই তিনজন জাতীয় পরিষদের সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কোচবিহারে সম্পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। রংপুরের আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী দিনহাটায় এসেছেন।

রঙপুর সীমান্ত থেকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

রঙপুর সীমান্তের 'বাঙলা দেশ'-এর এলাকা মোগলহাট থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বুধবার রঙপুর সামরিক ঘাঁটি থেকে বাঙালী রেজিমেনটের একশ সশস্ত্র লোক লালমণিরহাটে এসে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেন।

উঁড়ি গ্রাম এবং গাইবান্ধা মহকুমা থেকে ইসট পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর ছ শ লোক সশস্ত্র মুক্তি ফৌজের নেতৃত্বে রঙপুর শহরের দিকে বুধবার বিকালে এগিয়ে চলেছে। লালমণিরহাট আওয়ামী লীগের দফতর থেকে এ খবর পাওয়া যায়।

কোনারহাটে ইসট পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর এক পাঞ্জাবী সুবেদারকে জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে এ সংবাদ মোগলহাট আওয়ামী লীগ দফতরের। গাইবান্ধা, উঁড়ি গ্রাম এবং লালমণিরহাট মহকুমা এখন মুক্তি ফৌজের সম্পূর্ণ দখলে। লড়াই চলছে রঙপুর শহরের ওপাশে সৈদপুরে। মুক্তি ফৌজের লক্ষ্য এখন রঙপুর শহর। সেখানে সামরিক বাহিনীতে ইতিমধ্যেই খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। ক্যানটনমেনটের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নষ্ট করে এবং জলের পাইপ তুলে ফেলে শত্রু সৈন্যদের বিপন্ন করে তুলেছে মুক্তি ফৌজ। অবস্থা দেখে রঙপুরের সামরিক ছাউনি থেকে সৈন্যদের ঢাকায় সরিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে বলে মোগলহাট আওয়ামী লীগ দফতর খবর দেয়।

এদিকে দিনহাটায় এদিন বাঙলা বন্ধ পালিত হয়। বিকালে 'বাঙলা দেশের' মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের এক জনসভায় ফরওয়ারড ব্লক নেতাদের সঙ্গে ওপারের আওয়ামী লীগের দুজন যুব-নেতাও বক্তৃতা করেন।

গ্রেসাম অ্যানড ক্র্যাভেন কোমপানির পরিচালনার ভার ভারত সরকার নিলেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—ভারত সরকার কলকাতার গ্রেসাম এ্যানড ক্র্যাভেন অব ইনডিয়া (প্রাইভেট) লিঃ-র পরিচালন ভার পাঁচ বৎসরের জন্য নিজের হাতে নিয়েছেন।

শিল্পোন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী আর সুব্রহ্মণ্যমকে চেয়ারম্যান করে দুই সদস্যের একটি পরিচালনা বোরড নিযুক্ত করা হয়েছে। বোরডের দ্বিতীয় সদস্য হচ্ছেন আজমীরে রেলওয়ে ওয়ারকশপের (মেকানিক্যাল) সুপারিনটেনডেনট শ্রী এস কে মৈত্র।

৫ জনের মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রীসাহা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন মঙ্গলবার রাত নটা নাগাদ। কৃষ্ণনগরের শক্তিনগরে তাঁর বাড়ির সামনে। হাসপাতালে মঙ্গলবার রাত দেড়টায় তার মৃত্যু ঘটে।

এ সম্পর্কে পুলিশ এক জনকে গ্রেফতার করে।

শ্যামপুকুরে

বুধবার ভোরে উত্তর কলকাতার হরচাঁদ মল্লিক স্ট্রীট ও শোভাবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থলের কাছে পুলিশের গুলিতে তিনজন যুবক নিহত হন।

পুলিশের অভিযোগ, এদিন ভোরে ওই এলাকায় মিলিটারির সাহায্যে পুলিশ তল্লাসি চালাতে গেলে তাঁদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। পুলিশ ওই সময় রিভলবার থেকে ১৯ রাউনড গুলি ছোড়ে। গুলিতে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত ওই তিনটি যুবক মারা যান।

ভোর সাড়ে চারটা থেকে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শ্যামপুকুর থানা এলাকায় ওই তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ এদিন ৪ জন নকশালপন্থী সহ ১৪৬ জনকে গ্রেফতার করে। এ ছাড়া ২৯টি তাজা বোমা, একটি পাইপগান, ৮খানি ছোরা, এবং ৪খানি ভোজালি পুলিশ উদ্ধার করে।

পুলিশের গুলিতে কর্মী নিহত

এদিন দুপুরে যাদবপুর থানা এলাকায় বাঁশদ্রোণীর রায়নগরে পুলিশের গুলিতে শ্রীসাত্তার সিং (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি সি পি এম সমর্থক এবং স্থানীয় একটি বড় কারখানার কর্মী বলে পুলিশ সূত্রে বলা হয়। ঘটনাস্থলের কাছে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ ১০টি তাজা বোমা, ২টি তীর ধনুক, ১টি ছোরা ও বোমা তৈরির কিছু মশলা উদ্ধার করেছে। এ সম্পর্কে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মহাকরণে রাজ্য পুলিশ সূত্রে অভিযোগ, নিহত শ্রী সিং সহ উক্ত তিনজন একটি পুলিশ পিকেটের তিনজন কনসটেবল-এর কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে একজন কনসটেবল গুলি চালান।

স্থানীয় সি পি এম কাউনসিলার শ্রীমনোজপ্রতিম গাঙ্গুলি টেলিফোনে আমাদের কাছে অভিযোগ করেন, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে।

বালিতে পুলিশের গুলি ১ জন নিহত

বুধবার দুপুরে বালি থানার গিরিশ ঘোষ রোডে পুলিশের গুলিতে শ্রীভোরা মালি (৫০) নামে একজন নিহত ও অপর একজন আহত হন। আহত ব্যক্তিকে লিলুয়া রেল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। নিহত ব্যক্তি একজন পথচারী বলে জানা যায়।

পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, একদল যুবক ওখানকার পুলিশ ক্যামপ এবং ক্যামপের পাশে অনুষ্ঠিত স্থানীয় অধিবাসীদের একটি সভা লক্ষ্য করে ১৮।২০টি বোমা ছুড়লে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। স্থানীয় একটা বিবাদের মীমাংসার জন্য ওখানে নাকি সভাটি ডাকা হয়েছিল।

এ সম্পর্কে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

সাব-ইনসপেকটর ছুরিকাহত

বুধবার দুপুরে দমদম এলাকার সিঁথিতে শ্রীরবীন মিত্র (৫০) নামে ট্রাফিক পুলিশের একজন সাব-ইনসপেকটর ছুরিকাহত হন। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি এবং সেখানে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়।

সিঁথির রামলাল আগারওয়ালা লেনে তাঁর বাড়িতে তিনি আক্রান্ত হন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জন চারেক লোক হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর রিভলবার দাবি করে। রিভলবার নেই—শ্রী মিত্র একথা জানালে তাঁকে ছুরি মারা হয়

কোনও গ্রেফতারের খবর নেই। আক্রমণকারীরা নকশাল বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

জোড়াবাগানে সংঘর্ষ

এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ জোড়াবাগানে বিশ্বনাথ শেঠ স্ট্রীট এবং পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে কংগ্রেস এবং সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

পুলিশের অভিযোগ, পুলিশ এলে তাদের উপরও বোমা পড়ে। পুলিশ এক রাউনড গুলি চালায়। দশ জনকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়।

বেহালায় দলীয় সংঘর্ষ

বুধবার সকালে বেহালা থানা এলাকার কেওড়াপুকুরে সি পি এম ও নকশালপন্থী সমর্থক দু' দলের মধ্যে এক সংঘর্ষ বাধে। শ্রীকানাইলাল নায়ক (২৫) নামে সি পি এম সমর্থক বলে অভিহিত এক যুবক আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। শ্রীবিনয় চক্রবর্তী নামে সি পি এম সমর্থক আর একজন যুবক অপহৃত হয়েছেন বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। পরে পুলিশ তল্লাসি চালিয়ে ৪৩টি তাজা কারতুজ উদ্ধার করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ জনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে আরও বলা হয়, অপহৃত যুবকের অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

বোমা ফেটে মৃত্যু

কৃষ্ণনগর, ৩০ মারচ—গত ২৮ মারচ রাণাঘাটে নাসরা কলোনীতে বোমা ফেটে একজন যুবক নিহত হয়।

প্রকাশ, বোমা তৈরির সময় হাত থেকে বোমাটি মাটিতে পড়ে ফেটে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

বাঁশবেড়িয়ায়

হুগলি জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি শ্রীসনৎ মজুমদারের দাবি, গত শুক্রবার নিহত বুলু দাস তাঁদের কর্মী। এ ব্যাপারে তিনি সামরিক লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। প্রতিবাদে একদিন বাঁশবেড়িয়া বন্ধও পালিত হয়।

কনট্রোলার অফিসে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

এর আগে বেলা ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ একদল যুবক দারভাঙ্গা ভবনের তিনতলায় কনট্রোলার দফতরের একটি অফিসে ঢুকে বিভিন্ন পরীক্ষার ফরম, অন্যান্য দরকারী কাগজপত্র ও টাইপরাইটার মেসিনে পেটরোল ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু কর্মচারীদের সক্রিয় প্রতিরোধের ফলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। জনাপনের-ষোল যুবক একসঙ্গে ঢুকে তিন-চারটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে পকেটে করে আনা বোতল ভরতি পেটরোল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়। কর্মচারীরা তখন বাধা দেন। সেই সময় ওই খালি কাঁচের বোতলগুলি কর্মচারীদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়। কর্মচারীরাও তাদের দিকে কাঠের চেয়ার ছোঁড়েন।

বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে ফসল ফলিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা

স্টাফ রিপোরটার

স্বয়ংভরতার লড়াই পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে গত সপ্তাহে হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সেই লড়াইয়ে কৃষকদের জয় প্রত্যক্ষ করে এলাম।

এমনি খাঁ খাঁ চৈত্রে বহুবার গিয়েছি তারকেশ্বর পেরিয়ে সিঙ্গুর, পুরশুড়া হয়ে খানাকুল ও আরামবাগের গাঁয়ে গাঁয়ে। কিন্তু এমন দৃশ্য কখনও চোখে পড়েনি। মাঠের মাটি ফেটে চৌচির নয়, ধু-ধু প্রান্তর নেই। রাস্তার দুদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—প্রায় সব 'সবুজ'। যেখানে তা নেই, সেই সব জমি থেকে কয়েকদিন আগে সোনালী গম ঘরে তুলেছেন চাষীরা। তবে মাঠে এখনও পাকা গম কিছু পড়ে আছে।

পথে যেতে যেতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, গত সেপটেম্বর এই অঞ্চলের অনেকখানিই বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বানের তোড়ে নষ্ট হয়েছিল হাজার হাজার একর জমির ফসল;—একথা স্মরণ করিয়ে দিলেন জেলা শাসক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। তিনি প্রশংসা করলেন চাষীদের—বন্যার ঘা খেয়েও হতাশ হয়নি, নবোদ্যোগে চাষ করেছেন। ফলও পেয়েছেন হাতে-নাতে। তা নাহলে ছয় মাস আগের প্রলয়ঙ্কারী বন্যার পর হুগলির গাঁয়ে এখন কান্নার রোল পড়ে যেত। কারণ বন্যায় আমন, আউস, পাট ও সবজি ইত্যাদি নিয়ে সাড়ে তের কোটি টাকার বেশি ফসল নষ্ট হয়েছিল।

সরকারী হিসাব—গত বছর এই মরশুমে জেলায় যেখানে মোট ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪০০ একর জমিতে চাষ হয়েছিল, বন্যার পর সেখানে এ পর্যন্ত চাষ হয়েছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে। কৃষি দফতরের আশা, দেড় লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির জেলা হুগলিতে এবার অতিরিক্ত বোরো ধানই পাওয়া যাবে ৬০ হাজার টন। খানাকুলের জগদীশতলায় এরই কিছু নমুনা দেখলাম। মাইলের পর মাইল সবুজ বোরো ধান। ৪০টি বোরো বাঁধ দিয়ে ২০ হাজার একর জমিতে চাষ হয়েছে। গোটা তল্লাটে ৫৫টি বাঁধ দিয়ে ৩০ হাজার একর জমিতে অতিরিক্ত ধান ফলানো হচ্ছে। মুণ্ডেশ্বরী, অরোরা খাল ও দ্বারকেশ্বরের জলে এখন ভেজানো হয়েছে খানাকুল (১ ও ২), আরামবাগ, পোলবা, হরিপাল, সিঙ্গুর ও বলাগড়ের বিস্তীর্ণ শুষ্ক প্রান্তর।

জেলা কর্তৃপক্ষ অবশ্য এতে খুশি নন। বিভিন্ন অঞ্চলের বি ডি ও এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের দাবি : 'ডি ভি সির জল চাই বোরো ধানের জন্য।' তাঁদের অভিযোগ, সময়মত ওই জল নাকি কদাচিৎ পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে হতাহতের তালিকায় পঃ বঙ্গের প্রথম স্থান

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ আজ লোকসভায় যে বিবৃতি দেন তাতে জানা যায়, সাম্প্রতিক অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যাপারে পঃ বঙ্গে ২২০ জনের উপর লোক নিহত এবং প্রায় ৬৩০ জন আহত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার যে তথ্য পেয়েছেন তারই ভিত্তিতে শ্রীপন্থ এই কথা জানান। বিভিন্ন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতাহত এবং দোষী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যাদি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারে খুনোখুনির ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ তালিকার একেবারে মাথায় রয়েছে। তারপর উত্তরপ্রদেশ। এই রাজ্যে নিহতের সংখ্যা ১৫ এবং ১৭৪ জন আহত। হিমাচল প্রদেশ, দাদরা ও নগর হাভেলী, গোয়া, দমন এবং দিউ, লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মণিপুরে কেউই হতাহত হয়নি। এইসব অঞ্চলে নির্বাচন নিয়ে হিংসাত্মক কোন কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়নি।

নির্বাচনকালে সংঘর্ষের ব্যাপারেও পঃ বঙ্গের নাম তালিকায় প্রথম। এই রাজ্যে ৯৩৫টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর পর হল তামিলনাড়ুর স্থান, এখানে ২৬০টি সংঘর্ষের ঘটনার কথা জানা যায়। পঃ বঙ্গে অবশ্য জনসভায় গোলমালের একটিমাত্র ঘটনা ঘটে। এই ব্যাপারে উত্তর প্রদেশ পঃ বঙ্গকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেখানে ১৭টি ঘটনা ঘটেছে।

খাদ্য বিভাগের কর্মীদের একটি সংস্থার সম্মেলন পিছালো

ওয়েসট বেংগল সাব-অরডিনেট ফুড অ্যানড সাপলাইজ সারভিস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন ১৪—১৫ এপরিল থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৮ ও ৯ মে মালদহ শহরে ওই সম্মেলন হবে। জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক শুকদেব সরকার।

রক্ত স্বাক্ষরে শপথ

হুগলি জেলার দৌলতপুর দলুইগাছা ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আঙুল কেটে রক্ত দ্বারা স্বাক্ষর করে শপথ নিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গের মুক্তি সংগ্রামের ডাকে তাঁরা জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এতে স্বাক্ষর করেছেন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ৬৫ জন। রক্ত স্বাক্ষরগুলি বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে পাঠানো হয়।

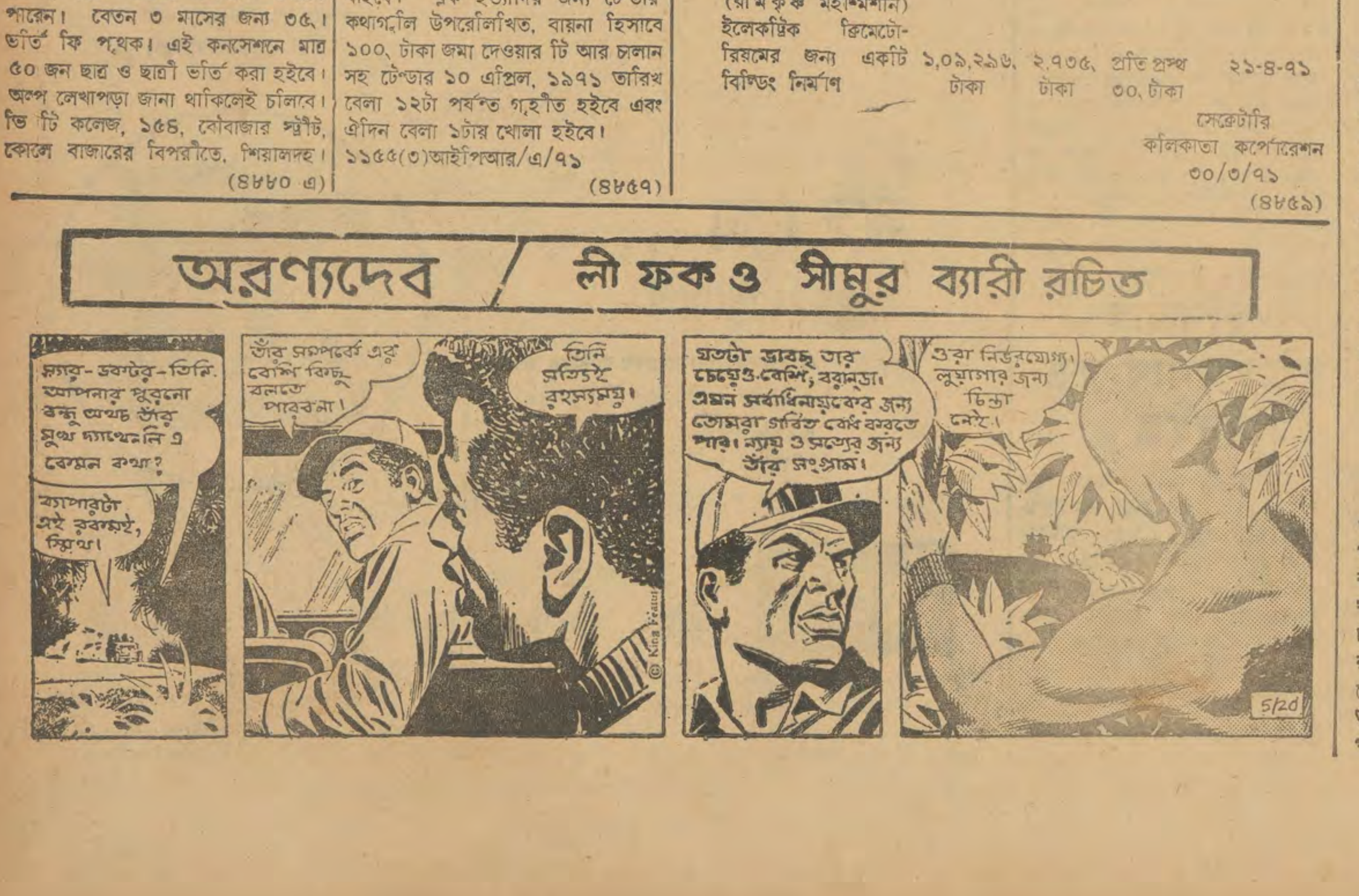

"আর না, জয়বাংলায় আর যাব না"

হাসনাবাদ সীমান্ত থেকে
স্টাফ রিপোরটার

পাক ফৌজের পাঁচজন পশ্চিমা সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের তাড়া খেয়ে ভারতের মাটিতে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

বুধবার দুপুরে এই পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হল আমাদের সীমান্তে হাসনাবাদ থানায়। এইদিন ভোরে আমাদের সীমান্তে কালুতলা চেক পোসটের কাছে এলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা এদের ধরে এনে থানায় দিয়ে যান।

যারা ধরা পড়েছে তাঁরা নিয়মিত পাক বাহিনীর সৈন্য। কিন্তু গত ১০।১২ বছর ধরে ই-পি-আর অর্থাৎ ইসট পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীতে ডেপুটেশনে কাজ করছিলেন।

যাদের আটক করা হয়েছে তারা হল এক।। নমবর ১১২৩৪ হাবিলদার শ্রী বরাক আলী, বাড়ি গুজরাট জেলায়, পশ্চিম পাকিস্তান। দুই।। নমবর ১০৭০১, ল্যানস নায়েক শ্রীনজর হোসেন, গ্রাম গুজারখান, জেলা রাওয়ালপিণ্ডি, তিন।। নমবর ১০৯৭০, সিপাই ফতে মহম্মদ গ্রাম মালওয়ালি, জেলা খেমাতপুর, পশ্চিম পানজাব, চার।। নমবর ৫২৬৬, সিপাই সুলতান সিকানদার, জেলা ঝিলাম পশ্চিম পাকিস্তান, পাঁচ।। নমবর ৫৩২৩ সিপাই রসুল খান, থানা খাই, জেলা কোয়াত, পশ্চিম পাকিস্তান।

ওই পাঁচজন জানান, এরা খুলনা জেলার দেবাটি আউট পোসটে কাজ করত। গত তিনমাস ধরে দেশের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। এদের ক্যাম্পে মোট ১৬জন ছিল। তার মধ্যে ১০ জন বাঙালী। এদের কমানডার পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা। গত ৭।৮ দিন ধরে তিনি কোথায় গিয়েছেন তা ওরা বলতে পারেন না। সোমবার রাত্রে একদল স্থানীয় যুবক এসে ওদের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। মঙ্গলবার বাঙালী সহকর্মীরা ওদের মারধর করে। তাদের সঙ্গে গ্রামবাসীরাও ছিলেন।

ওঁদের একজনকে প্রশ্ন করলাম: পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান? উত্তরে বলল 'জয় বাংলা দেশে আর যাব না। যদি পারেন তবে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিন।'

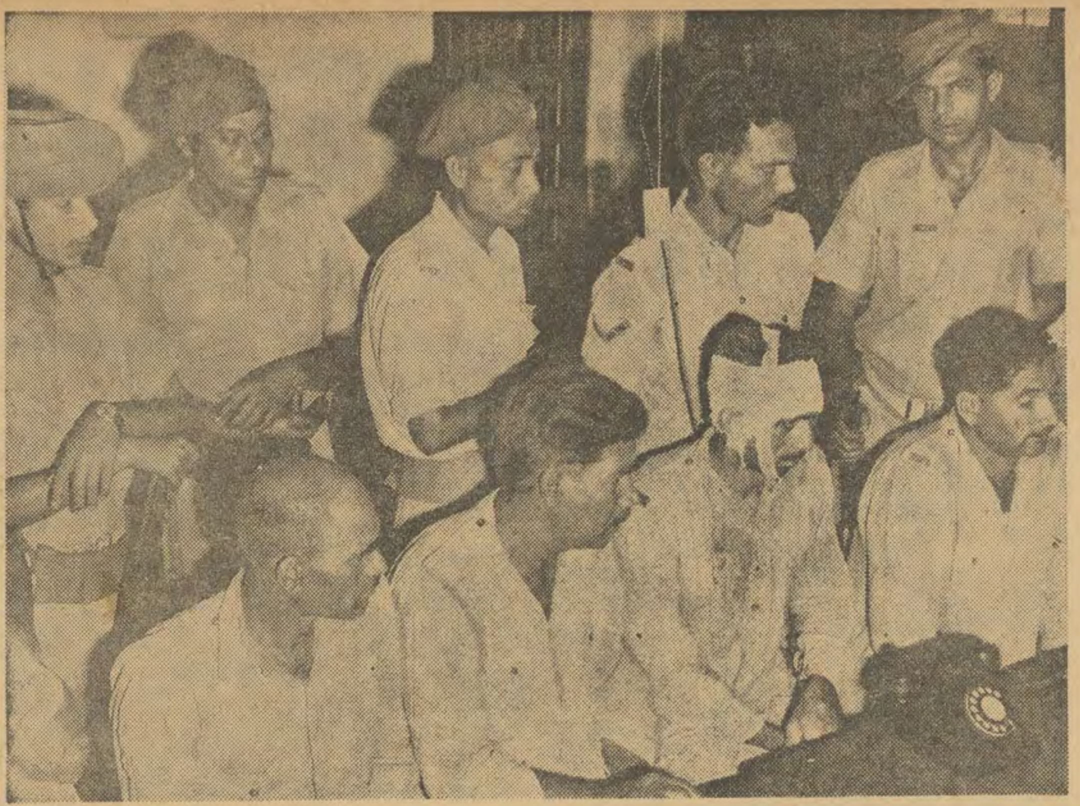

পলাতক পঞ্চ পাঠান: মুক্তি যোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে হাসনাবাদ থানায় হাজির হয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার। —নিজস্ব চিত্র

ইয়াহিয়া ফৌজের 'বিদ্রোহী' সেনাকে গুলি করে হত্যা

—শুভ্রাংশু গুপ্ত

মেহেরপুর (কুষ্ঠিয়া), ৩১ মারচ— ইয়াহিয়া ফৌজের বিপুল সংখ্যক সেনা মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অস্বীকার করেছেন। এরা 'বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোতায়েন। পুলিশ লাইনে ও এই শহরের একটি স্কুলগৃহে এই 'বিদ্রোহী' সেনাদের প্রায় দুশোজনকে তাদের দলপতির নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মুজিব কোন এক গোপন ঘাটিতে সপরিবারে আছেন। এখানে বঙ্গবন্ধুর দুজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী—আবু আমেদ আফজল রসিদ এবং মঃ সহীউদ্দীন আমাকে এই সংবাদ দেন। তাঁরা বলেন, মুজিবর রহমানের গ্রেফতার এবং তাঁর পুত্রের হত্যার সংবাদ সম্পূর্ণ তৈরি করা। বঙ্গবন্ধু তাঁর গোপন ঘাটি থেকে সর্বদাই এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আগামী একপক্ষকালের মধ্যে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবর তখন আত্মপ্রকাশ করবেন বলে মুজিবের ওই সহকর্মিদ্বয় জানান।

ওই দুই নেতা জানান, পাবনা, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কুষ্ঠিয়ার প্রায় পুরো অঞ্চল এখন আওয়ামী লীগের দখলে।

মঃ রসিদ জানান, তাঁরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের মজুত উদ্ধার করেছেন। সেগুলির বেশিরভাগই চীনের তৈরি। তার মধ্যে হালকা মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, দুটো কামান ও প্রায় পঞ্চাশটি মিলিটারি ট্রাক রয়েছে।

ওদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এদিন বিকালে মহকুমা শাসকের ক্যামপে। তাঁরা জানান, এই জেলা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ক্রমশ ফিরে আসছে। এর পুরো প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা, অসামরিক প্রশাসকদের সহযোগিতায়।

মঃ রসিদ প্রকাশ করেন, তাঁরা ট্রেজারিকে সব সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতন ঠিক করে রাখতে বলেছেন যাতে ২ এপরিলের মধ্যে সবাই বেতন পান।

মহকুমা শাসকের বাংলোয় ইয়াহিয়া সরকারের বড়দরের একজন অফিসার হাজির ছিলেন। তারই অনুরোধে তার পরিচয় গোপন রাখা হয়। তার খবর কুষ্ঠিয়ার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারকে এদিন সকালে মুজিবের সমর্থকরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ডেপুটি কমিশনারকে সোমবার সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ গ্রেফতার করেছিল। এই ক'ঘণ্টা তারা আটক ছিল। কুষ্ঠিয়া 'মুক্ত' হলে মুক্তি ফৌজ তাঁকে ছাড়িয়ে এনেছে।

ইয়াহিয়া সেনাবাহিনী এদিন বিকালে বিমান থেকে এই অঞ্চলে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু তা প্রতিহত করা হয়। তবে মোট পাঁচটি বোমা পড়েছিল। সেগুলি ফাটেনি।

।। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন, বেঙ্গল ।।
যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অব্ এডুকেশন
(সান্ধ্য কোর্স)
পোঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৩২

বাঙলা, বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন) এবং অর্থনীতির পার্ট-টাইম লেকচারার পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। বেতন: প্রতি মাসে ১৫০, টাকা। প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা: 'এডুকেশন' বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা সমতুল; তৎসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। এবং শিক্ষাদানে অন্ততঃ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা (ট্রেনিং কলেজের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়)। উচ্চ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মান শিথিল করা যাইতে পারে। ইউ জি সি প্রার্থী না হইলেই ভালো হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখের মধ্যে অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

রিপোনেক্স
সুরভিত ক্রীম
এ, সি, কেমিক্যালস্-এর তৈরী
(সি ১১০২)

আপনার জীবনসঙ্গী
৫০ গুলির জার্মান অটোম্যাটিক রিভলবার। লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। বিনা লাইসেন্সের ৫০ গুলির এই অটোম্যাটিক পিস্তল আপনার রক্ষাকবচ। চোর এবং বন্য জন্তু থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বনভোজন, ভ্রমণ, নাটক, শুটিং ও ফাইটিং ইত্যাদিতেও প্রয়োজনীয়। অটোম্যাটিক, জোর আওয়াজ এবং চোখ ধাঁধানো আলো। দাম ২২, টাকা, ভি পি পি চার্জ টাঃ ৩·৫০ পঃ। ১০০টি গুলি বিনামূল্যে। অতিরিক্ত ১০০ গুলি ৩, টাকা। চামড়ার কেস ৫, টাকা।

Rolex India (22)
2098 Piple Mahadeo, P. Box 1574
Delhi-6
(৪৮৫১-এ)

মাত্র ৬০ টাকায় কিনুন ক্লাইড পাখা
অর্দ্ধশতাব্দীর উপর সুপরিচিত ও পরীক্ষিত
নগদে আকর্ষণীয় ডিসকাউণ্ট
বাকি টাকা কিস্তিতে দেয়
Ashoka
হেড অফিস ও সেলস্: ৬৮ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিঃ-১ ফোন ৩৪৩৮৪৪
সেলস্: ১৭৩/৩, বিধান সরনী, কলিঃ-৬
১১, জগন্নাথ তেওয়াড়ি রোড. দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, কলিঃ-২৮
.iaa

আর্থিক বছরের শেষদিন বন্ধ-এ

টাকাকড়ির লেনদেনে কিছু অসুবিধা

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার, ৩১ মারচ আর্থিক বছরের শেষ দিন বাংলা বনধ হওয়ায় সরকারী এবং বেসরকারী টাকা লেনদেন-এর ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। এদিন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংকগুলিও বন্ধ ছিল।

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র এদিন বিকালে সাংবাদিকদের বলেন যে, বিদায়ী আর্থিক বছরের দরুণ যাঁদের টাকা তোলার জন্য এদিনই নির্দিষ্ট হয়েছিল অথচ বিল নিয়ে টাকা তুলতে পারলেন না, আইনত তাঁদের দাবি খারিজ হয়ে যাবে। তবে, আগামী আর্থিক বছরে এই বকেয়া বিলগুলি আবার নতুন করে মঞ্জুর করতে হবে।

ওই মুখপাত্র আরও বলেন যে, মঞ্জুর করা এইসব দেয় টাকা সময়ের মধ্যে দেওয়া এবং পাওনা টাকা আদায় সম্ভব না হওয়ায় বছর শেষের বাজেটে কিছু হেরফের হবে। এইসব টাকার দেনাপাওনা আগামী বছরের বাজেটে আইনসিদ্ধ করে নিতে হবে।

৩১ মারচ পশ্চিম বাংলার সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিবস ছিল। এপরিলের গোড়ায় বেতন দেওয়ার জন্য সময় কিছু বাড়াবার প্রয়োজন হবে বলে ওই মুখপাত্র মন্তব্য করেন।

গৌর দে লেন থেকে শ্রীঅমল বড়াল জানিয়েছেন যে, 'গ্রানট-ইন-এইড-এর দুটি চেক আনার জন্য এদিন তিনি এ জি বেঙ্গল অফিসে গিয়ে কারও দেখা না পেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তাঁর প্রশ্ন—প্রাপ্য চেক কি নষ্ট হয়ে যাবে?

বিদ্রোহী বাংলার জন্য বিদ্রোহী কবির আশীর্বাদ

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা দেশের তিনজন তরুণ সীমান্ত পেরিয়ে এই বাংলায় এসেছিলেন সাহায্য গ্রহণ করতে। তাঁরা বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন বুধবার বিকালের দিকে; আশীর্বাদ করুন যেন জয় নিশ্চিত হয় আমাদের, জয়ী হয় বঙ্গবন্ধু মুজিবরের সংগ্রাম।

যে কবির লেখনী একদিন দুই বাংলাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল, এদিন তিনি ওই তিন বিপ্লবী তরুণের দিকে বিহ্বল দৃষ্টি তে তাকিয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি আজ নির্বাক। তিন তরুণ—শিশির মজুমদার, মহঃ আবদুল আজিজ এবং মহঃ মোজাম্মেল হক কোন ভাষা খুঁজে পাননি। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী পিতার হয়ে আশীর্বাদ জানিয়েছেন—জয় বাংলার জয় হবেই।

ছত্রী সেনা কিংবা গুপ্তচর?

স্টাফ রিপোরটার

ভারত-বাংলা দেশ সীমান্ত, মারচ ৩১—ইনি কে? ছত্রী সেনা—না গুপ্তচর? খাকি পোশাক পরা ইউসুফ আলী (৫০) বুধবার সকালে ভারত সীমান্ত টাকি দিয়ে স্বাধীন বাংলা দেশে প্রবেশের চেষ্টা করলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

ধৃত ব্যক্তির কাছে একটি কমপাস-সহ উর্দুতে লেখা বহু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভারতীয় সীমান্ত পুলিশকে সে বলেছে তার বাড়ি উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর। আবার একটু পরেই বলেছে তার বাড়ি যশোহরে। প্রায় ৩০ বছর ধরে আছেন।

আমাদের সীমান্ত পুলিশের সন্দেহ এই লোকটি হয় গুপ্তচর আর না হয় ছত্রী সেনা। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

'রাজকোট' চরকা প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের অফিসে 'রাজকোট' চরকার এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। পর্ষদের সদস্য-সম্পাদক শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, বর্তমান বেকার সমস্যার যুগে এই চরকা বহু ব্যক্তির সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেবে। এবং গ্রামীন শিল্পে কর্মরতদের আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রদর্শনীটি আগামী ১ এপরিল পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর এক শোক সভায় স্বর্গত নেতা হেমন্ত বসু ও নেপাল রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীঅরুণ ঘোষ।

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত

জাপানী অফিসারের সাক্ষ্য

টোকিও, ৩১ মারচ—আজ এখানে খোসলা কমিশনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত জাপানী লেফটেনানট করনেল তাদাও সাকাই বলেন, সায়গন থেকে তাইপেগামী বিমানে তিনি নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন। ওই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হন এবং তিনি আহত হয়েছিলেন। শ্রী সাকাই বলেন, তিনি পরে নেতাজীর চিতাভস্ম নিয়ে টোকিও যান। তিনি আরও জানান, ১৯৪৫ সালের ১৭ আগসট সায়গন বিমান বন্দরে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কোন এক জায়গা থেকে মোটরে তিনি সায়গন বিমান বন্দরে এসেছিলেন। —পি টি আই

বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা

ভারত দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাজি

— স্বর্ণ সিং

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং আজ রাজ্যসভায় বলেন যে, ভারত কোনরকম পূর্ব শর্ত ছাড়া বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে রাজি আছে।

ভারতীয় বিমান ছিনতাই ও তা লাহোরে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করার জন্য ভারত যে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল, সে সম্পর্কে শ্রী এম কে মোহতা (স্বতন্ত্র) ও আরও কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তুলেছিলেন। ওই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় শ্রী সিং স্পষ্টভাবে জানান যে, বিমান ধ্বংসের জন্য ক্ষতিপূরণ দান, বিমান দস্যুদের ফেরৎ পাঠানো এবং ভবিষতে বিমান চলাচলের ব্যাপারে নিরাপত্তার আশ্বাস সম্পর্কিত ভারতের দাবি অপরিবর্তিত রয়েছে।

ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচলের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তা প্রত্যাহারের কোন সম্ভাবনা নেই বলেও শ্রী সিং জানান। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়টিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছা ভারতের নেই।

এই বিষয়ে কোন বিদেশী শক্তি মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেছে কিনা তা জানতে চাইলে শ্রীসিং বলেন, এই সমস্যার সমাধানে সাহায্যের কোন প্রয়োজন আছে কিনা কয়েকটি দেশ ভারতের কাছে তা জানতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই ওই প্রশ্নের সমাধান সম্ভব।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রী আরও জানান যে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থার দরবারে ওই বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। কিন্তু সেইরকম কোন প্রয়োজন আছে বলে ভারত মনে করে না।

শ্রী সিং বলেন, পাকিস্তান বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে একটি কমিশন নিয়োগ করেছে বটে, কিন্তু পর্যবেক্ষকদের ধারণা যে—ব্যাপারটা 'ধামাচাপা' দেওয়াই ওই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যতে বিমান ছিনতাইয়ের আশংকা এড়ানোর জন্য সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিমানযাত্রীদের তল্লাসী করার কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছেন। —ইউ এন আই

টেলিফোনে চুয়াডাঙা থেকে

বুধবার রাত এগারটা। হঠাৎ ট্রাঙ্ককল।

হ্যালো-আনন্দবাজার পত্রিকা। আমি আসাবুল হক। চুয়াডাঙ্গা জয় বাঙলা দক্ষিণ-পশ্চিম কমানডের হেড কোয়ারটার থেকে বলছি। লড়াইয়ের খবর নিন: উত্তরবঙ্গের যুদ্ধে রাজশাহীর গোপালপুরে গত দুদিন ধরে লড়াইয়ের পর আজ সূর্যাস্তের আগেই শত্রু সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। গোপালপুর এখন মুক্তি ফৌজের অধীনে। শত্রু বাহিনীর সেনাপতি করনেল বেলুচ আহত ও বন্দী। ওদের এক মেজর আসলাম প্রথমে বন্দী হয়, পরে গণআদালতে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে ওকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ওই মেজর বলেছিল—এক কোমপানি সৈন্য দিয়ে বাঙলা দেশ শায়েস্তা করব। আর এদিন ফাঁসির আগে কী বলেছে জানেন? — বলেছে—'জানতেম না বাঙালী এত দুর্ধর্ষ।'

শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় দানের ব্যবস্থা প্রস্তুত

স্টাফ রিপোরটার

পূর্ব পাকিস্তানের গণজাগরণের পটভূমিকায় বাংলা দেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় লোকজন চলে আসার সম্ভাবনার প্রতি ভারত সরকার সজাগ রয়েছেন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্র থেকে পুনর্বাসন দফতরের জয়েনট এবং ডেপুটি সেকরেটারিকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁরা সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করছেন।

সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ডিরেকটর জেনারেল শ্রীরুস্তমজিও এখন কলকাতায়। বুধবার তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর ও পুলিশের অফিসারদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

এদিন রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, বাংলা দেশ থেকে অসামরিক লোকজন চলে আসা যদি বেশী করেই আরম্ভ হয় তাদের সাময়িকভাবে রাখার ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে। তবে, এখন পর্যন্ত ঐরূপ আগন্তুকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়।

ওই মুখপাত্র আরও বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ পাশের কোন লোক যাতে বেআইনীভাবে ওদিকে যেতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মোটর গাড়ির মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ৩০ মারচ—নির্ভরযোগ্যভাবে জানা গিয়েছে মোটর গাড়ির মূল্য কমিশন দেশে তৈরী তিন প্রকার গাড়িরই মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন।

কমিশন অ্যামবাসাডরের জন্য কারখানায় ধার্য মূল্য ১৫,৭৬৯, ফিয়াটের জন্য ১৪৭৮৭ এবং স্ট্যান্ডার্ড হেরালডের জন্য ১৫,২২০ টাকা সুপারিশ করেছেন।

এই সুপারিশের ফলে অ্যামবাসাডর গাড়ির ক্ষেত্রে ২২৫৩, টাকা স্ট্যান্ডার্ড গাড়ির ক্ষেত্রে ১,৩৩৬ টাকা এবং হেরালডের ৭০৭, টাকা মূল্য বাড়বে। —ইউ এন আই

যন্ত্রের সাহায্যে ভোট গ্রহণ ও গণনার প্রস্তাব

স্টাফ রিপোরটার

মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন সাংবাদিকদের জানান দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচন অফিসারদের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে ভোটগ্রহণ এবং গণনার ব্যবস্থার সহ পুরাপুরি যান্ত্রিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়। এ সম্পর্কে সম্মেলনে অবশ্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

তিনি জানান, তামিল নাড়ুতে ভোট গ্রহণ এ গণনার যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। এর পেটেনটও নেওয়া হয়েছে, একটি যন্ত্রের দাম ৫০০ টাকার মত। আমেরিকান ভোট গ্রহণ ও গণনা যন্ত্রের দাম ১৭ হাজার টাকার মত।

যদি পাঁচ দিন ধরে ভোট নেওয়া হয় তাহলে প্রতি যন্ত্রে দৈনিক ৪ হাজার ভোটদাতা ভোট দিলে সারা ভারতে ৩০ কোটি ভোটদাতার জন্য ১৫ হাজার যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। প্রতি রাজ্যে যান্ত্রিক ভোট গণনার জন্য ৪০ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে বলে অনুমিত হয়েছে। প্রতি রাজ্যে ভোট গ্রহণ ও গণনার জন্য এখন যে বিপুল টাকা খরচ হয় সে তুলনায় এই খরচ অত্যন্ত কম। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক নির্বাচনের খরচ প্রায় তিন কোটি টাকার মত পড়বে।

'বাংলা দেশের' মুক্তিকামী জনগণের প্রতি অভিনন্দন

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড ও দেশ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতি ২৯ মারচ এক সভায় মিলিত হয়ে 'বাংলা দেশের' মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামে অভিনন্দন জানায়। সঙ্গে সঙ্গে পাক ফৌজের নির্মম, অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারও সমিতি ঘোষণা করে, ওখানকার সাংবাদিক, সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলির উপর জঙ্গীচক্র যে জঘন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার নজির নেই পৃথিবীতে। সমিতি ভারত সরকারের কাছে ওই স্বাধীন বাংলা দেশের সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানায়। গোড়ায় 'বাংলা দেশের' শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আমরা গর্বিত

—রাষ্ট্রপতি

বাবিনা (উত্তর প্রদেশ), ৩১ মারচ— রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ এখানে বলেন যে, সমগ্র জাতি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে গর্বিত। কারণ তাঁরা শুধু দেশের প্রতিরক্ষার কাজে অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব দেখাননি, তাঁদের সুশৃংখল আচরণের দ্বারা জাতীয় সংহতির এক মহান দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন।

আজ এখানে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সপ্তম অশ্বারোহী বাহিনীকে নতুন পতাকা উপহার দেন। ঐ উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর লোকরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সকল ভারতবাসীর অনুকরণের যোগ্য।

রাজধানী একসপ্রেসের সামনে বিস্ফোরণ সম্পর্কে রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী কে হনুমন্তিয়া কাল রাজ্যসভায় বলেন, ২৬ মারচ রাত্রে পূর্ব রেলওয়ের প্রধানখান্ত ও ধানবাদ স্টেশনের মধ্যে হাওড়া-নয়াদিল্লি রাজধানী একসপ্রেসের সামনে বিস্ফোরণ সম্পর্কে দুইজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মন্ত্রী কয়েকজন সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উত্তরে এই বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, ওই দুটি ছাত্রের কাছে একটি ছোরা ও দুইটি বোমা পাওয়া গিয়েছে।

ছাত্র দুইটি কোন্ রাজনৈতিক দলের তা এখনও জানা যায়নি। নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করা হয়েছে। তিনি আশা করেন, রেলপথ রক্ষার জন্য বিহার সরকারও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। —পি টি আই

বারুণীতে দশ হাজার রেলকর্মীর ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাটিহার, ৩০ মারচ—উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারুনী ও গরহারা ইয়ারডে হঠাৎ প্রায় ১০০০০ রেল কর্মী ধর্মঘট করেছেন। তার ফলে এলাহাবাদ, বারাণসী ও গোরক্ষপুর থেকে যে সব ট্রেন কাটিহার হয়ে গৌহাটি, ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়ায় যায়, সেই ট্রেনগুলি বারুনী জংশন এড়িয়ে হাযাবপুর রোড ও খাগারিয়া দিয়ে আসছে।

আসাম মেল এখন ফরাক্কা ও খেজুরিয়াঘাট হয়ে আসছে।

১৯৬৭ সাল থেকে প্রকল্পভাতা অনাদায়ের প্রতিবাদে বারুনীতে রেল কর্মীরা তাঁদের আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইউনিয়নের একজন নেতা বলেন, তৈল শোধনাগারের কর্মীরা ১৯৬৭ সাল থেকেই এই সুবিধা ভোগ করছেন।

রেল কর্মীদের দাবি যদি পূরণ করতে হয়, রেল কর্তৃপক্ষ বলেন, তাহলে অবিলম্বে ৭৫ কোটি টাকা তাঁদের ব্যয় করতে হয়। ধর্মঘটের ফলে বিভিন্ন ট্রেন বাতিল করায় ইতিপূর্বে রেলওয়ের প্রায় ১০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে
বিভিন্ন প্রকার এ সি এবং ডি সি মোটর, ট্রান্সফর্মার, অল্টারনেটর, ওয়েল্ডিং জেনারেটর এবং বিশেষ কাজে ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য রকমারি ইলেকট্রিক্যাল সাজ-সরঞ্জামের প্রখ্যাত প্রস্তুতকারক
কির্লোস্কার ইলেকট্রিক কোং লিঃ
তাঁদের কলকাতা শাখা
নূতন প্রেমিসেসে
স্থানান্তরিত করছেন।
যোগাযোগ করুন:
কির্লোস্কার ইলেকট্রিক কোং লিঃ
"কোহিনুর", ১০৫, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন: ৪৪-০৬২৪
(৪৮৭১৯এ)

কীর্তি
যাকে আমরা ভুলতে পারিনা
এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে!

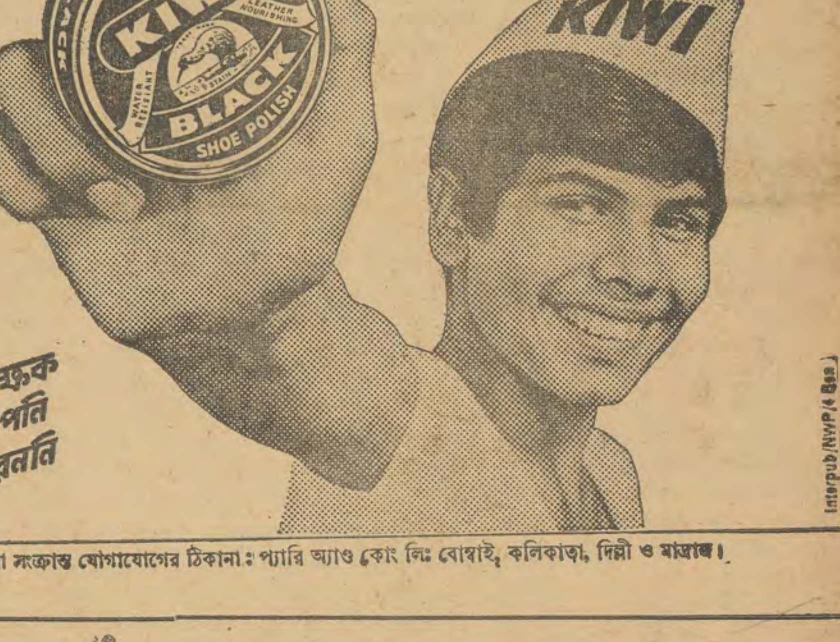

সকল ব্যবসা সংক্রান্ত যোগাযোগের ঠিকানা: প্যারি অ্যাণ্ড কোং লিঃ বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ।

তাম্র নয়! রৌপ্যও নয়!

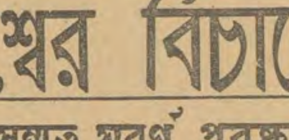

বিশ্বের বিচারে
সর্ব্বসম্মত স্বর্ণ পুরস্কার
নাম্বার টেন এর
বিজয় ঘোষণা করছে রটারডামে প্রাপ্ত বিশ্বনির্ব্বাচনের
স্বর্ণ পদক

বিশ্বপ্রতিযোগিতায় প্রথমবার যোগ দিয়েই নাম্বার টেন সরাসরি জয় করল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
কিন্তু নাম্বার টেনের মিঠে আমেজের সাথে যাঁরা চির পরিচিত তাঁরাও কি আজ আশ্চর্য হলেন? তাঁদের বিচারে এ সিগারেট যে চিরকালই শ্রেষ্ঠ।
আপনার রায়ও কি তা নয়?
নাম্বার টেন
কি শুধু রটারডামের বিশ্ব নির্ব্বাচনে—ই—স্বর্ণ পদক বিজয়ী?

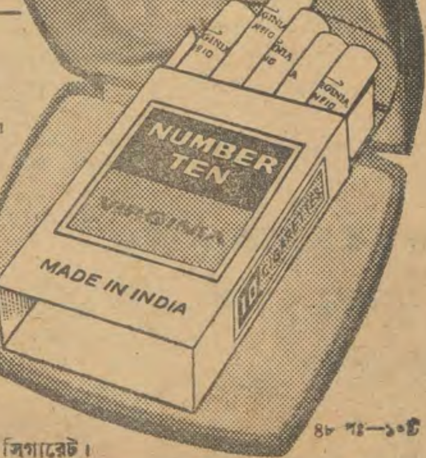

মিঠে আমেজের বিলাস...
নাম্বার টেনের পরিচয়।
৪৮ পঃ—১০টি
জেমস্ কার্ল টনের অন্যতম বিজয়ী সিগারেট।
ACI/NTN/66B-8

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৮ চৈত্র ১৩৭৭

দিনের বাণী

যখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়, মানুষ যখন ঐগুলিকে আপনার দাসের মত করিয়া রাখে, যখন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তখনই যোগী চরম গতি লাভ করেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

খুনে সম্মত এই সমাজে

শ্রীনেপাল রায়ের হত্যা সম্পর্কে আমরা গতকাল তথাকথিত কোনও সম্পাদকীয় মন্তব্য করি নাই। ধাতস্থ হইতে একদিন লাগিয়াছে। কিন্তু ইহাও জানি, এক দিন দুই দিনের ব্যাপার নয়, ইহা একটি স্থায়ী উৎকট ব্যাধি। দিন পরে যায় দিন, তবু মানুষ-মারা রাজনীতির রোজনামচা একই থাকে।

যেহেতু এই পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ কে জানে কী করে, শুধু আগায় গিয়া কেয়ারি করা পাতাবাহারের ছটা ছাঁটে কিন্তু গোড়ায় গিয়া ঘা মারিতে পারে না। পুলিশের মন্ত্র বুঝি-বা নিষেধ নয়, শুধুই মূলে জল-নিষেক-তন্ত্র। অমাত্যেরা যদিও নাই, আমলারা রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেন সত্য-সত্যই সক্রিয় হইতে পারেন না, সে এক দুজ্ঞেয় রহস্য।

তাঁহারা পারেন নাই বলিয়াই শ্রীনেপাল রায় প্রাণ দিয়াছেন। দিয়াছেন, যেহেতু মহাকরণের, কিংবা লালবাজারের, কিংবা লালরঙে-রাঙানো অন্য যে-কোনও কুঠির মহাপ্রভুরা বড়ই আত্মতুষ্ট অথবা আত্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহারা দিনগত পাপক্ষয় করেন। করুন, কিন্তু এই রাজ্যে সংসদীয় রাজনীতির কী হইবে? সাতষট্টি হইতে একাত্তর, নির্বাচন হইয়াছে তিনবার, কিন্তু গণতন্ত্র নিজের ভিটায় কিছুতেই 'স্থিতুভিতু' হইতে পারে নাই। নির্বাচনের আগে প্রাণ দিয়াছেন একাধিক প্রার্থী, নির্বাচনী ফলাফলের পর প্রাণ দিলেন শ্রীনেপাল রায়, যিনি জন-নির্বাচিত প্রতিনিধি।

মনে হয়, কোথাও প্রকাণ্ড কোনও ভুল ঘটিতেছে। যাহারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ লইতে চায়, তাহাদের কোনটি এঁড়ে কোনটি বকনা, লেজ তুলিয়া কেহ তাহা কখনও পরখ করে নাই। আগেকার ফন্দি যাহাদের বানচাল হইয়াছে উত খুবই সম্ভব যে, তাহারা পরে সুদে-আসলে সব ভুল উসুল করিতে চাহিতেছে। যে-রাজ্যে গণতন্ত্রের, আজ আ'সধার রত, একচুল এদিক-ওদিক হইলে কী হয় ঠিক নাই, সেই রাজ্যে পাটিগণিতের দু-একটা সংখ্যার হেরফের ঘটাইয়া গোটা যোগ-বিয়োগকেই ভুল করিয়া দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়।

নেপাল রায় গেলেন। যাহারা যে ভাষা বোঝে, তাহাদের সেই ভাষায় বরাবর তিনি জবাব দিয়া গিয়াছেন বলিয়াই চূড়ান্ত দাম—নিজের প্রাণ—তাঁহাকে দিতে হইল কিনা কে জানে। পশ্চিমবঙ্গে লোকায়ত্ত মন্ত্রিসভা অচিরে আসীন হইবে কিনা, তাহাই বা কে জানে। কিন্তু সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেমন্তদার মৃত্যু আর নেপালবাবুর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ঠিক এক জিনিস হয় নাই—ঘন মেঘে রুপালী রেখা মাত্র এই একটাই। আগে যেখানে ছিল শোক আর ক্ষোভ, এখন সেখানে আসিয়াছে ক্রোধ আর বিক্ষোভ। গণতন্ত্রে—যে-অর্থে আমরা গণতন্ত্রকে জানি, যে-অর্থে এই রাজ্যের বৃহত্তর ভাগ গণতন্ত্রকে জানে—যাহাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ আর হরেক প্রতিষ্ঠান যখন 'গণতান্ত্রিক' এই বিশেষণের ভেক ধরে, তখন ওই শালীন, সুস্মিত, সম্মত শব্দটি ঠুঁটো হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এই সাহস আজ কাহারও নাই যে, ব্যাঙাচির লেজের মতো ওই 'গণতান্ত্রিক' উপসর্গ বা লেজুড় ছাঁটিয়া দেওয়ার কথা ভাবে। একটি শব্দ এই সম্মতির সমাজের ব্যবহৃত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, বাদ সাধে। অথচ হাড়ে হাড়ে সকলেই দিব্য জানে যে, কে বা কাহারা থাকিলে 'সো-কল্ড' গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি টিঁকিবে, কে বা কাহারা থাকিলে—থাকিবে না। প্রতিবাদ করার, বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা? সেও হয়তো সূক্ষ্ম বিচারে ক্ষমতার ছায়া মাত্র। কিন্তু আজ এই রাজ্য মর্মে মর্মে টের পাইয়াছে যে, কায়া যদি নাও মেলে, তবু ছায়াটাও ভরসা।

এই ঘন মেঘে রুপালী রেখা আরও একটি—'বাংলা দেশে'র ছোঁয়াচ এই বঙ্গেও লাগিয়াছে। 'বাঙালী জাগো' বলিয়া এতকাল যাঁহারা গলা ফাটাইয়াছিলেন, অবাক হইয়া তাঁহারা দেখিতেছেন যে, বাঙালী জাগিয়াছে। এই বঙ্গে যখন নানা তত্ত্বে হুজুগে এবং পেশাদারী রাজনীতির নেশায় 'বাঙালিত্ব' এই শব্দ, এই অস্তিত্ব, এই সত্য মুছিয়া যাওয়ার, ঘুচিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন হঠাৎ যেন আবার বাঙালী জাগিয়াছে। এই বাংলায় জাগিয়াছে। যেন মিথ্যা, অন্তর্বর্তী একটি প্রহরের মায়াজাল। 'বন্দে মাতরম্'—সেই রাজবন্দুমন্ত্র ধ্বনি আবার শোনা যাইতেছে।

শোনা গেলেও সব ভয় কাটিয়া যায় না। কারণ, খুন আর খুনের স্পৃহা এই রাজ্যে এখনও বেপরোয়া। সেই স্পৃহা—নামহীন অকালমৃতদের কথা নাই বলিলাম—হেমন্তদা কিংবা পীযূষ ঘোষের রক্তেও তৃপ্ত হয় নাই। অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়ার কথা জানি না। লালবাজার নিজের ব্যর্থতার লজ্জায় লাল হইয়া গিয়াছে কিনা জানি না। শুধু দেখি, রক্তস্রোত আর ভাগীরথী যেমন বহিতেছিল, তেমনই বহিতেছে। আত্মতুষ্ট আমলা-তন্ত্রের গালে চপেটাঘাত পড়িয়াছে।

সুস্থতা কিংবা স্বাস্থ্য, সুস্থতা কিংবা শ্রী যাহারা কিছুতেই ফিরাইয়া আনিতে দিবে না, তাহারা মরণ-কামড় দিতেছে। কিন্তু এই মরণ-কামড় কি তাহাদের মরণ, নাকি আরও অনেক মরণ ডাকিয়া আনিবে? কেহ জানে না। শুধু অসহায়, আহত নয়নে সকলে চাহিয়া আছে। আহতের হত হওয়ার ভয়ে। এই ভয় শুধু ব্যক্তি-জীবনে নয়, রাজনৈতিক জীবনেও—এবং অবশ্যই সংসদীয় গণতান্ত্রিক জীবনে। গত বৎসর ভয় ছিল, ডিফেকশন অর্থাৎ দলত্যাগ, এই বৎসরের ভয় প্রাণনাশ। উদ্দেশ্য একই। হয়তো-বা ডিফেকশনের দামের চেয়ে বুলেটের দাম শস্তা, তাই। শ্রীনেপাল রায়ের হত্যার এখনও কিনারা হয় নাই। কিনারা করিবে কে—পুলিশের কুকুর? যাহারই হউক, কুকুর নয়, এই রাজ্যে আজ মানুষ চাই।

ভাষা-মহাসাগর

পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার লিখিত এক প্রবন্ধে বিচার করিয়া একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। প্রশ্নটি হইল—বুদ্ধদেব কোন ভাষায় কথা বলিতেন? তিনি যুক্তি ও তথ্যের সূত্র ধরিয়া শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বুদ্ধদেব যে-ভাষায় কথা বলিতেন তাহা খুব সম্ভবত মাগধী প্রাকৃত। একটি সাধারণ জিজ্ঞাসা কিন্তু আজিও অনেকের কৌতূহল আলোড়িত করিয়া থাকে। কেহ কি কোনদিন সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতেন না? অর্থাৎ, সংস্কৃত কি কোনদিন কথ্য-ভাষা হইয়া প্রচলিত ছিল না? অতীতের মুনি-ঋষি ও মণীষীরাও কি তাঁহাদের ঘরের জীবনে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন না? অর্থাৎ সংস্কৃত কি কাহারও মাতৃভাষা হয় নাই?

দশ বৎসর আগের ভারতীয় লোকগণনার বিবরণীতে শতাধিক ব্যক্তির মাতৃভাষা সংস্কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। তথ্যটির যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যুক্তি থাকিলেও মানিয়া লইতে পারা যায় যে, ইহা নিতান্ত বিরল ঘটনার তথ্য। সাধারণ সত্য এই যে, সংস্কৃত ভাষা আজিকার কোন ভারতীয়ের মাতৃভাষা অথবা কথ্যভাষা নহে। অতঃপর একটি বিস্ময়কর বাস্তব সত্য স্বীকার করিতে হয়। কথ্যভাষা না হইয়া সংস্কৃত একটি জীবন্ত ভাষা। এবং অতীতে কোনকালে কথ্যভাষা না হইয়াও ইহার শক্তি ক্রমোন্নত রূপে গুণে ও বিচিত্রতায় বিবর্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা কোথাও থামিয়া থাকে নাই।

আজ কিন্তু অনেকে মনে করিয়া থাকেন, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন যেন উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাদ্রাজে তাঁহার এক বক্তৃতায় ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজন ফুরায় নাই, তাহার গুরুত্বও লঘু হইয়া যায় নাই। ভারতীয়ের বিভিন্ন মাতৃভাষা, সাংস্কৃতিক আগ্রহ এবং মনস্বিতার উৎকর্ষের জন্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আরও জাগ্রত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে।

সন্ত কবীর বলিয়াছেন: সংস্কৃত কূপোদক, ভাষা বহতা নীর। কবি মধুসূদন কাশীরাম দাসের প্রশস্তির কবিতায় অভিযোগ করিয়াছেন, ঋষি দ্বৈপায়ন মহাভারতীয় রসের স্রোতকে সংস্কৃত-হ্রদে ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন। কূপ কথাটি যদি গভীরতার সূচক হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সন্ত কবীর সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। এবং হ্রদ বলিতে যদি আধারের বিপুল ব্যাপ্তি বুঝায়, তবে কবি মধুসূদনও সংস্কৃত সম্বন্ধে ঠিক ধারণাই প্রকাশ করিয়াছেন। মনে হয়, সার উইলিয়ম জোন্সের উক্তিই সংস্কৃত ভাষার গুণ শক্তি ও প্রকৃতির যথার্থ রূপক পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সংস্কৃত হইল ভাষা-মহাসাগর।

অত্যুক্তি করেন নাই সার্ উইলিয়ম জোন্স। আধুনিক ভারতের প্রত্যেকটি সাহিত্যসম্পন্ন মাতৃভাষা (উর্দু ছাড়া) সংস্কৃত ভাষার সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছে। কেরী সাহেব এই ঐতিহাসিক সত্যটির গুরুত্ব বুঝিতে দেরি করেন নাই। তাই তিনি বাংলা গদ্যের নূতন সংগঠনে সংস্কৃত ভাষাকে প্রধান সহায়ক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জনজীবনে সংস্কৃত ভাষা তাহাদের প্রধান সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়া কালক্রমে তাহাদের মাতৃভাষার নূতন ভূমিকা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। দূর বোর্নিও ও সেলিবিস দ্বীপে সংস্কৃত ভাষার শিলালিপি আজও অটুট থাকিয়া প্রমাণিত করিতেছে যে, ভারতের সংস্কৃত ভাষা সে-দেশেরও সাংস্কৃতিক ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। কোন সন্দেহ নাই, সংস্কৃত হইল ভাষা-মহাসাগর। তাহার তরঙ্গপ্রবাহ বহু দিগন্তে বিস্তারিত হইয়া বহু উপকূলের সাংস্কৃতিক জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে। এবং বিশ্বাস করিবার যুক্তি আছে, আজ আবার নূতন করিয়া আগ্রহের উজ্জীবন সাধিত হইলে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নদীগুলি এই সংস্কৃত ভাষা-মহাসাগরের নিকট হইতে নূতন যৌবন-জলতরঙ্গ লাভ করিয়া নূতন জোয়ারের আবেগ লাভ করিবে।

যৎকিঞ্চিৎ

মুজিবর রহমানের 'বাংলা দেশ'-এর স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তি-সংগ্রামকে দমন করিতে গিয়া পাক দখলদার ফৌজ বল্গাবিহীন নৃশংসতার যে-সব দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই স্থাপন করিয়াছে, একমাত্র মধ্যযুগ ছাড়া ইতিহাসের অন্য কোনও অধ্যায়ে তাহার তুলনা মিলিবে না। হাজার-হাজার বাঙালী-নিধনের খবর তো ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল। এখন জানা গেল, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাহারা ট্যাঙ্কের তলায় পিষিয়া মারিয়াছে, এবং বাংলা দেশের অন্তত পঞ্চাশজন বুদ্ধিজীবীকে তাহারা গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। বুদ্ধি নারীদেরও তাহাদের কাছে নিষ্কৃতি নাই। একদিকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীরা সকলেই নিখোঁজ, অন্যদিকে মুজিবরের স্ত্রী ও কন্যা তখন ভিন্ন-দেশের বাণিজ্য-দূতাবাসে শরণার্থী। বুঝিতে পারা যায়, দখলদার ফৌজের হাত হইতে আত্মরক্ষার, সম্মানরক্ষার দ্বিতীয় কোনও পন্থা তাঁহাদের কাছে খোলা ছিল না। ইউরোপের ইতিহাসে 'বেনেভোলাণ্ট ডেস্পটিজ্‌ম' বা 'এনলাইটেন্ড টিরেনি' বলিয়া একটা অধ্যায় আছে। অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রের মধ্যেও দুই-একটা সদ্গুণ থাকা সম্ভব। কিন্তু পাকিস্তানের এই স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে না আছে 'বেনেভোলান্সের' ছিটেফোঁটা, না আছে অন্য কোনও মানবিক গুণের কণামাত্র চিহ্ন। বাংলা দেশের ঘটনাবলী জানাইয়া দিল যে, ফৌজীতন্ত্র সেখানে একেবারে নির্ভেজাল জান্তব চেহারায় প্রকট হইয়াছে। নহিলে নিশ্চয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহারা গুঁড়াইয়া দিতে পারিত না, এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহারা বোমার প্রহার হইতে রেহাই দিত। মহিলা, বুদ্ধিজীবী, বিদ্যামন্দির—সকলেই যে তাহাদের বর্বরতার শিকার হইয়াছে, ইহাতেই তাহাদের সর্বাঙ্গীণ অমানুষিকতার পরিচয় একেবারে ষোল-আনা প্রকট।

ছিনতাই করা ফিলিপিনো বিমানের মুক্তি

হংকং, ৩১ মারচ—চীন আজ ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া ফিলিপাইন এয়ার লাইনের একটি জেট বিমানকে ছেড়ে দিয়েছে। পাঁচজন তরুণ ফিলিপিনো আকাশদস্যু ছাড়া অন্য সব যাত্রীদের নিয়ে বিমানটি হংকংয়ে এসে অবতরণ করে। —এ পি

হেমন্ত বসুকে হত্যার তদন্ত দাবি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ৩০ মারচ—গত ২০ ফেব্রুয়ারি ফরওয়ারড ব্লকের চেয়ারম্যান শ্রীহেমন্তকুমার বসুকে নৃশংসভাবে হত্যা করার মূলে যে ষড়যন্ত্র আছে' তা উদ্ঘাটনের দাবিতে নিঃ ভাঃ ফরওয়ারড ব্লকের একদল প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করবেন।

মহীশূরে এল এস ডি-র অবাধ ব্যবহার

বাঙ্গালোর, ৩১ মারচ—মহীশূরে এল এস ডি নামক মাদক ওষুধটি পাওয়া খুবই সহজ। স্বয়ং রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর কথাটি জানিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, এই ওষুধ সেবনের বিপজ্জনক স্বভাবটি দমন করার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল আরও ভয়ের কথা বলেছেন, এক শ্রেণীর কলেজ ছাত্রদের কাছে এই ওষুধ পাওয়া গিয়েছে। —ইউ এন আই

তিনটি সমাজতন্ত্রী দলের ঐক্যের জন্য বৈঠক আহ্বান

নয়াদিল্লী, ৩১ মারচ—বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দলগুলির মধ্যে ঐক্য-সাধনের উপায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারতীয় সোস্যালিসট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী কে চন্দ্রশেখরন এম-পি আগামী ২৪ এপরিল এখানে পি এস পি এবং এস এস পি নেতাদের এক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখরণ আজ ঐসব দলের কয়েকজন নেতাদের কাছে লেখা আলাদা আলাদা চিঠিতে জানিয়েছেন: তাঁর দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে—পি এস পি, এস এস পি এবং আই এস পি মিলনের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। —ইউ এন আই

মুজিবের ছেলে কামাল/যখন ছোট ছিল, তখন দেখেছিলাম/ তার মৃত্যুর খবরও পড়লাম

১৯৫৬ সালের ৩ অকটোবর, ঢাকার রমনায় মন্ত্রী মুজিবর রহমানের লালরঙের সরকারী কোয়ারটারে যে সাত-আট বছরের ছেলেটিকে তার চাচার হাতে হাত রেখে ঘুরতে দেখেছিলাম, বুধবারের কাগজে তার মৃত্যুর খবর পড়লাম। ইয়াহিয়া খাঁর সেনাবাহিনী ধান-মণ্ডিতে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িটি পুড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ির সঙ্গে প্রহরা-রত ৭৫জন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যুর কথা আগেই পড়েছিলাম। বুধবারের কাগজে পড়লাম মুজিবরের বড় ছেলে শেখ কামালও ঐ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে মারা গিয়েছে। ১৯৫৬ সালের সেপটেমবরের শেষ সপ্তাহে যখন ঢাকায় যাই, তখন ঢাকার আইন সভায় যৌথ-নির্বাচন চালু করা নিয়ে জোর বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে। অ্যাসেম্ব্লির করিডরে খুলনার বাগেরহাট থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সদস্য আবদুল আজিজের সঙ্গে দেখা। আজিজ আমাকে মুজিবরের ঘরে নিয়ে যান। বললেন, "এই মক্কেল খুলনা থেকে বে-পাত্তা হয়েছিল, এতদিনে পাত্তা মিলল। তোমার কাছে ধরে নিয়ে এলাম।" মুজিবর একদিন দেখা করতে বললেন। ঢাকা সেকরেটেরিয়েটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অসুবিধা ছিল। কারণ মুজিবর বেলা দুটোর আগে কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, অফিসে যাতে কাজ করতে পারেন। সেজন্য দুটোর আগে দলের লোকদের ও বন্ধুদের অফিসে যেতে নিষেধ করেছিলেন। দিন চারেক পরে সকালে গিয়ে দেখি মুজিবরের বাড়ির বারান্দায় অনেক লোক বসে আছে। পাজামা ও শারট-পরা এক ভদ্রলোক সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আগে থাকতে কোন "অ্যাপয়েনটমেনট" ছিল কি না, তারপর নাম লেখার জন্য স্লিপ দিচ্ছেন। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে কখনও চলছে, কখনও দাঁড়িয়ে আছে একটি বাচ্চা ছেলে, পরনে পাজামা ও শারট। জানলাম ভদ্রলোক মুজিবরের ছোট ভাই এবং বাচ্চা ছেলেটি মুজিবরের বড় ছেলে।

সেই ছেলেটি এতদিনে বড় হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে, যে ৭৫জন কামালদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল, তাদের অনেকেই কামালের বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাইফেল-চালনা শিখছে বলে এই কাগজেই কয়েকদিন আগে ছবি ছাপা হয়েছিল। ইয়াহিয়ার সেনারা ২৫ মারচ শেষ রাত্রে আগুন লাগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলে থাকত ৮০০ ছাত্র, মহসিন হোস্টেলে কত জন ছাত্রী থাকত জানি না। ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে ওরা সকলেই পুড়ে মরেছে। কেবল কামাল নয়, ঢাকার বিভিন্ন বাড়িতে কামালের মত অনেক ছোট ছেলে-মেয়েকে দেখেছি, কেউ বা বন্ধুর ছেলে বা মেয়ে কে বা বন্ধুর ভাই বা বোন। তাদের অনেকেই কামালের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। এবং তাদের একটা বড় অংশ ২৫ মারচ আগুনে পুড়ে অথবা মেসিনগানের গুলিতে কিংবা ট্যাঙ্কের তলায় পড়ে মারা গিয়েছে। ঢাকার খবর তাই আমার কাছে নিছক মানুষের মৃত্যু নয়, তাদের একটা বড় অংশকে আমার পরিচিত, আমার আত্মীয় মনে হচ্ছে। সমষ্টিগতভাবে হাজার মানুষের মৃত্যুর কথা ভাবতে পারছি না। প্রতিটি বাড়ি, প্রতি বাড়ির ছেলে-মেয়ে ও তাদের বাবা-মাকে পৃথকভাবে মনে পড়ছে। বাংলা দেশ-এ সব যখন শান্ত হয়ে যাবে, যখন ঢাকা থেকে আগত কোন আগন্তুকের মুখে এক এক করে অনেক পরিবারের খবর পাব, তখন হয়তো জানতে পারব আমার পরিচিত অনেক পরিবারের হয়তো একমাত্র সন্তানটি মারা গিয়েছে, কোন কোন পরিবারে বাতি দিতে হয়তো একজনও বাকী নেই।

—নিরঞ্জন হালদার

আমেরিকা পাক অনুরোধ রাখছে না

নয়াদিল্লী, ৩১ মারচ—১৮ এফ-৫ বোমারু জঙ্গী বিমান ও অপরাপর আধুনিক সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার পাক অনুরোধ রক্ষার আমেরিকা অনিচ্ছুক বলে জানা গিয়েছে।

পাকিস্তান ৪টি নৌবাহিনীর সন্ধানী বিমান ও ৩০০টি সৈন্যবাহী যানের জন্যও দরবার করেছিল। আলোচনাও এগিয়েছিল অনেকদূর। কিন্তু সব ভেস্তে গেল পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায়।

সুইডেনও আগে ৪টি প্রশিক্ষণ বিমান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তাঁরাও শেষ পর্যন্ত পিছু হটলেন।

এদিকে ওয়াশিংটন থেকে খবর, পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লব দমনে পাকিস্তানের মারকিন সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি আমেরিকা পাক সরকারের কাছে তুলতে চায় না।

তবে নিকসন সরকার জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনীর ক্রিয়া-কলাপে খুবই উদ্বিগ্ন। —ইনফা ও এ এফ পি

ললিতকলা আকাদেমির সমালোচনা

নয়াদিল্লী, ৩১ মারচ—ললিতকলা আকাদেমি এখানে শিল্পী, শিল্প-সমালোচক ও শিল্প বিষয়ক ঐতিহাসিকদের দুদিনের যে সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন ডেকেছিলেন, তা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। আকাদেমির চেয়ারম্যান কারল জে খানডালওয়ালা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, দেশের সাম্প্রতিক শিল্প পরিস্থিতির সঙ্গে আকাদেমির আর কোন যোগাযোগ নেই এবং আকাদেমি শিল্পীদের আশা আকাংখা পূরণ করতে পারেনি। —ইউ এন আই

পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণের দিনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ১৯৪টি কোমপানি ছিল

— লোকসভায় শ্রীপন্থ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ৩১ মারচ—দশ মারচ ভোট গ্রহণের দিনে পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোট শক্তি ছিল ১৯৪টি কম্পানি; এ ছাড়া, পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিরক্ষা কর্মচারীরাও ছিলেন।

সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসুর এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ আজ লোকসভায় এই তথ্য পরিবেশন করেন।

শ্রী পন্থ যে বিবৃতি দেন তাতে ভোট গ্রহণের দিনে কেন্দ্রীয় রিজারভ পুলিশের (সি আর পি) ১১৪টি কম্পানি এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বি এস এফ) ৮০টি কম্পানিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৫ মারচ ভোট-গণনার দিনে সি আর পি-র ১০৩টি কম্পানি এবং বি এস এফ-এর ১টি কম্পানিকে নিয়োগ করা হয়।

রাজ্যে কত ইউনিট সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল, শ্রী পন্থ তার সংখ্যা দেননি। তিনি বলেন, "আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে এই বৎসরের মারচে নির্বাচনের কিছু আগে ও নির্বাচন চলার সময় পশ্চিমবঙ্গের শহর ও শহরতলী অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিরক্ষা কর্মচারীদের পাঠানো হয়েছিল।"

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়োগ করার জন্য কত ব্যয় হয়েছে শ্রী বসু তা জানতে চাইলে শ্রী পন্থ বলেন, আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীর কর্মচারীদের যখন পাঠানো হয় তখন তার জন্য যে ব্যয় হয় তার কোন পৃথক হিসাব রাখা হয় না। সুতরাং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীর জন্য যে ব্যয় হয় তা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন।

শ্রী পন্থ বলেন, বি এস এফ ও সি আর পি-র জন্য যে ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য 'যথাকালে' সভায় উপস্থাপিত করবেন।

শ্রী পন্থ নব কংগ্রেস সদস্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুনসিকে বলেন, কয়েকজন মারকসবাদী নেতা তাঁদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ চান এবং তাঁদের সে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার এই জাতীয় সাহায্য নিয়েছেন কিনা শ্রীমুনসি জানতে চান। কিন্তু আইনমন্ত্রী সেইসব নেতার নাম প্রকাশ করেননি।

শ্রী পন্থ মুসলীম লীগের সদস্য মহম্মদ ইসমাইলকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায়, সেনাবাহিনীর সহায়তায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘেরাও করে তল্লাসীর কাজ চালানো হচ্ছে। তল্লাসীকালে অবৈধভাবে রাখা অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য আটক করা হয়েছে এবং পুলিশ খুঁজছিল এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তল্লাসীর সময় অঞ্চলগুলি ঘেরাও করার ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটতে পারে। কিন্তু তাতে নিরীহ নাগরিকদের কোনরকম হয়রানি হচ্ছে না। এই তল্লাসীর ফলে জনগণের মধ্যে একটা ব্যাপক আতংক সৃষ্টি হচ্ছে বলে যে সব অভিযোগ উঠেছে, শ্রী পন্থ তা অস্বীকার করেন।

একটি বাংলা সাপ্তাহিকে প্রকাশিত সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসোসিয়েশনের সম্পাদকের এক বিবৃতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বলে শ্রী পন্থ জানান। ওই সংবাদে এই বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ হত্যার ঘটনায় পুলিশের লোক জড়িত।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে পুলিশ হত্যার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির ব্যাপারে তদন্ত চলছে। আদালতে এইসব মামলার ফয়সালা হবে। এইসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পৃথকভাবে কোন তদন্ত কমিটি বসানোর প্রয়োজন আছে বলে রাজ্য সরকার মনে করেন না।

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার পর থেকে যতগুলি রাজনৈতিক হত্যা ঘটেছে সেগুলি সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্তের জন্য মহম্মদ ইসমাইল যে দাবি করেন, শ্রী পন্থ তাও অগ্রাহ্য করেন।

দিল্লি-পিণ্ডি-পিকিং: ত্রয়ীর তৃতীয়টি এখন কী করবে

একদিকে ঢাকা, অন্যদিকে পিণ্ডি। প্রশ্ন উঠতে পারে, পিকিং কোথায়? সে কি পাক জঙ্গী-চক্রের সঙ্গে এখনও গাঁটছড়ায় বাঁধা? ১৯৫৪-৫৫ সন থেকেই চীন নিজ স্বার্থে পাকিস্তানকে তাদের "দুজনের দুশমন ভারতের" বিরুদ্ধে উসকে দেবার নীতি স্থির করে। ফিরে যান বান্দুংয়ে। সেদিনকার সিয়াটো-চুক্তি নিদারুণ চীন-বিরোধী। তবু চু এন-লাই পাকিস্তানের তৎকালীন উজিরে আজম বগুড়ার মহম্মদ আলীকে 'গুড ফ্রেনড' বলে ডেকেছিলেন। ১৯৬৫ সনের সেপটেমবরে, ভারত দেখেছিল, একা পাকিস্তানে রক্ষা নেই, পিকিংও দোসর। দোসর হয়নি, হতে পারত, হবে বলে হুমকিও দিয়েছিল।

চলে আসুন সম-সময়ে: পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের মাত্র সাতাশ দিন আগে পিকিং-এ প্রেসিডেনট ইয়াহিয়াকে যে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তা সাম্প্রতিককালে চীনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের ভাগ্যে জোটেনি। এ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, চু এন-লাই সে সময় বেশ ভালভাবেই জানতেন, যেমন জানতেন পাক-প্রেসিডেনট নিজেও, যে এক মাস পরে নির্বাচন হোক বা না হোক, কোন অবস্থাতেই জেনারেল ইয়াহিয়া গদি ছাড়ছেন না। তাই প্রেসিডেনটের এই সফরের সময়েই চীন পাকিস্তানকে ১১০ কোটি টাকা নতুন ঋণ মঞ্জুর করল, আর পিকিং-এর "পিপলস গ্রেট হলে" ইয়াহিয়া চু এন-লাই মোলাকাতের পর চীনা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, চীন পাকিস্তানের "সংহতি" বা অখণ্ডতা (integrity) সংরক্ষিত করার জন্য দৃঢ় সমর্থন দিয়ে যাবে। ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া-শাহীর জঙ্গী-শাসনের "স্থায়িত্বই" যে চীনের কাম্য পাকিস্তানের নির্বাচনের সাতাশ দিন আগে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই পিকিং-এ "ইয়াহিয়া-বরণে"র মধ্য দিয়ে পাওয়া গেল। কাজেই 'ইয়াহিয়া-পতনে'র কোন সম্ভাবনা যে আপাতত চীনের অভিপ্রেত হতে পারে না তা প্রায় সুনিশ্চিত।

দীর্ঘদিন ধরেই চীনের নীতি: পাকিস্তানের বর্তমান 'জঙ্গী' ও 'ভারত-বিদ্বেষী' কেন্দ্র অর্থাৎ রাওয়ালপিনডি যতদিন 'স্থায়ী' ও 'সবল', নয়াদিল্লী ততদিন 'বিব্রত' ও নানাভাবে 'দুর্বল।' কিন্তু পিকিং হালে অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে যে, তাদের সহচর রাওয়ালপিনডির যখন নিদারুণ সংকট, তখন তাদের দুরেরই 'সাধারণ শত্রু' গণতান্ত্রিক ভারতে অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তিতে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচন জিতে 'স্থায়ী' সরকার গঠন করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও যে চীন 'ভঙ্গুর পাকিস্তান'কে ছেড়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে পারে, এ সম্ভাবনা কম। তারা হয়তো 'বাংলা দেশে'র হাতে 'লাঞ্ছিত' কিন্তু 'ক্ষিপ্ত' পিনডির সামরিকচক্রকে তাদের অপমানের পরাজয়ের শোধ তোলবার জন্য মরীয়া হয়ে ভারতকে বিব্রত করার জন্য নতুন করে প্ররোচিত করবে। ভারতের অপরাধ: তারা 'বাংলা দেশে'র স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। এছাড়া 'লড়কে লেংগে কাশ্মীর' এই জিগির তো 'বাংলাদেশ' চলে গিয়েও আছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রের আজ দুটি নিদারুণ সমস্যা: (১) নির্মমতম সামরিক ব্যবস্থায় 'বাংলা দেশে'কে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত করা—যে চেষ্টা ওরা ওদের পশু-শক্তি দিয়ে করছে, (২) 'বাংলা দেশে'র সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া।

কিন্তু পিনডি জানে যে, প্রথম পন্থাটিতে অর্থাৎ জঙ্গী-পথে সমস্যা-সমাধান করতে গেলে তারা ক্রমে এমন এক 'অকল্পনীয় সংকটে'র মধ্যে জড়িয়ে পড়বে যে, সাহায্যের জন্য তাদের শক্তিমান দোসর চীনের শরণাপন্ন হতেই হবে।

এ ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, কোন দেশের 'জাতীয় মুক্তি'র আন্দোলন নিষ্পেষিত করতে কোন মদৎ দেওয়া চীনের আদর্শের পরিপন্থী হওয়া উচিত, কিন্তু যতদিন 'বাংলা দেশে'র মুক্তি আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক অকমুনিসট শেখ মুজিবর রহমান, ততদিন পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন হতে পারে: এ আন্দোলন 'মারকিন সাম্রাজ্যবাদ' 'সোভিয়েট সংশোধনবাদ' ও 'ভারতীয় প্রতিক্রিয়া'র সৃষ্টি।

আবার, রাওয়ালপিনডি যদি পূর্ব-বাংলার 'স্বাধীনতা' স্বীকার করেও নেয়, তবুও সেই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতি তাদের নীতিও নতুনভাবে নির্ধারিত করার প্রয়োজন হবেই। পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠীর সামনে তখন দুটি বিকল্প (১) মূল "দুই জাতি"-তত্ত্ব যে অলীক তা উপলব্ধি করে ভারতের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে স্বাভাবিক প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করা, অথবা (২) 'যেভাবে পার হিন্দুস্থানকে জব্দ কর', এই জিগির আরও জোরদার করে কাশ্মীর দখল করে পূর্ব-পাকিস্তানকে হারানোর ক্ষতি-পূরণ করা।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র ও তাদের সহচরদের যা 'অতীত' ও 'বর্তমান' তাতে প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তারা দ্বিতীয় বিকল্পটিই বেছে নেবে, এবং সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে চীন রাওয়ালপিনডির রাজনীতি ও সমরনীতিতে আরও ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে। কাশ্মীর উদ্ধারের প্ররোচনা দিয়ে তারা 'বাংলা দেশ'কে হারিয়ে বিপর্যস্ত ও পঙ্গু পশ্চিম পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ কবজা করে ফেলতে পারে।

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের পরই মুজিব-বিরোধী পশ্চিম পাকিস্তানী শিবিরে এই অদ্ভুত আওয়াজ উঠেছিল যে, 'হিন্দুস্থান'ই নাকি শেখ মুজিবর রহমনকে দিয়ে তাঁর 'ছয়-দফা' দাবি তুলিয়েছে, কারণ পূর্ব-পাকিস্তান দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারা স্বাধীন 'বাংলা দেশ'কে ভারত ও চীনের মধ্যে একটি 'বাফার স্টেট'-এ পরিণত করার ষড়যন্ত্র করেছে।

শেখ মুজিবর রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন, এটা চীনের কখনই অভিপ্রেত ছিল না। অথবা পূর্ববঙ্গের মত সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি রাষ্ট্র "স্বাধীন" হয়ে পূর্বাঞ্চলে ভারতের মিত্র হোক, এও চীন হয়তো চায় না।

এছাড়া চীন কোনদিনই শেখ মুজিবর রহমানকে সুনজরে দেখেনি। মুজিবর কমিউনিসট নন এবং তিনি পূর্ব পাকিস্তানের উগ্র চীন-পন্থীদের বিরোধী। তাই চীনের চোখে শেখ সাহেব ঘোর "প্রতিক্রিয়াশীল", এবং চীনের এত ভয় যে, তাঁর ক্ষমতায় আসা পূর্ববঙ্গে চীনের অনুচরদের পক্ষে বিরাট বাধা।

অবশ্য 'পূর্ববঙ্গের' 'স্বাধীনতা', 'স্বাতন্ত্র্য' চীনও হয়তো সমর্থন করবে যদি তা আসে 'লাল' মৌলানা ভাসানি বা তাদের বিশ্বস্ত অন্য কোন উগ্রপন্থীর নেতৃত্বে।

কিন্তু 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমানকে 'বাংলা দেশে'র কোটি কোটি 'স্বাধীন' মানুষের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করতে পারে এমন কোন শক্তিই আজ পৃথিবীতে নেই। সেজন্যই সম্ভবত মৌলানা ভাসানি 'স্বাধীন বাংলা'র রণাঙ্গন থেকে ঘোষণা করেছেন: মুজিবই আমার সর্বাধিনায়ক।

—অমিতাভ গুপ্ত

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

একটি স্লোগান সম্পর্কে

যদি রাস্তার স্লোগান কোনও প্রমাণ হয়, তবে এই রাজ্যের একটি রাজনৈতিক দল এখনও পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলা দেশ" দূরে থাক, পূর্ববঙ্গ বলতেও প্রস্তুত নয়।

কলকাতার রাস্তায় ইদানীং প্রায়ই স্লোগান শোনা যায়, যাচ্ছে: "পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাম্রাজ্যবাদী হাত ওঠাও"। প্রাণে ধরে ওরা এখনও বাংলা দেশ বলতে পারছে না। পঞ্চাশের দশকে সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলতে ওরা যত সময় নিয়েছিল, এই সত্তরের দশকে বঙ্গবিজয়কে সর্বতোভাবে বাংলা দেশের জয়কে ওদের তেমনই বাধছে।

ইয়াহিয়া গোষ্ঠীর হাতে নানা সময়ে যারা নানাবিধ কারণে মারণাস্ত্র তুলে দিয়েছে এরা তাদের বিষয়ে কিন্তু টুঁ শব্দটিও করছে না। —মুকুল রায়, কলকাতা—২৯।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন

আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে বাংলা দেশের এক মহাপুরুষ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বোধহয় সফল হতে চলেছে।

শ্রীনেহরু তাঁর বিখ্যাত বই "ডিসকভারি অফ ইনডিয়া"-তে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা আলোচনা করার সময় এক জায়গায় লিখেছেন স্বামীজী ১৮৯৮ সালের ১০ জুন আলমোড়া থেকে তাঁর এক মুসলমান বাল্য বন্ধুকে এক চিঠিতে লেখেন: "I see in my mind's eye future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body".

বাংলা দেশে নৈতিক প্রতিরোধের প্রথম জোয়ার এসেছিল শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও একজন শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। বহু বছর পরে সেই প্রতিরোধের জোয়ারকে আবার টেনে এনেছেন এই বাংলা দেশের অগণিত মুসলমান। এ জোয়ারের স্রোত যেন আরও প্রবল। এ স্রোতে দেখা যাচ্ছে সমস্ত বিশাল বাধা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এ যে মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ বাণী। —সত্যেন্দু-নন্দন চক্রবর্তী, কলকাতা-৩৮

স্বাধীন বাংলা

স্বাধীন বাংলা দেশের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রয়াসকে দমন করবার জন্যে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ যে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে নেমেছে, যেভাবে ট্যাংক বোমারু-বিমান প্রভৃতি দিয়ে একটা গোটা জাতিকে নির্মূল করে দেবার জন্যে ক্রূরতম ষড়যন্ত্র চালিয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও তাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে সালাম ও অভিনন্দন জানাচ্ছি মরণপণ সংগ্রামে রত বীর বাংলাদেশবাসীকে ও তাঁদের নেতাকে। জয় তাঁদের হবেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা ভারতীয়রা কি শুধু সহানুভূতি জানিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবো। তাতে মানবতার প্রতি অপরাধই হবে। আমাদের কর্তব্য এখনই বাংলা দেশকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিয়ে ও সর্বপ্রকার সাহায্য করে তাঁদের সংগ্রামরত হাতকে জোরদার করা। জয় বাংলা। —সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, সাধারণতন্ত্রী দল, হাওড়া।

॥ ২ ॥

আজ আদর্শের জন্য যারা লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়েছে—জঙ্গীশাহী শাসকের কামান ও গোলা-বারুদের সামনে দাঁড়িয়ে যারা লড়াই করে চলেছে তাদের দিকে সারা পৃথিবীরই আজ সহানুভূতি জাগা উচিত। তাই সারা পৃথিবীরই আজ বাংলার উপেক্ষিত মানুষকে বাঁচিয়ে বাংলাকে জঙ্গীশাহীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইয়াহিয়া খানের বর্বরোচিত আক্রমণকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করা প্রয়োজন। —জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-১৯।

সাংস্কৃতিক সংকটে খোঁপা

২২।৩ তারিখের নিবন্ধে ভিন্নমত পোষণ করে চণ্ডী লাহিড়ী মহাশয় ২৫।৩ একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেছেন। ভালই লাগলো। কিন্তু তিনি ফরাসি—'ফয়কার' শব্দে এসে ঠেকলেন কেন? মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা (বঙ্গীয় সাঃ প) "খোঁপা নাড়ি চলে বুড়ী...। কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী) ১৬২ কানড় খোঁপায় কনক চাঁপা...। বাইশ কবি মনসা মঙ্গল' বাঁধে খোঁপা যরা... (৩৩) ধরিল খোঁপাতে—২৩৫। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—৫৮ খোঁপার রূপ দেখিয়া টলে। বাসবদত্তা—২০১ হেরি "খাঁপায় চাঁপার কলি। ইত্যাদি তাছাড়া কেবল যে ফরাসি 'ফয়কার'ই খোঁপার আদি ভাষা তাও ফ্রেনচ—Coiffe, ল্যাটিন—Cofia—a cap, ইংরাজি—a covering for the head worn by women.

মারাঠিরাও খোংপা বলে, হিন্দীতেও খোঁপা বলে। সোস্যাল এনথ্রোপলজির ছাত্ররা জানে রমণীরা কি বা প্রাক আর্যযুগে কি বা আর্য সংস্কৃতির যুগে চিত্রবর্ণ কেশ শরীরের রমণীয়তা সম্পাদন করে এ ধারণায় পোক্ত। এটা কেবল রমণী জাতির ক্ষেত্রে নয় পুরুষ জাতিরও। এ প্রেরণা ও শোভার আকর্ষণ কুক্কুট, কলবিঙ্ক, বুলবুল, কাকতঙ্ক, মৎসরঙ্ক প্রভৃতি বিহঙ্গের কাছে পেয়েছে। সমগ্র মানব সমাজই এ আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত নয়। —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, হাওড়া।

একটির পর একটি বিমানবন্দর মুক্তি ফৌজের দখলে

বাংলা দেশের মুক্তিফৌজ আজ (বুধবার) কক্সবাজার অসামরিক বিমান বন্দরটি দখল করেন। দুটি ডাকোটা এবং একটি হেলিকপটারও তাঁদের দখলে এসেছে। যশোহর বিমান বন্দরটিও মঙ্গলবার রাত্রে তাঁরা দখল করে নেন। পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজ ওই দিন দিনাজপুরের নোয়াহাট্টা বিমান বন্দর এবং রংপুর বিমান বন্দর থেকেও হানাদারদের হটিয়ে দেন। সীমান্তের ওপার থেকে আজ নানাসূত্রে পাওয়া খবরে ওইসব তথ্য জানা যায়।

কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের অসামরিক বিমান বন্দরের নিয়ন্ত্রণও মুজিবরের বাহিনীর হাতে। চট্টগ্রাম উপকূলের কুতুবদিয়া ও সান মারটিন বাতিঘরও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। পাবনার সামরিক আদালতের প্রেসিডেনট মেজর আবদুল আজিমকে মুক্তিফৌজ খতম করেছেন এবং আদালতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন।

যশোহর শহরের দখল নিজেদের হাতে রাখার জন্য মুক্তিফৌজ তিনদিন ধরে দখলদার বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। যশোহর অসামরিক বিমান বন্দরের টারমিনাস ভবনটি দখলদার বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দখলদার বাহিনীর বিমান থেকে বোমাবর্ষণের পর চট্টগ্রামের হয়তো এলাকার পথনালা শিল্পাঞ্চলে আগুন জ্বলছে। চট্টগ্রামের কাছে অদরাবাদে ন্যাশনাল সিপিং করপোরেশনের অফিসটি মুক্তিফৌজ দখল করেছেন।

আওয়ামী লীগের একজন পদস্থ নেতা আগরতলা সীমান্তে ইউ এন আই প্রতিনিধিকে বলেন যে, চট্টগ্রামে মুক্তিফৌজের উপর আক্রমণে দখলদার বাহিনী ৬টি ট্যাংক থেকে বেপরোয়া গোলা নিক্ষেপ করছে। নারী, শিশুসমেত হাজার হাজার অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

চর এলাকায় বিমান থেকেও সৈন্য নামানো হচ্ছে।

তিনদিন মরণপণ যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজ মঙ্গলবার কুমিল্লার কাছে ফকিরহাট রেল সেতুটি দখল করে নেন। দুইপক্ষেই বহু হতাহত হয়েছে।

ট্যাংক চাই

মঙ্গলবার রাত্রে যশোহর বিমান বন্দর মুক্তিফৌজ দখল করে নিয়েছে বলে বুধবার সকালে 'বাংলা দেশ' সরকারের একজন মুখপাত্র আমাদের জানান। এ খবর স্টাফ রিপোরটারের।

ওই মুখপাত্র বলেন, আমাদের একটি ট্যাংক দরকার। শত্রু বাহিনীকে আমরা চিরতরে খতম করতে পারব।

তিনি বিস্তারিত বিবরণ জানাতে গিয়ে বলেন, কুষ্ঠিয়া জেলায় শত্রু বাহিনী এখন ইয়াহিয়ার দেওয়া খাকি পোশাক ছেড়ে দিয়ে সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, এই খবরটি পৃথিবীর কাছে জানিয়ে দিন। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক প্রতিদিন ইয়াহিয়ার কাছ থেকে বিমান ওঠানামার জন্য হাজার হাজার টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছেন। আর আমাদের হত্যা করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আনতে দিচ্ছেন। উত্তেজিতভাবে তিনি বলেন, চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে এটা বন্ধ হয়। যাতে শ্রীমতী বন্দরনায়েক পাকিস্তানের ফৌজী বাহিনীকে সাহায্য করতে না পারেন, সে ব্যবস্থা করুন।

ওই মুখপাত্র আরও বলেন, টেলিকমিউনিকেশন, রেল লাইন তুলে ফেলার ফলে সারা বাংলা দেশে আন্দোলনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ রাখতে অসুবিধা হচ্ছে।

৩ এপ্রিল ওড়িশায় নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ

ভুবনেশ্বর, ৩১ মারচ—ওড়িশার নূতন যুক্ত ফ্রনট মন্ত্রিসভা আগামী ৩ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করবেন।

আজ বিকেলে সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানিয়ে, স্বতন্ত্র, উৎকল কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড এই তিনটি দল নিয়ে গঠিত যুক্ত ফ্রনটের নেতা উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ৮১ বৎসর বয়স্ক শ্রীবিশ্বনাথ দাস বলেন, মন্ত্রিসভা কীভাবে গঠিত হবে তৎসম্পর্কে এখনও কিছু ঠিক হয়নি।

রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারি আজ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে শ্রীদাস সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। —পি টি আই

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এখন মুজিবের বিশ্বস্ত সেনাপতি

বিশেষ প্রতিনিধি

স্বাধীন 'বাংলা দেশে'র রণাঙ্গন থেকে পাওয়া একটি খবর: মাহমুদুর রহমান মজুমদার ইয়াহিয়ার ফৌজী বাহিনীতে যে মুষ্টিমেয় বাঙালী 'ব্রিগেডিয়ার' আছেন, তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের ময়নামতীতে ইয়াহিয়ার 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেনটের' সর্বাধিনায়ক।

কিন্তু এখন তিনি বিদ্রোহী। এখন তিনি শেখ মুজিবরের এক বিশ্বস্ত সেনাপতি। ময়নামতীতে ফৌজি ঘাঁটিতে 'স্বাধীন বাংলা দেশের' পতাকা উড়িয়ে 'স্বাধীন বাংলা দেশের' নামেই তিনি শপথ নিয়েছেন: যে ঘৃণ্য পতাকা আমরা একবার পুড়িয়ে দিয়েছি, জান থাকতেও সে পতাকা আর পিনডির ওই দস্যুদের ওড়াতে দেব না।

ওরা যশোরে দুটি স্যাবার জেট ফেলেছেন

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

দিচ্ছি: একটু আগে আমরা শত্রুর দুটো স্যাবার জেট ধ্বংস করে দিয়েছি। জয় আমাদের হবেই।

ওখানে পাক জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য জানালেন যশোহর শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার লোক নিহত। ঘরবাড়ি বলতে ওই শহরে কিছুই নেই। যারা বেঁচে আছেন তাঁরা গ্রামের দিকে আশ্রয় নিয়েছেন

উনি আরও জানান, তাঁদের নেতা মুজিবর রহমান বহাল তবিয়তে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

ওদের আর একটি অনুরোধ আকাশবাণী যেন বার বার বুলেটিন প্রচার করে। স্বাধীন বাংলার 'চ্যানেল মিটারের পাওয়ার' খুব কম।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের কাটামুণ্ড। 'বাংলা দেশের' মুক্তি-সংগ্রামীদের হাতে মঙ্গলবার রাত্রে ওই অফিসার নিহত হয়। কয়েকজন মুক্তি সংগ্রামী মুণ্ডটি বহন করে নিয়ে চলেছেন।

সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ুন
—শ্রীমতী গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ নয়াদিল্লিতে সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে একটি সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধে বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য দেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান অর্থ সংগ্রহ করবে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেনের নেতৃত্বে নয়াদিল্লির বাঙালী সাংস্কৃতিক সমিতির এক প্রতিনিধি দল শ্রীমতী গান্ধীর নিকট গেলে তিনি ওই পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্রীমতী গান্ধী একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করতেও বলেছেন। —ইউ এন আই

শুক্রবার অজয় মন্ত্রিসভা শপথ নিচ্ছেন

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২ এপ্রিল শুক্রবার বেলা ১২টায় নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ নিচ্ছে।

অজয়বাবু বুধবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা করেন। রাজ্যপাল অজয়বাবুকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে দিয়েছেন। মন্ত্রিসভার অন্যান্য বিষয় নিয়েও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়।

রাজ্যপাল সম্ভবত আজই দিল্লিতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়ার জন্যও সুপারিশ করবেন।

অন্যদিকে নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার দলীয় মন্ত্রীদের তালিকা অনুমোদন করিয়ে নিয়ে ফিরছেন। বিজয়বাবুর সঙ্গে অজয়বাবু মন্ত্রিসভার ব্যাপারে আর একবার আলোচনা হবে। অন্যান্য কয়েকটি দলের সঙ্গেও আলোচনা হতে পারে।

পি এস পি মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে কিনা এবং যোগ দিলে কাকে পাঠাবেন তা এখনও ঠিক করতে পারে নি। আজ দলের কর্মসমিতির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মন্ত্রিসভায় পি এস পি যোগ দিলে অধ্যাপক প্রবোধ সিংহ মন্ত্রী হবেন। দলের নেতা অধ্যাপক সমর গুহ এ ব্যাপারে অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

নব কংগ্রেসের নেতা এবং এম এল এ শ্রীনেপাল রায় খুন হওয়ার পর অজয়বাবুর সমর্থক এম এল এ'দের নিরাপত্তার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলগুলি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছেন। অচেনা লোককে এম এল এ'দের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া দূরের কথা অনেককে টেলিফোনেও কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিভিন্ন সমর্থক দল নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে এদিনও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। কে কোন্ দফতর পাচ্ছেন, কারা মন্ত্রী হচ্ছেন তা নিয়ে বিরোধী দলগুলির মধ্যেও জল্পনা কল্পনা শোনা যায়।

কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরডে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—কেন্দ্রীয় নব কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরড আজ রাতে এখানে এক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখারজির মুখ্যমন্ত্রিত্বে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারটি অনুমোদন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন। শ্রী নাহার ও সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বোরডের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কোয়ালিশনের শরিক দলগুলির সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে, শ্রী নাহার ও শ্রী ঘোষ তা বোরডকে জানান।

শ্রী নাহার ও শ্রী ঘোষ আগামীকাল কলকাতায় ফিরছেন। তাঁরা দুজনই আজ এখানে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। 'বাংলা দেশের' মুক্তিযোদ্ধাদের যাতে অবিলম্বে সাহায্য পাঠানো যায়—সে দাবিও তাঁরা তুলে ধরেন।

বৃহৎ শক্তিগুলির আচরণে ভারত নিরাশ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—পূর্ব বাংলার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তিগুলির আচরণে ভারত অত্যন্ত নিরাশ ও মর্মাহত বলে মনে হয়।

দিল্লিতে কূটনৈতিক মহলের ধারণা মসকো অথবা ওয়াশিংটন কেউই এমন কিছু করতে ইচ্ছুক নন যা প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া তথা পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক চক্রের অপছন্দ। পাকিস্তানের তথাকথিত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হোক অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক পিকিং-পন্থীদের হাতে চলে যাক তা ওয়াশিংটন বা মসকো দুজনেরই কাম্য নয়।

নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহল বলেন, ঢাকায় নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হবার এক সপ্তাহ আগেই নয়াদিল্লি ঐরূপ সম্ভাবনার বিষয় মসকো-ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তারা যাতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকে সে জন্য ভারত এই দেশ দুটির নয়াদিল্লিস্থিত দূতাবাসকে তো বটেই, খোদ মসকো-ওয়াশিংটনেও বার্তা পাঠিয়েছিল।

পূর্ব বাংলার এই মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পৈশাচিক হত্যালীলা পুরাদমে চলতে থাকলেও এখন পর্যন্ত বৃহৎ শক্তিগুলি টু-শব্দটি করেনি। এশিয়া ও আফরিকার অনেক দেশই যখন-তখন স্বাধীনতা ও মানবতার বুলি কপচায়, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা সত্ত্বেও এশিয়া-আফরিকার একটি দেশও সরকারীভাবে একটি কথাও বলেনি। পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের অমানবিক ধ্বংসকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতই প্রথম সংসদে প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারীভাবে অভিমত প্রকাশ করল।

সিংহল এবং বর্মাও

রাজধানীর বামপন্থী রাজনৈতিক মহল সিংহলের আচরণেও আশ্চর্য। সিংহলের সরকার বাম-ঘেঁষা বলে পরিচিত। সিংহলের কমিউনিসট পার্টি (মসকো-পন্থী) শ্রীমতী বন্দরনায়েক সরকারের অন্যতম সক্রিয় শরিক হয়েও পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে একেবারে চুপ।

অনেকেই বলছেন, এর কারণ হল মসকো।

তবে ভারতের কমিউনিসট পার্টি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রথম মসকোর মুখ না চেয়ে অথবা মসকোর নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে স্বাধীনভাবে নিজের নীতি স্থির করেছে।

ভারতের বামপন্থী মহল বর্মার আচরণেও বিস্মিত। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঢাকায় যাতায়াতের জন্য বর্মা থেকে বিমানের তেল পাচ্ছে। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বর্তমানে বর্মার সামরিক সরকারকে মদত দিচ্ছে বর্মার মসকো-পন্থী কমিউনিসট পারটি।

নেপাল রায়ের হত্যা সম্পর্কে ১ জন গ্রেফতার

আজ অন্ত্যেষ্টি, শোক মিছিল

স্টাফ রিপোরটার

নব কংগ্রেস নেতা শ্রীনেপালচন্দ্র রায়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বুধবার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

এদিকে আজ, বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় শ্রী রায়ের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল বার হবে বলে নব কংগ্রেস থেকে জানানো হয়।

আদি কংগ্রেসের ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেস শ্রী রায়ের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার 'জোড়াবাগান বন্ধ'-এর ডাক দিয়েছেন।

শ্রী রায়ের হত্যার ব্যাপারে পুলিশ যাকে গ্রেফতার করে তার নাম শম্ভু হেলা ওরফে শম্ভু, বয়স ২৪।২৫। শ্যামপুকুর এলাকার শোভাবাজার ও কুমারটুলির মোড়ে তাকে ধরা হয়। কয়েকটি খুনের ব্যাপারে পুলিশ নাকি তাকে খুঁজছিল।

হিতেন্দ্র দেশাই-র পদত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

শলাপরামর্শ করার জন্য কিছু সময় চেয়েছেন।

বিধানসভা মুলতুবি। এদিকে রাজ্যপালের এক আদেশ বলে বিধানসভা অনির্দিষ্টকাল মুলতুবি রাখা হয়েছে।

১৯৬৯ সালের কংগ্রেস ভাঙনের পর থেকেই মহীশূর ও গুজরাটে ছিল আদি কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। লোকসভা নির্বাচনের পর নব কংগ্রেসে প্রচুর সংখ্যক দলীয় সদস্য যোগ দেওয়ায় মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাটিল পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

এদিকে গতকালই উত্তর প্রদেশের এস ভি ডি সরকারের আদি কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং পদত্যাগ করেছেন।

নিজলিঙ্গাপ্পার প্রতিক্রিয়া। আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা আজ এখানে বলেন যে, এই ঘটনায় তিনি আদৌ বিস্মিত নন। দলত্যাগকে মদত দেওয়ার যত যে অস্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক খেলা চলছে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে তার সম্মুখীন হব। তিনি বলেছেন যে, এটা নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত একা গণতন্ত্রই টিকবে।

ইছাখালির বাড়ির বউদের হাতেও আজ বন্দুক। জাহানারা আর নেহারুন্নেসা বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, পুরুষেরা গেছেন লড়াইয়ে। চিত্র—অলক মিত্র

কমলাপতিত্রিপাঠী উত্তরপ্রদেশে মন্ত্রিসভা গড়ছেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩১ মারচ—আজ রাত্রে এখানে এক বৈঠকে নব কংগ্রেস কেন্দ্রীয় পালারমেনটারী বোরড উত্তর প্রদেশ বিধানসভার নব কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীকে রাজ্য মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দিয়েছেন।

এই নতুন মন্ত্রিসভা আগামী ৪ এপরিল শপথ নিচ্ছেন।

আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীত্রিপাঠী বোরডের বৈঠকে যোগ দেন। তিনি জানান, ৪১৬জন সদস্যবিশিষ্ট রাজ্য বিধানসভায় দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৯।

হীতেন্দ্র দেশাই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় গুজরাটে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে বোরড তৎসম্পর্কেও আলোচনা করেন।

ঐ রাজ্যে নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করবে না অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে তৎসম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

নব কংগ্রেস হাই কমানড নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্ভবত গুজরাটে অল্প কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবে।

একজন বীরাঙ্গনা ও একটি প্যাটন ট্যাংক

আগরতলা, ৩১ মারচ—গত শুক্রবার ঢাকা ওমেনস কলেজের প্রথম বার্ষিকীর ছাত্রী কুমারী রোশেনারা বেগম বুকে মাইন বেঁধে নিয়ে ঢাকার রাস্তায় পাকিস্তানী ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রাণ দিয়ে তিনি একটি প্যাটন ট্যাংক উড়িয়ে দিলেন। ঢাকার একজন সাংবাদিক গতকাল এখানে সেই বীরাঙ্গনার এই কাহিনী বলেন। —ইউ এন আই

রাষ্ট্রপুঞ্জকে ঘিরে

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৩১ মারচ—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন গতকাল এখানে বলেন, নিরাপত্তা পরিষদ কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিলেই বাংলাদেশে একটা অনকূল প্রভাব পড়বে।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি পরিষদের একটি বৈঠক ডাকার প্রস্তাব তোলেননি। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছেন এই নির্বিচার হত্যা বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁদের নিজ নিজ সরকার কী ভাবছেন?

তিনি বলেছেন, তিনি পরিষদের সদস্যদের অনেকের সঙ্গেই ইতিমধ্যে দেখা করে নিয়েছেন। এবং তাঁরা বলেছেন যে, নিজ নিজ সরকারের সঙ্গে তাঁরা শলাপরামর্শ করবেন। গতকাল শ্রী সেন দুবার উ থানটের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এদিকে ওয়াকিবহাল মহলে খবর, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের কোন সম্ভাবনা নেই।

থানটের একজন মুখপাত্র তিনদিন আগে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি উপযুক্ত সময়ে কিছু বলবেন। কিন্তু সেই সময় যে কখন আসবে তার কোন ইংগিত দেওয়া হয়নি। —পি টি আই

তির্যক

আজি দখিণ দুয়ার খোলা

পাক, ব্রিগেডিয়ার খতম

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

করছে এবং সে জন্য মরটার ও কামানের গোলা দিয়ে বিমান বন্দরের কাছাকাছি ঘরবাড়ি উড়িয়ে দিয়েছে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার নিহত হয়েছেন।

মুক্তিফৌজ বুধবার রাত্রিতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রটি পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে,—মুক্তিফৌজের ৩৫ জন ইনজিনিয়ার এই কেন্দ্রের ট্রানসমিটারটি আবার চালু করার চেষ্টা করছেন। গত তিনদিন ধরে এই বেতার কেন্দ্র থেকে কিছুই প্রচারিত হয়নি,—যদিও এই কেন্দ্রের নাম করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনুষ্ঠান-সূচী প্রচারিত হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতারও বুধবার কোন অনুষ্ঠান প্রচার করেনি,—চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবহাওয়া খারাপ ছিল বলেই প্রচার সম্ভব হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

উত্তর রনাঙ্গণ

উত্তর রনাঙ্গণে পাকিস্তানী সেনারা দিনের বেলায় ছাউনির বাইরে যেতে অস্বীকার করেছে এবং অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে তারা তাদের অফিসারদের আদেশ মানতে রাজি হয়নি শহরাঞ্চলে সামান্য প্রতিরোধের কথা বাদ দিলে সমগ্র উত্তর রনাঙ্গণে মুক্তিফৌজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ-পশ্চিম রনাঙ্গণের খুলনায় পাকিস্তানী সেনাদের ফরাসী, রাশিয়ান ও চীনা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। ঢাকা শহরে আমেরিকান প্যাটন ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন রনাঙ্গণ থেকে মুক্তিফৌজ কয়েকটি ট্যাঙ্ক হস্তগত করেছে এবং কিছু কিছু চিনা গোলা-বারুদও তারা কেড়ে নিয়েছে।

উত্তর রণাঙ্গনে, ময়মনসিংহ—রংপুর খণ্ডে খাদ্যাভাব ও অস্ত্রের অভাবে হানাদার ফৌজের মনোবল ভেঙে পড়েছে,—তারা বিমানবাহিনীর সহায়তা চেয়েছে, এবং নতুন সৈন্য পাঠাবার জন্য জরুরি আবেদন জানিয়েছে।

দশজন ছত্রী সেনা নিহত

মঙ্গলবার রাত্রে কুষ্ঠিয়ায় মুক্তিফৌজ দুখানা হেলিকপটারকে গুলি করে নামিয়েছে এবং এর ফলে অন্তত দশজন ছত্রী সেনা নিহত হয়েছে। এর আগে পাক বিমান কুষ্ঠিয়ায় বোমাবর্ষণ করে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটায়।

এক প্লেটুন সৈন্য নিহত

পূর্ব রণাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মঙ্গলবার সকালে শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে এক প্রচণ্ড কামানের লড়াইয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর এক প্লেটুন সৈন্য নিহত হয়েছে। ঐ সকল সৈন্যকে প্যারাসুটযোগে সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিলে পর মুক্তি ফৌজ তাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে এবং প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলে।

১ শত পাক সেনার আত্মসমর্পণ

এই রণাঙ্গনেরই অন্যত্র পশ্চাদপসরণকারী পাক সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তি ফৌজের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং তার ফলে প্রায় ১ শত পাক সেনা অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করে। রেল ও সড়ক সেতু বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে মুক্তি ফৌজ তাদের পলায়নপথ বন্ধ করে দেয়।

বুধবারেও চট্টগ্রামে গোলা বর্ষণ

পাকিস্তানী নৌবহর বুধবারও চট্টগ্রামে গোলাবর্ষণ করে। সকালের দিকে মুক্তিফৌজ ও সৈন্যদের মধ্যে তীব্র হাতাহাতি লড়াই চলেছে।

গুলি করে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা

ময়মনসিং জেলার এক সীমান্ত ঘাঁটিতে পূর্ব পাক রাইফেল বাহিনীর বাঙালী সৈন্যরা উক্ত বাহিনীরই ৫৮ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করেছে।

পাঁচজন স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা

দুইজন আওয়ামি লীগ নেতা কোচবিহারে এসে অভিযোগ করেছেন, গত কয়েকদিন রংপুর শহরে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা তাঁদের শ্লীলতাহানি করায় অন্তত পাঁচজন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করেছেন।

দুইজন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনার আত্মসমর্পণ

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, দুইজন সশস্ত্র পাকিস্তানী সেনা কাছাড় জেলায় ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুর জেলার প্রত্যেকটি চেকপোসট থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে বলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর জানিয়েছেন। শ্রীঠাকুর মঙ্গলবার সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

বুধবার মধ্যরাত্রির আরও সংবাদ, যশোর, খুলনা ও কুমিল্লা বহু অংশে মুক্তি ফৌজের দখলে থাকলেও সম্পূর্ণভাবে শত্রু কবলমুক্ত হয়নি। রংপুরের কোন কোন অঞ্চল সেনা বাহিনীর কবজায় থাকলেও মুক্তি ফৌজ শহরটি চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে।

যুদ্ধ বেশীদিন চলতে পারে না

বাংলা দেশের বগুড়া থেকে কলকাতায় আগত ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি, আওয়ামি লীগ ও ছাত্র লীগের তিন নেতা বুধবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এই লড়াই খুব বেশী দিন চলতে পারে না।

তাঁরা বলেন, শত্রুদের সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন, খাদ্যাভাব এবং বাংলা দেশের জনসাধারণের অসহযোগিতার ফলে দীর্ঘকাল এই লড়াই তারা চালাতে পারবে না। পাকিস্তানী সৈন্যরা এখন দুই তিনটি এলাকায় কেন্দ্রীভূত রয়েছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। তাদের হয়ত আত্মসমর্পণ করতে হবে, অথবা, বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মুক্তি ফৌজের অধিকারে সুনামগঞ্জ শহর

শিলং অফিসের সংবাদে বলা হয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে, শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমা শহরটি আজ সকালে সম্পূর্ণরূপে শেখ মুজিবরের মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে।

যুদ্ধ পরিচালনায় ১৭ জন জেনারেল

শিলং, ৩১ মারচ—বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া সংবাদে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর ১৭ জন সিনিয়ার জেনারেল বাংলা দেশে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

উক্ত সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই সমস্ত জেনারেল পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সদর দফতর থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। —ইউ এন আই

মাই লাই হত্যাকাণ্ডের জন্য লেঃ ক্যালির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ফোরট বেনিং, জরজিয়া, ৩১ মারচ—মাই লাইয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অন্তত ২২ জন ভিয়েতনামীকে হত্যা করার অপরাধে লেফটেনানট উইলিয়াম ক্যালিকে আজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। —এ পি

আপনার সন্তান কি স্কুলে যেতে শুরু করেছে?... ফেরাডল দিয়ে তার জীবন ভাল ভাবে আরম্ভ ক'রে দিন

আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার স্কুলে যাওয়ার দিনগুলোর ওপর। এই সময়ে লেখাপড়ায় ও খেলাধুলায় এক ধাপ আগুয়ান থাকার জন্যে তার প্রয়োজন আরো বেশী বল এবং আরো অধিক উদ্যম ও প্রাণশক্তি।

শুধু ফেরাডলই আপনার সন্তানকে যোগাতে পারে দুধ, শাকসব্জি, তরিতরকারি, ফল, ডিম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের সঠিক পরিমাণে গুণ ও পুষ্টি—লোহা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। আপনার সন্তানের হাড় ও দাঁতের দৃঢ় গঠন, পেশীর বৃদ্ধি, রক্তের পুষ্টি, শরীরের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলা, চোখের সতেজ দৃষ্টিশক্তি এবং সুস্থসবল শারীরিক বৃদ্ধির জন্যে ফেরাডল অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রত্যেকদিন সকালে ও রাত্রে সরাসরি বোতল থেকে কিম্বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আপনার সন্তানকে ফেরাডল খাওয়ান!

ভুলবেন না, পরিবারের সকলের জন্যেই ফেরাডল উপকারী।

ফেরাডল®
খেতে সুস্বাদু
পরিবারের সকলের জন্যে উপকারী
পার্ক-ডেভিস উৎপাদন
® রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক। রেজিস্ট্রীকৃত ব্যবহারকারী: পার্ক-ডেভিস (ইণ্ডিয়া) লিঃ, বোম্বাই-৭২ এ.এস.

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অতীন্দ্র বাতানুকূল, ব্যারাকপুর প্রত্যহ ১॥, ৪॥, ৭॥
কাটি পতঙ্গ (৩য় সপ্তাহ)

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২॥, ৩॥, ৬॥
জয় জয়ন্তী (৩য় সপ্তাহ)

অলকা ৬৭-২০২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥
চৈতালী (২য় সপ্তাহ)

নারায়ণী তাপনিয়ঃ ৫৬-৩৩৩৮ ১॥, ৪॥ ৭॥টা
আন মিলো সজনা

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১৯ ১২॥ ৩॥ ৬টা
চৈতালী (২য় সপ্তাহ)

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৩ ১২, ৩, ৬
জবাব (হিন্দী)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২ ৩, ৬
সোনা বৌদি

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ২টা, ৫টা, ৮টায়
ভাই ভাই (রঙীন)

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টা
ভাই ভাই (রঙীন)

যোগমায়া হাওড়া ৬৭ ২১২৭ ১॥ ৪॥ ৬৯
জয় জয়ন্তী (৩য় সপ্তাহ)

জয়া ৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১ ৪ ৭টায়
সাত পাকে বাঁধা

জেম অদ্য শেষ শো বেলা ১১॥ আশা পারেখ, অশোককুমার
মেরী সুরত তেরী আঁখে

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩৯৭ ১ ৪. ৭টায়
আরজু (ARZOO)

বিনোদিনী বাগুইআটি ১. ৪. ৭টা
প্রফেসার

পূর্বাশা ৪৬-২৩৩২ ১, ৪॥, ৭॥টা
গঙ্গা মাইয়া তোহে প্যারী চড়াইবো (ভোজপুরী)

নবীনা তাপনিয়ঃ ৪৬-৮০৯১ ১২, ৩, ৬
জয় জয়ন্তী

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০০ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
কাটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছবি উত্তম অপর্ণা অভিনীত
কলামন্দিরের
এখানে পিঞ্জর
দেখেন নি? আজই দেখুন! সম্মিলিত ২৪শ সপ্তাহে
প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫
রূপবাণী · ভারতী · অরুণা
রূপমন্দির (৩য়) ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

কাঁচা পাকায় হৈচৈ
গানে গানে সরগরম জয় জয়ন্তী উত্তম-অপর্ণার সঙ্গে বাচ্চাদের দেখুন
উত্তরা : পূরবী : উজ্জলা : নবীনা
১২টা-৩-৫৳-৮॥ : ৩-৫৳-৮॥ : ১২-৩-৬
অশোকা (৩য়) • যোগমায়া (৩য়) • চম্পা (৩য়) • কল্যাণী (৩য়) • রূপালী (৩য়)
মায়াপুরী (২য়) • মানসী (২য়) • নিউ তরুণ (২য়) • গৌরী (২য়)) ছায়াবাণী
কুইন

বিশ্বরূপা ফোন-৫৫-৩২৬২)

কালকূটের
নাটক ও নির্দেশনা / রাসবিহারী সরকার
বাউল সুর : পূর্ণদাস বাউল
আলো : তাপস সেন, মঞ্চ : সুরেশ দত্ত
অন্যান্য সুর : সুধাংশু মাইতি
ধ্বনি : কমল চৌধুরী, রূপসজ্জা : শক্তার
— শ্রেষ্ঠাংশে —
জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ, মনু মুখার্জী সুধাংশু মাইতি, প্রহ্লাদদাস বাউল, সঙ্গীতা কর, গীতা নাগ, উমা পালচৌধুরী, ব্রতী দত্ত এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়
॥ শুভ উদ্বোধন ॥
আজ ম্যাটিনী ২॥টায়
এবং দ্বিতীয় অভিনয় আজ সন্ধ্যা ৬টায়
শনিবার এবং রবিবার ২॥ ও ৬টায়

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজ : বৃহ : ৬টায়
শনি : ৬টা * রবি : ২॥ ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের বাবাবদল

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক !
সীমা
আজ : ৬টায় * পরশু : ৪টায়
রবিবার ৪ঠা এপ্রিল : ২॥ ও ৬টায়
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী চট্টো, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্টা, দীপিকা দাস, কালিদাস গাঙ্গুলী, কল্পনা মুখো, মেনকা দাস, শৈলেন মুখো, করুণ বন্দ্যো, সুশীল চক্র, প্রিয়া চট্টো, সুশীল দে, কুমারী রিঙ্কু বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ৬টায়
শের আফগান
শনি ৬ রবি ২॥ ও ৬ তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জিস্ জগহ্ ইয়াদ তেরি সাতানে লগে
উস জগহ্ এক পল ভী ঠারনা নেহী
জিস্ গলি মে তেরা ঘরনা হো বালমা
উস গলি সে হামে তো গুজরনা নেহী
অভিনব কাহিনী — অপূর্ব সংগীত
শক্তি ফিল্মস-এর
কাটী পতঙ্গ
রাজেশ খান্না - আশা পারেখ
রক্সী : দর্পণা : মেনকা
২॥, ৫৳, ৯ ১॥, ৪৳, ৭৳ ২, ৫, ৮
(সকলগুলিই তাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ)
নাজ : লিবার্টি
২॥ ৫৳, ৯ ১২, ৩ ৬
ইন্টালী — চিত্রপুরী
২, ৫, ৮ ২॥, ৫৳, ৯
অতীন্দ্র (ব্যারাকপুর)
(বাতানুকূল) ১॥, ৪॥ ৭॥
পারিজাত — রাধাশ্রী
১২ ৩, ৬ ১॥, ৪॥, ৭॥
প্রফুল্ল — আরতি (বর্ধমান)
১, ৪, ৭ ১, ৪, ৭
রূপকথা — সুরজ
(আসানসোল, ১, ৪॥, ৭॥) (কটক)
রে (ধানবাদ) — বিজয় (মুঙ্গের)
ওয়েলফেয়ার (রাঁচি) — মেঘদূত (গৌহাটি)
ড্রিমল্যান্ড (শিলং) — অন্নপূর্ণা (শিলচর)
অশোক (তাপনিয়ঃ পাটনা)
আগামীকাল থেকে : রিজেন্ট (কাশীপুর)
জ্যোতি (চন্দননগর) - রূপালী (চুঁচুড়া)
জয় হিন্দ (ডিহরি-অন-সোন)

শেষ দিন
ও পি রলহনের
তালাস
(ইস্টম্যানকলার)
রাজেন্দ্রকুমার — শর্মিলা
কালিকা প্রত্যহ : ২, ৫॥, ৮॥

● ৫ম সপ্তাহ

বিশ্বজিৎ মৌসুমী অভিনীত
প্রতিবাদ
পরিচালনা: তপেশ্বর প্রসাদ সুর: শ্যামল মিত্র
রাধা : পূর্ণ : সন্তোষ
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৳, ৮৳) (বেলিয়াঘাটা)
পরী (২য়) ॥ শ্রীদুর্গা (২য়) ॥ ছায়াবাণী (২য়) ॥ শ্যামা টকীজ (২য়) ॥ মগরা সিনেমা ॥ রূপছবি ॥ শ্রীমতী ॥ মহালক্ষ্মী ॥ কাল থেকে : শ্যামলী ॥ রূপকথা (আসানসোল) অরোরা (মেদিনীপুর) ॥ বিধান ॥ ফাল্গুনী চিত্রবাণী ॥ রূপছায়া ॥ আমতলা টকীজ

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
(নবরূপে সুসজ্জিত। ৩৫-৫৫৯৮)
বৃহ ও শনি ৬টায় ● রবি ২॥ ও ৬টায়
এপার বাংলার ওপার বাংলার নাটক
সমরেশ বসুর সওদাগর
— শুভমুক্তি —
● আজ সন্ধ্যা ৬টায় ●
নাট্যরূপ : সমরেশ চক্রবর্তী।
আলো ও মঞ্চ : অমর ঘোষ।
সহযোগী : শিবনাথ ব্যানার্জী।
সহযোগী দৃশ্য অঙ্কনে : গণেশ দাস।
— নায়িকার ভূমিকায় —
● পদ্মশ্রী তৃপ্তি মিত্র ●
শ্রেঃ জ্ঞানেশ মুখার্জী, রবীন মজুমদার, অর্পণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, শম্ভু বন্দ্যো, অজিত মিত্র, গণেশ শর্মা, পান্না চট্টো, কমল গুপ্ত, ব্রজেন চট্টো, সতীকান্ত, চিত্ত চট্টো, ঋষি চক্র, অলকা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জী, তাপসী চক্র, আরতি দাস ও তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী এবং বিশিষ্ট চরিত্রে রবি ঘোষ।
● কণ্ঠ সঙ্গতে মঞ্চে প্রথম ●
হেমন্ত মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র।
গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
সুর : নচিকেতা ঘোষ।
ধ্বনি : পাইওনিয়ার রেডিও।
তত্ত্বাবধায়ক : তৃপ্তি চ্যাটার্জী।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আশীর্বাদ-ধন্য
নান্দনিক-এর
চাঁপাডাঙ্গার মেলা
মুক্ত-অঙ্গনে/সোমবার ৭টায়

আগামীকাল থেকে
মেহবুব প্রডাকশনের
আন টেকনি-কলার
দিলীপ - নিম্মি - প্রেমনাথ
ওরিয়েণ্ট তাপনিয়ঃ

যুগান্তর : বসন্ত চৌধুরী একটি নতুন ধরনের রোমান্টিক চরিত্র-চিত্রণে খুবই কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন...

বসন্ত তনুজা বিশ্বজিৎ অভিঃ
শচীন দেব বর্মণ সুরারোপিত
বনফুল-রাজশ্রী প্রোডাকশন্সের
চৈতালী
পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী
শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬, ৮৳) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮৳)
ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে

গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত
বিজয় বসু পরিচালিত
উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত
নবরাগ
প্রত্যহ ৩টা · ৬টা ও ৮-৪৫
মিনার : বিজলী : ছবিঘর
ভবানী · মহুয়া · কল্পনা · গোধূলি
স্বপ্না · পুরশ্রী · ডায়মণ্ড · রূপশ্রী
রূপকথা রূপছবি অন্নপূর্ণা গীতাঞ্জলি
বারুইপুর বনশ্রী
শ্রীগুরু - মেঘদূত - কমলা টকীজ

আজ মুক্ত অঙ্গন ৭টায়
লোকরঞ্জ প্রযোজিত
রতনকুমার ঘোষের
মহাকাব্য
যবনিকা পতনের আগে।
* হলে টিকেট *

রবিবার ৫টায়

অ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টসে
বহুরূপীর নতুন নাটক
পাগলা ঘোড়া
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ॥ হলে টিকিট ২—৭টা

আগামীকাল থেকে
দক্ষিণ কলকাতায় এই প্রথম
বেরুট উইথ লাভ
টেকনিকলার (এ)
কালিকা

পুনঃপ্রদর্শন সুনিবিড় বিষয়বস্তুর গভীরতায় হৃদয়গ্রাহী চিত্র!
সঞ্জীব · মুমতাজ
প্রসাদ প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ -এর
খিলৌনা
ইস্টম্যানকালার
হিন্দ :: ছায়া
২, ৫॥, ৮॥ ২, ৫, ৮

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সগৌরবে চলছে!

আশা পারেখ · রাজেশ খান্না
আন মিলো সজনা
প্যারাডাইস — ম্যাজেষ্টিক
(২, ৫॥, ৮৳) (২॥, ৫৳, ৯)
জেম — উজ্জলা
(২॥, ৫॥, ৮৳) কেবল বেলা ১১৳)
প্রভাত — গণেশ
(২॥, ৫৳, ৯) (২, ৫॥, ৮॥)
খান্না — রূপালী
(১॥, ৪৳, ৮) (২॥, ৫॥, ৮৳)
ভবানী (২, ৫, ৮) - বঙ্গবাসী - ন্যাশনাল
অজন্তা - অশোক - খাতুনমহল - লক্ষ্মী
রজনী - স্বপ্না - নারায়ণী - চলচ্চিত্রম
অনুরাধা - বোম্বে সিনেমা - রূপক
(দুর্গাপুর) (খড়্গপুর) (পাটনা)

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে—
দীনেশচিত্রম নিবেদিত
সাঁঝ বৌদি
বসুশ্রী : বাণী : মিত্রা
(৩, ৬, ৮৳) (২॥, ৫, ৭॥) (২, ৫, ৭৳টা)
পদ্মশ্রী (২, ৪৳, ৭॥টা) ॥ সুচিত্রা ॥ শ্যামাশ্রী
মায়া ॥ নেত্র ॥ শ্রীমা ॥ শ্রীরামপুর টকীজ
নৈহাটী সিনেমা ॥ চিত্রালয় (দুর্গাপুর)
কাল থেকে : নিউ তরুণ (বরাহনগর)
অলকা (শিবপুর) - শ্রীদুর্গা (চন্দননগর)
কৈরী (চুঁচুড়া) - ইন্দ্রধনু (নৈহাটী)

আগামীকাল
প্রেম ও জুয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা

দেব আনন্দ অভিনীত
গ্যাম্বলার
ইস্টম্যানকালার
পরিচালনা: অমর জীত সঙ্গীত: এস.ডি.বর্মন
অপেরা : জেম : প্রিয়া : কৃষ্ণা : নবীনা
লিবার্টি : পূর্ণশ্রী : ছায়া
পুষ্পশ্রী — শৈলশ্রী — শান্তি — পারিজাত — প্রফুল্ল
(বেহালা) (মেটিয়াবুরুজ) (কদমতলা) (সালকিয়া) (খড়দহ)
রাধাশ্রী — ...আনন্দম — নীলা — শ্রীকৃষ্ণ — দীপক — জয়ন্তী
(দমদম) (বনহুগলি) (বারাকপুর) (জগদ্দল) (উত্তরপাড়া) (রিষড়া)
শঙ্কর — অন্নপূর্ণা — চিত্রা — মহুয়া — ঝঙ্কার
(মাহেশ) (ব্যান্ডেল) (আসানসোল) (মেদিনীপুর) (শিলিগুড়ি)
রূপকথা (মালদহ) — শ্রীমহাবীর (দিগওয়াদি) — অপ্সরা (গৌহাটি) এবং আরও অনেক চিত্রগৃহে

আই এফ-এর সভা

গতবার ফুটবল থেকে ১ লাখ টাকা সংগৃহীত

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ আই এফ এ ভবনে আই এফ এ-র ৭৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় বিগত ফুটবল মরসুমে আই এফ এ-র কোষাগারে সর্বসাকুল্যে জমা পড়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, খরচখরচা বাদে উদ্বৃত্ত আছে ১২ হাজার ১৮ টাকা।

বলা বাহুল্য, সংগৃহীত অর্থের প্রায় ১ লাখ টাকাই এসেছে আই এফ এ শীলড এবং লীগের চ্যারিটি খেলা থেকে। এই অর্থে আই এফ এ-র নিজস্ব অংশ মাত্র এক লাখ টাকার মত। আর বাড়ি ভাড়া এবং অ্যাফিলিয়েশন ফি থেকে আই এফ এ-র বার্ষিক আয় প্রায় ৩৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ আই এফ এ-র এক লাখ ৩৩ হাজার টাকার মধ্যে ১২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে।

বিচারপতি শ্রী এন সি তালুকদারের অনুপস্থিতিতে শ্রীবলাই ব্যানার্জি সভাপতিত্ব করেন। বাংলা দেশের নিপীড়িত জনগণ, পঙ্কজ গুপ্ত এবং নেপাল রায়ের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২ মিনিট নিরবতা পালন করার পর সভার কাজ শুরু হলে কয়েকজন প্রতিনিধি সভা স্থগিত রাখার আবেদন জানান। সভা চলার সিদ্ধান্ত নিলে ইসটবেঙ্গলের প্রতিনিধি ডাঃ এন সি দাস এবং আরো কয়েকজন সভা ত্যাগ করেন।

সোয়েথলিং কাপের ফাইনালে চীন ও জাপান

নাগোয়া, জাপান, ৩১ মারচ—বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা সোয়েথলিং কাপের পুরুষদের সেমিফাইনালে চীন ৫—৩ গেমে সুইডেনকে হারিয়ে সর্বপ্রথম ফাইনালে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করে।

আগামীকাল চীন ফাইনালে জাপানের সঙ্গে খেলবে। অপর সেমিফাইনালে জাপান যুগোশ্লাভিয়াকে ৫—৪ গেমে হারিয়ে দেয়।

মহিলাদের ফাইনালেও চীন ও জাপান

মহিলাদের বিশ্ব টেবল টেনিস করবিলন কাপের সেমিফাইনালে চীন ৩—১ গেমে রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ফাইনালে জাপানের সম্মুখীন হয়েছে। জাপান অপর সেমিফাইনালে রুমানিয়াকে ৩—০ গেমে সহজেই পরাজিত করে।

ভারতের খেলা

নাগোয়া, ৩১ মারচ—বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের 'বি-২' গ্রুপের খেলায় ভারত গতকাল ইনদোনেশিয়াকে ৫—২ খেলায় পরাজিত করবার পর কামবোডিয়াকেও একই ফলাফলে এবং ইউনাইটেড আরবকে ৫—০ খেলায় পরাজিত করেছে।

দুইজন খেলোয়াড়বিশিষ্ট ভারতের মহিলা দল মহিলাদের 'এ-২' গ্রুপে মালয়েশিয়াকে ৩—১ খেলায় হারিয়ে দেবার পর ইনদোনেশিয়ার কাছে ১—৩ খেলায় পরাজিত হয়েছে। —রয়টার

ওয়েসট ইনডিজ সফরে

ভারতীয় দলের প্রথম পরাজয়

ব্রিজটাউন, বারবাডোজ, ৩১ মারচ—চারদিনের খেলায় বারবাডোজের কাছে ৯ উইকেটে পরাজিত হওয়ায় ভারতীয় দল এ সফরে এই প্রথম হার স্বীকার করল। মধ্যাহ্নভোজের পর চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ই এ হারের কারণ।

মধ্যাহ্নভোজের পর নাটকীয়ভাবে খেলার মোড় ঘোরে। ৩ উইকেটে ২৭২, তারপর বাকি ৭ উইকেটে মাত্র ৪১ রান হবার পর ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৩ রানে শেষ হয়। ১২০ মিনিটে বারবাডোজ ৫০ রান করলে জয়ী হবে এই অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৩৩ মিনিটের মধ্যে তারা ১টি উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

মধ্যাহ্নভোজের পর দুরানী, জয়সীমা, ওয়াড়েকর ও আবিদ আলীর উইকেটে মোট ২২ রান যোগ হয়। শেষের ব্যাটসম্যানরা ৩০ রান যোগ করেন।

২৪ বছরের অফ স্পিনার টনি হাওয়ারড ভারতীয় দলের বিপর্যয় ঘটান। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি ২১ রানে ৪টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বোলিং-এর গড় দাঁড়ায় ২৪-৫-৫৯-৪।

মধ্যাহ্নভোজের আগে সোবারসের বোলিং খুবই ভাল হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বোলিং-এর গড় দাঁড়ায় ২২-৮-২৯-৩। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তার অভাবের জন্যই এই পরাজয়। মিডিয়াম পেস বোলারদের এই সহজ উইকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বোলারদের সমীহ করে তাদের দর বাড়িয়েছেন। 'পিচের' অবস্থা স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দলের এরকম বিপর্যয়ের কারণ খাপছাড়া ব্যাটিং। তার ওপর জয়সীমার রান আউটের কোন যুক্তি নেই। যে বলে তিনি রান নিতে গিয়েছিলেন, তা আত্মহত্যার সামিল।

১৯৬২ সালের সফরে ভারত বারবাডোজের কাছে ইনিংস ও ৯৫ রানে হেরেছিল।

স্কোর

ভারত ১ম ইনিংস—১৮৫ রান।
বারবাডোজ ১ম ইনিংস—৪৪৯ রান।

ভারত—২য় ইনিংস

গাভাসকার ব হোলডার	৬৭
জয়ন্তীলাল এল বি ডবলিউ ব সোবারস	৭৬
বিশ্বনাথ ক নারস ব হাওয়ারড	২৪
ওয়াড়েকর ক নারস ব হাওয়ারড	৬৭
দুরানী ব হাওয়ারড	৩৩
জয়সীমা রান আউট	৫
সোলকার নট আউট	১৪
আবিদ আলী এল বি ডবলিউ ব সোবারস	০
জিজিবয় ব হাওয়ারড	৩
গোবিন্দরাজ ক হোলডার ব সোবারস	৪
প্রসন্ন ব হাওয়ারড	৬
অতিরিক্ত	১৪
মোট	৩১৩

উইকেট পতন—১।১৪৯, ২।১৫১, ৩।২০৩, ৪।২৭২, ৫।২৮৩, ৬।২৯৩, ৭।২৯৪, ৮।৩০১, ৯।৩০৬।

বোলিং—জল ১০-০-৩৬-০; হোলডার ১৭-৬-৩৩-২; শেফারড ১২-২-২৮-০; বয়েস ১৫-২-২৩-০; জলফোরড ২৩-৬-৭৮-০; হাওয়ারড ২৪-৪-৫-৫৯-৪; সোবারস ২২-৮-২৯-৩; বাইনো ২-১-৪-০।

বারবাডোজ—২য় ইনিংস

বাইনো নট আউট	২৫
ল্যাসলী এল বি ডবলিউ ব গোবিন্দরাজ	০
নারস নট আউট	২৬
অতিরিক্ত	১
মোট (১ উইঃ)	৫২

উইকেট পতন—১।১৩।

বোলিং—গোবিন্দরাজ ৪-০-৩২-১, সোলকার ২-২-০-১৩-০, জয়সীমা ২-০-৬-১। —রয়টার

বাকি দুটি টেসটেই জিতব —সোবারস

বারবাডোজ, ৩১ মারচ—'বাকি দুটি টেসট আমি জিতবই'—ওয়েসট ইনডিজ দলের অধিনায়ক সোবারস গতকাল এখানকার এক সম্বর্ধনা সভায় এই কথাটি বলেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের সম্মানার্থে ওয়েসট সতুত্রউত্ত ;;অম তক অম তকঅমত ইনডিজ ক্রিকেট কনট্রোল বোরড এখানে একটি সম্বর্ধনাসভার আয়োজন করেন। সোবারস ভারতীয় ক্রিকেটের মান উন্নত হয়েছে বলে স্বীকার করেন। ভারতীয় দল তাদের একটি টেসটে পরাজিত করেছে বলে তিনি তাদের অভিনন্দন জানান, কিন্তু সোবারস নৈরাশ্যের ভাব কাটিয়ে নিয়ে উপরোক্ত উক্তি করেন। —পি টি আই

কোয়ারটার ফাইনালে মহমেডান

কোজিকোজে, ৩১ মারচ—নাগার্জি ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রি-কোয়ারটার ফাইনালে কলকাতার মহমেডান দল ৬—৩ গোলে ভাসকো স্পোরটস ক্লাবকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকার পর উভয় দলই পাঁচটি করে পেনালটি সটের সুযোগ পায়। মহমেডান পাঁচটি পেনালটি সটেরই সদ্ব্যবহার করে।

অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

হাওড়া অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত অন্নপূর্ণা ভারোত্তোলন ও দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা আগামী ১৭ ও ১৮ এপরিল অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্পাদক মাধাই দাসের সঙ্গে সমিতি ভবনে ১৫ এপরিলের মধ্যে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

চতুর্থ টেসটে

ভারতের বিপক্ষে ওয়েসট ইনডিজ দল

ব্রিজটাউন, ৩১ মারচ— বৃহস্পতিবার থেকে কিংসটন ওভালে ভারত-ওয়েসট ইনডিজের চতুর্থ টেসটে কেমটের মোকাবেলায় মিডিয়াম পেস বোলার জন নোকসকে ওয়েসট ইনডিজের টেসট দলে নেওয়া হয়েছে। এ-ছাড়া পেস বোলার হিসাবে জামাইকার নবাগত উটন কো এবং ত্রিনিদাদের অফ স্পিনার ইমতিয়াজ আলিকে নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ টেসটে ওয়েসট ইনডিজের ফাইনাল টীম :—গ্যারী সোবারস (অধিনায়ক), রয় ফ্রেডারিকস, চেসটারটন লুইস, মুরি ফসটার, রোহন কানহাই, ক্লাইভ লয়েড, চারলি ডেভিস, জন শেফারড, ইনসান আলি, আপটন কো ও ভানবারন হোলডার। অতিরিক্ত হিসাবে উইলসন এসবি ও রিচারড স্টেকারকে রাখা হয়েছে। —রয়টার

মোহনবাগান কোয়ারটার ফাইনালে

বোম্বাই, ৩১ মারচ—আজ গোলড কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইনডিয়াকে পরাজিত করে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে।

ভারত ও সিংহলের ডেভিস কাপের খেলা শুরু

কলমবো, ৩১ মারচ—ভারত বনাম সিংহলের পূর্বাঞ্চলীয় ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা এখানে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। আজ রাত্রিতে খেলার তালিকা প্রস্তুত হবে।

বৃহস্পতিবারের হকি খেলা

বেটন কাপ : এ্যালেকজান্ডার রেমনড : এনটালি এ সি (ইসট বেঙ্গল—৩টা-৪৫ মিঃ); খালসা ব্লুজ : মহঃ স্পোরটিং (মোহনবাগান—৩-৪৫ মিঃ); লক্ষ্মীবিলাস কাপ : দুর্গাপুর স্টীল : ক্যালকাটা পারশী (ডবলিউ বি জি প্রেস ৩-৪৫ মিঃ); পোরট কমিশনারস : রেমজারস (রেনজারস ৩-৪৫ মিঃ; ম্যাগডেন শীলড : আরমেনিয়ান : বেঙ্গল ইউনাইটেড (মোহনবাগান ২-৪৫ মিঃ); আন্ত অফিস লীগ : এয়ার করপোরেশন : ন্যাশনাল ব্যাংক (গ্রীয়ার—৪টা)।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী

সিমলা ব্যায়াম সমিতির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সংস্থার কার্যকরী সমিতি আগামী ৩ এপরিল সন্ধ্যা ৬টায় ক্লাব প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সভায় মিলিত হবেন। ক্লাব সদস্যদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

বীরভূম জেলার ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বীরভূম জেলা স্পোরটস অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ ৩ ফেবরুয়ারি থেকে ৩১ মারচ সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্কুল ও কলেজের বহু ছাত্র যোগদান করেন। কোচ সুহৃদ মিত্র এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করেন।

কলকাতার উন্নতির জন্য চার-পাঁচ মাসে বিশ কোটি টাকা খরচ

জন নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির শাসনের এক বছরের 'মিনি ব্যাশনস্‌সিট' প্রকাশ করেন।

শ্রীঘোষ এদিন প্রেস ক্লাবের আমন্ত্রণে ক্লাব টেনটে সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন মাত্র চার পাঁচ মাসের মধ্যে কলকাতার উন্নতির জন্য এই সরকার প্রায় বিশ কোটি টাকা খরচ করেছেন। আগামী বছরের জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কর্মসূচী ঠিক করে রেখে যাচ্ছেন। প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত শ্রীঘোষের স্বাগত জানান।

ভারতের জনগণ পূর্ব বাংলার পাশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যক্ত করেছেন, পাকিস্তান সরকার তা মেনে না নিয়ে জনগণের সেই রায়কে অমান্য করার নীতি বেছে নিয়েছেন।

পাকিস্তান সরকার আইনসম্মতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে শুধু অস্বীকারই করেননি, পরন্তু জাতীয় পরিষদকে তাদের ন্যায্য ও সার্বভৌম ভূমিকা নিতে একতরফাভাবে বাধা দিয়েছেন। বন্দুক, কামান, ট্যাংক, বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে নগ্ন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের মানুষের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।

ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ সব সময়েই পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছে। একই উপমহাদেশের অধিবাসী হিসাবে ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে তাদের বন্ধন যুগ যুগ পুরাতন। এই অবস্থায় আমাদের সীমান্তের এত নিকটে যে মর্মান্তিক হত্যালীলা চলছে, তাতে সভা উদাসীন থাকতে পারে না। নির্দোষ, নিরীহ মানুষের উপর এই যে অভূতপূর্ব ভয়াবহ অত্যাচার চলছে, আমাদের দেশের সব অঞ্চলের মানুষ দ্ব্যর্থহীন ও দ্বিধাহীন ভাষায় তার নিন্দা করছেন।

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, শান্তি ও মানবিক অধিকারের প্রতি ভারতের যে আস্থা আছে, তার কথা স্মরণ করে সভা অবিলম্বে বাংলা দেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর বলপ্রয়োগ বন্ধের দাবি জানাচ্ছে।

নাপাম বোমা ব্যবহার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঠেকাতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে।

ওরা ৭ লক্ষ লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে

সংবাদ-সংস্থা পি টি আই জানাচ্ছেন, ওপার বাংলার খুলনা জেলার মুক্তিফৌজের একজন সদস্য যশোর কলেজের ছাত্র বুধবার কলকাতা এসে বাংলা দেশে সে ভয়ঙ্কর তিন দিনের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেন, রক্তপিপাসু উন্মাদরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। দোকানপাট লুট করেছে। সারা বাংলা দেশে নিহতের সংখ্যা ছয় সাত লক্ষের কম হবে না। নর-রক্তে ঢাকার রাজপথ সিক্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, এখন আমরা তাদের কোণঠাসা করে ফেলেছি। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিয়ে আমরা তাদের মৃত্যুর পথ খুলে দিয়েছি।

মুজিব প্ল্যানিং হেডকোটারসে রয়েছেন

খুলনার মুক্তিফৌজের সদস্যটি আরও জানিয়েছেন, শেখ মুজিবর রহমান এখনও মুক্ত এবং তিনি রয়েছেন আওয়ামি লীগের প্ল্যানিং হেডকোয়াটারসে—সেখান থেকেই তিনি মুক্তি যোদ্ধাদের নির্দেশ পাঠাচ্ছেন এবং গবরমেনট চালাচ্ছেন।

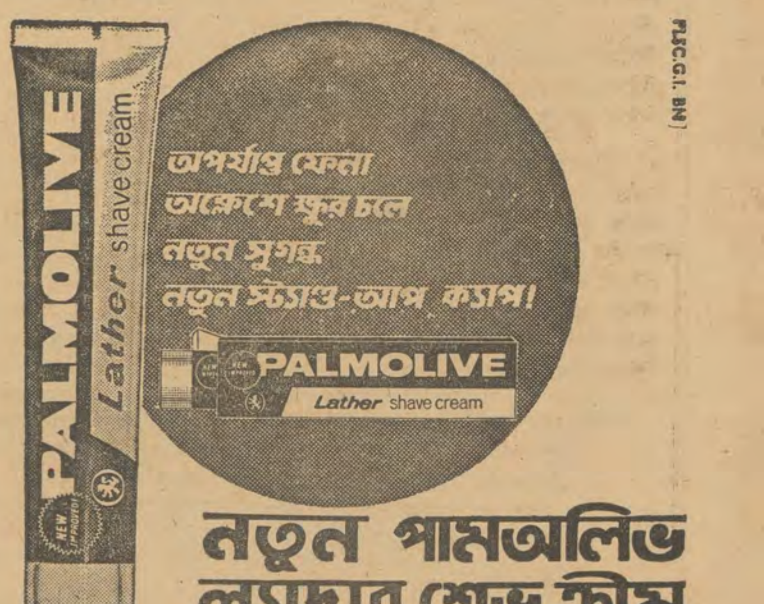

নতুন পামঅলিভ ল্যাদার শেভ ক্রীম

দাড়ি নরম করার বিশেষ ধরণের উপকরণ। নানারকম তেলের সুকৌশলে সংমিশ্রণ। একটি মনোরম নতুন সুগন্ধ। একটি স্বতন্ত্র নতুন ফরমূলা। এই সবকটির সংযোগে নতুন পামঅলিভ শেভ ক্রীম হয়ে উঠেছে আপনার দাড়ি কামাবার আরামের জন্য চূড়ান্ত। প্রচুর ঘন ফেনা। দাড়ির গোড়া সবচেয়ে ঘেঁষে, সবচেয়ে মসৃণভাবে, সবচেয়ে আরামে কামাবার জন্যে আপনার ক্ষুর অক্লেশে চলবে। তবুও আমরা ওখানেই ক্ষান্ত হইনি। আপনার সুবিধার জন্য ছিমছাম, সুবিধাজনক নতুন ক্যাপ তাকের ওপর দিব্যি দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। বৃথা দেরী না করে, পামঅলিভ ল্যাদার শেভ ক্রীম কিনে নিয়ে আসুন আজই।

পামঅলিভ—বিশ্বের সর্বত্র কৃতী পুরুষদের জন্য

বিনামূল্যে সিলভার প্রিন্স স্টেনলেস ব্লেড
পামঅলিভ ল্যাদার শেভ ক্রীমের সঙ্গে পাবেন সুপার সাইজের সঙ্গে ৩টি ব্লেড লার্জ সাইজের সঙ্গে ২টি ব্লেড তাড়াতাড়ি করুন! স্টক সীমিত!

PLSC.G.I. BN

বাংলা বন্‌ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিছিল। চাঁদা তুলেছেন কেউ কেউ পূব বাঙলার জন্য। কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে ইয়াহিয়ার। ওপারের বাংলা দেশের শত্রুর প্রতি ক্ষোভের আগুন এভাবেই জ্বলেছে এপারে।

ওপারে জনপথ দখল করছে মুক্তি ফৌজ, এপারে এই কলকাতায় দেখলাম পথঘাট সব ছোটদের দখলে। ব্যারিকেড রচনা করার দরকার হয়নি গাড়ি আটকাতে, গাড়ি চলেইনি। উত্তর কলকাতা থেকে আমরা আসছিলাম অফিসে প্রেস মারকা গাড়িতে। দখলকরা পথের মাঝ থেকে ছেলেরা কোথাও সরে যায়নি, ট্রাফিক পুলিশের কায়দায় হাত দিয়ে রাস্তার কিনারা দেখিয়ে দিয়েছে, আমরাই পাশ কাটিয়ে কোন রকমে চলেছি। চলছি শহীদ বেদী এড়িয়ে।

হাঁ, পথে পথে শহীদ বেদী হয়েছে, পূর্ববঙ্গের মুক্তি যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে। তাঁদের স্মরণে পথে পথে কালো পতাকা।

আর একটি দৃশ্যও। অনেক জায়গায়ই দেখলাম কালো পতাকার পাশে পাশে অর্ধনমিত কংগ্রেস পতাকা। নিহত এম এল এ নব কংগ্রেস নেতা শ্রীনেপাল রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই পতাকা অবনমন। ক্ষোভ-দুঃখের মধ্যেও কংগ্রেস কর্মীরা সংযতভাবে উদযাপন করছেন এই ঐতিহাসিক দিনটি।

ক্ষোভ শুনিনি দোকানদারদের মুখেও ব্যবসার ক্ষতির জন্য। সাধারণত বনধের দিন এই শহরে একটু ঝাঁপ-তুলে বন্ধের ঠাট বজায় রেখে যাঁরা খুচরো বেচাকাটা সারেন, তাঁরাও এদিন হাত ধুয়ে মুছে বসে আছেন। সব বনধ।

'বনধ'এর মধ্যে চমৎকার একটি সচলদৃশ্যও নজরে পড়ল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ধরে উত্তরমুখী এক বিপুল কিশোর বাহিনীকে ছুটতে দেখে থামলাম। দেখলাম, একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটছে এক কিশোর, তার পিছু নিয়েছে শতাধিক কিশোর সোল্লাসে চেঁচাচ্ছে আর বলছে—লড়তে যাচ্ছে পূব বাঙলায়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠন, মহিলা সমিতি প্রভৃতির পক্ষ থেকে বহু বিবৃতি এদিন পাওয়া যায়। প্রায় সব বিবৃতিতেই বাঙলা দেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য এবং সেখানকার সংগ্রামী জনগণকে সর্বপ্রকার সাহায্য ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। যে সব সংস্থা ও সংগঠনের কাছ থেকে বিবৃতি পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে:

সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, বিপ্লবী যুবসংস্থা, আর এস পি (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি), সংযুক্ত কিষাণ সভা, ইউ টি ইউ সি, পশ্চিমবঙ্গ নারসেস ক্যাডারস এসোসিয়েশন, নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ, পি এস ইউ, হিন্দুস্থান আয়রন অ্যানড স্টীল কোমপানি ওয়ারকারস ইউনিয়ন, ওয়েসট বেঙ্গল ইনজিনিয়ারিং ওয়ারকারস ইউনিয়ন, ইউ টি ইউ সি (ধর্মতলা স্ট্রীট) ক্যালকাটা প্রেস ওয়ারকারস ইউনিয়ন, ফরওয়ারড ব্লকের রাজ্য কমিটি, বিদ্রোহী পি এস পি, রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, ডি এস ও, মধ্য কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদ, ইনডিয়ান আওয়ামি লিগ, সংযুক্ত সোসালিসট পারটি, সলেশেভিক পারটি, সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, আর সি পি আই, পশ্চিমবঙ্গ ডক মজদুর ইউনিয়ন, মুসলিম যুব সঙ্ঘ, বাংলা জাতীয় দল।

পশ্চিমবঙ্গের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি স্বেচ্ছায় নির্বিরোধে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে'র প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এই বাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ঘোষিত হল।

অনশন

স্বাধীনতাকামী 'বাংলা দেশের' নিরস্ত্র নিরীহ জনসাধারণের উপর সশস্ত্র বর্বরোচিত নির্লজ্জ আক্রমণের প্রতিবাদে এনটালি যুব কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ মিডিল রোড ও সি আই টি রোডের সংযোগস্থল এবং এনটালি মারকেট—এই দুইটি জায়গায় বারঘন্টার অনশন পালন করেন।

ছাত্র মিছিল

বুধবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ একটি মিছিল করে আকাশবাণী ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

তাঁদের দাবি: 'বাংলা দেশ' সম্পর্কে সংবাদ প্রচার বাড়াতে হবে, স্বাধীন বাংলা দেশের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত "জয় বাংলা জয়" গানটি প্রচার করতে হবে, 'সস্তা ও চটুল গান' বর্জন করে দেশাত্মকবোধক সঙ্গীত ও সময়োপযোগী অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল 'আকাশবাণী' কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন।

সাহায্যের আবেদন

বাংলা দেশের সংগ্রামী জনগণের সাহায্যের জন্য আবাসিকরা ওষুধপত্র ও খাদ্য ইত্যাদি পাঠাতে চান। এজন্য মহানগরীর নানা স্থানে চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, এরই মধ্যে প্রায় তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। নিম্ন ঠিকানায় চাঁদা পাঠাবার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাস, ১ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলকাতা-৯।

যুব সঙ্ঘের রক্ত সংগ্রহ সূচী

পশ্চিমবঙ্গ যুব সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীগুরুদাশ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, 'বাংলা দেশে' মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য রক্তদান শুক্রবার ২ এপরিল বেলা ১টায় সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যালয়ে—১০৭ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, মৌলালীর মোড়, কলকাতা-১৪—শুরু হবে।

বেতন দানের আরজি

ওয়েসট বেংগল সাব-অরডিনেট ফুড অ্যানড সাপ্লাইজ সারভিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশুকদেব সরকার সমিতির গত বৈঠকের সিদ্ধান্তের উল্লেখে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শকদের 'বাংলা দেশের' সংগ্রামী ভাইদের জন্য অন্তত একদিনের বেতন দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন।

পলিটেকনিক অধ্যক্ষ সমিতির আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক অধ্যক্ষ সমিতির সম্পাদক ও স্কুল অব প্রিনটিং টেকনোলজির অধ্যক্ষ শ্রীপারিজাত গুহ এক বিবৃতিতে পলিটেকনিক ছাত্র ও অধ্যাপকদের পশ্চিম বাংলা-পূর্ব বাংলা সীমান্তে সেবাকার্যের জন্য অগ্রণী হতে আবেদন জানিয়েছেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু মিছিল

মঙ্গলবার ৪০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু 'বাংলা দেশে'র মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এবং সেখানে পাক জঙ্গী সরকারের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের সঙ্গে অন্যান্যরাও ছিলেন। ভিক্ষু ধর্মভীরুও, ভিক্ষু কর্ণ এবং শ্রী এম কে বর্ণ প্রমুখ বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে বক্তৃতা করেন। বিক্ষোভকারীরা ওই কমিশনের কাছে এক স্মারকলিপিও দেন।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় 'বাংলা দেশ' সরকারের স্বীকৃতি দাবি

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার স্টুডেনটস হলে শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় 'বাংলা দেশে'র সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের দাবি করা হয়। সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন পঃ বঙ্গ শান্তি সংসদ, আফরো-এশীয় সংহতি সম্মেলন, পরিচয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা গোষ্ঠী। এতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তারা শঙ্করের একটি চিঠিও সভায় পাঠ করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে 'বাংলা দেশে'র সরকারের স্বীকৃতি দান ছাড়াও পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি যাতে প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসে তার দাবি করা হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে শ্রীদীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলায় অনেক রক্ত হাটে-মাঠে ঝরেছে—আর একবিন্দু রক্তও অপচয় হতে দেব না—কারণ সীমান্তের ওপারে মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত আহতদের জন্য অনেক রক্ত দরকার। শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা দেশে'র কবিদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

প্রস্তাবটি সমর্থন করে অধ্যাপক বাসব সরকার ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছে বাংলা দেশের সরকারের সমর্থনে গণডেপুটেশনে যাবার প্রস্তাব করেন। সভায় সর্বশ্রী মনোজ বসু, তরুণ সান্যাল, অধ্যক্ষ শান্তি সিংহ রায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপকদের একদিনের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ 'বাংলা দেশে'র সংগ্রামী মানুষের প্রয়োজনে একদিনের বেতন দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অধ্যাপিকা বেলা দত্ত গুপ্তা, ডঃ মহাশ্বেতা চৌধুরী, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক অনিলকুমার সরকার, অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী প্রমুখ ওই খবর জানিয়েছেন।

শান্তি সেনার অনশন

তরুণ শান্তি সেনার সদস্যগণ সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পারক সারকাস ময়দানে ২৪ ঘন্টার অনশন শুরু করেন। অধ্যাপক ও পি সাহা সমবেত জনসাধারণের কাছে এই অনশনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। মঙ্গলবার তাদের অনশন শেষ হয়।

বেকার হোসটেলে সভা

মঙ্গলবার কলকাতায় বেকার হোসটেলের ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষের প্রতি আস্থা ও লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে একটি সভা হয়। এই সভায় শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন প্রবীণ নেতা ডাঃ এম এম গণি। সভায় বিচারপতি মাসুদ 'ইয়াহিয়ার জঘন্য পাপকার্যের প্রতি ধিক্কার জানান। শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ একটি ছাত্র স্বেচ্ছাসেবীবাহিনী গঠন করতে অনুরোধ জানান। শ্রীসফিউর রহমান বলেন, আমরা আমাদের সরকারকে অনুরোধ করছি জয়বাংলাকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।' শেখ মুজিবর কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় এই হোসটেলে ছিলেন।

সাংবাদিকদের বিক্ষোভ

কলকাতার সাংবাদিকগণ মঙ্গলবার পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে বাংলা দেশ থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করার প্রতিবাদ জানান। ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের আহ্বানে সাংবাদিকরা এদিন মৌন মিছিল করে ওখানে যান। ওই অফিসের ফটকের সামনে একটি সভা করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংবাদ সংগ্রহ নিষিদ্ধ করার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

পরে বিক্ষোভকারীরা পাক ডেপুটি কমিশনারের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি দিয়ে আসেন।

বুধবার সকালে টালা ব্রিজ। যানবাহন নেই, লোকজন খুবই কম, রাস্তায় খেলছে ছেলেরা। "বাংলা-দেশের" মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে এই বাংলায় পালিত হল হরতাল। —নিজস্ব চিত্র

ইনডিয়ান অকসিজেনের নতুন ম্যানেজিং ডিরেকটর

শ্রী কে হারটলে ১ এপরিল থেকে ইনডিয়ান অকসিজেনের ম্যানেজিং ডিরেকটর হচ্ছেন। তিনি এ কে সেনের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

ইনডিয়ান অকসিজেনের সঙ্গে শ্রীহারটলের যোগাযোগ ১৯৪৯ সাল থেকে। তিনি ওই সংস্থার বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেন। তিনি তারও আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে সেনাবাহিনী ছেড়ে ইনডিয়ান অকসিজেনে আসেন। ১৯৬৯ সালে তিনি জয়েনট ম্যানেজিং ডিরেকটর হন।

অ্যাডভারটাইজিং ক্লাবের সভাপতি সনৎ লাহিড়ী

কলকাতায় অ্যাডভারটাইজিং ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় শ্রীসনৎ লাহিড়ী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রী লাহিড়ী ডানলপ ইনডিয়া লিঃএর পাবলিসিটি ম্যানেজার এবং বিজ্ঞাপন জগতে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি।

অ্যাডভারটাইজিং ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: শ্রী অরবিন্দ মজুমদার, সহসভাপতি; শ্রীরাম রায়, সম্পাদক; শ্রী সি এইচ বসু, কোষাধ্যক্ষ; সর্বশ্রী মিহিরলাল গাঙ্গুলী, কানাইলাল সরকার, প্রশান্ত সান্যাল, খোকন মুখারজি, এবং এস আর আয়ার পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য।

রাজধানীতে জয়বাংলার জয়ধ্বনি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩০ মারচ—ভারতের রাজধানীতে নতুন একটি শ্লোগান খুবই শোনা যাচ্ছে। তা হলো 'জয় বাংলা'।

কফি হাউসে, সাংবাদিক বৈঠকে অথবা সংসদের সেনট্রাল হলে অহরহ ওই 'জয় বাংলা' শ্লোগান শোনা যায়।

কনট প্লেস এবং আজমল খান মারকেটের মত ফ্যাশনেবল বাজার এলাকায়ও ওই শ্লোগান বেশ চালু হয়ে গিয়েছে—বিশেষ করে অবাঙালীদের মুখে।

জ্যোতিষ গবেষণাগার

৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড কলিকাতা—২৫

ফোন: ৪৭-৪৬৯৩ (পূর্ণ সিনেমার দক্ষিণ সংলগ্ন)

পণ্ডিত শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য, বি-এ, জ্যোতিষার্ণব

কোষ্ঠী, ঠিকুজী, হাতের ছাপ বা জন্মসময়, সন ও তারিখ পাঠাইলে জীবনের নির্ভুল ফলাফল পাঠাইয়া দেন। ন্যায্য পারিশ্রমিক।

পণ্ডিত মহাশয়ের বংশানুক্রমিক আশু ফলপ্রদ সিদ্ধ যন্ত্র—

দেবী কবচ (আপদুদ্ধার)—রাজদ্বারে জলে অরণ্যে সঙ্কটে স্মৃতি বিভ্রমে রাজ্য খণ্ড নিপাতে চ রক্ষাং করোতি সর্বদা (ব্রহ্মাস্ত্র)। ইহা ধারণে বিঘ্ন, বিপদ দূর হয়। বিদ্যায় সাফল্য ও পারিবারিক শান্তি লাভ হয়। সাধারণ—১১, বিশেষ—৪১।

ইণ্ডিয়ান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ

অম্বরনাথ (বম্বের নিকট) মেশিনটুল প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরি'র সহিত সংলগ্ন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ড্রাফটসম্যান ট্রেনী হিসাবে নিয়োগের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। যে ট্রেনী নিযুক্ত হইবে তাহাদের সংখ্যা ডি জি ও এফ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। ১২½% শূন্যপদ তপসীলী জাতি ও ৫% শূন্যপদ তপসীলী উপজাতির জন্য (যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেলে) সংরক্ষিত করা হইবে।

যোগ্যতাবলী: (১) গণিতে উত্তম জ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে প্রাথমিক জ্ঞানসহ ম্যাট্রিকুলেশন বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমতুল পরীক্ষা অবশ্যই উত্তীর্ণ হওয়া চাই। (২) প্রখ্যাত কোন টুল-রুমে বা মেশিন-শপে ফিটিং, টার্নিং, মিলিং, গ্রাইণ্ডিং প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিতে অন্যূন দুই বৎসরকালের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা/ট্রেনিং অবশ্যই থাকা চাই। এই সময়ের অন্ততঃ ৭৫% হইতে ৮০% কাল ব্যবহারিক কাজ/ট্রেনিংএ অবশ্যই কাটাইয়া থাকা চাই।

অথবা

কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হইতে ড্রাফটসম্যানশিপের (মেকাঃ অন্ততঃ ১½ বৎসরের কোর্স সাফল্যের সহিত অবশ্যই সমাপ্ত করিয়া থাকা চাই।

বয়স: ২-৯-১৯৭১ তারিখে অবশ্যই ২৫ বৎসর পূর্ণ না হওয়া চাই। ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা তপসীলী জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে তিন বৎসর এবং উদ্বাস্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক বৎসর শিথিলযোগ্য।

বেতন: ১০৫-১১৫-১২৫, টাকা, তদুপরি প্রচলিত ভাতা।

আবাস: ড্রাফটসম্যান ট্রেনীগণ যখন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে নিযুক্ত হইবেন তখন তাঁহাদিগকে গভঃ হস্টেলে থাকিতে হইবে, ইহার জন্য কোন বাড়িভাড়া চার্জ করা হইবে না। ফ্যাক্টরিতে ট্রেনিংকালে তাঁহাদের জন্য আবাসের (পাওয়া গেলে) ব্যবস্থা করা হইবে, ইহার জন্য তাঁহাদের নিকট অন্যান্য নন-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্মীদের অনুরূপ ভাড়া চার্জ করা হইবে।

নিয়োগ, ট্রেনিংকাল ইত্যাদি: (১) (ক) বিভিন্ন অর্ডন্যান্স ও ইকুইপমেণ্ট ফ্যাক্টরি, যথা ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরি, কানপুরের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, খামারিয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, অম্বাঝারির অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, অম্বরনাথের মেশিনটুল প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরি, আবাদির ক্লোথিং ফ্যাক্টরিতে ২৪-৫-৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় ড্রয়িং (হেড স্কেচিং), ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস, পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি এবং প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে লিখিত পরীক্ষা, এবং (খ) অম্বরনাথের মেশিনটুল প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরিতে সাক্ষাৎকার, সাইকো-টেকনিক্যাল টেস্ট ও ডাক্তারী পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইবে। মনোনীত প্রার্থিগণকে ২-৯-১৯৭১ তারিখে অম্বরনাথস্থিত অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে যোগ দিতে হইবে; উক্ত তারিখেই ট্রেনিং শুরু হইবে। পরীক্ষা সম্পর্কে যাতায়াতের জন্য বহিরাগত কাহাকেও রাহাখরচ দেওয়া হইবে না। (২) ট্রেনিং-এর কাল হইবে সাধারণতঃ ২½ বৎসর, তবে ডি জি ও এফ-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে এই কার্যকাল বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে পারে। অম্বরনাথস্থিত অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দুই বৎসরের ট্রেনিং-এর পর ড্র্যাফটসম্যান ট্রেনীগণ যে কোন ফ্যাক্টরিতে প্রায় ৬ মাসের জন্য ওয়ার্কিং পোস্টে নিযুক্ত হইবেন।

সাধারণ কাগজে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণবিবরণ সম্বলিত দরখাস্ত তৎসঙ্গে দরখাস্তকারী কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত তাঁহার পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ তাহাতে আঁটিয়া দিয়া ৩-৫-১৯৭১ তারিখ মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার, মেশিনটুল প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরি, অম্বরনাথ (সি রেলওয়ে) সমীপে দাখিল করিতে হইবে। প্রার্থী কোন কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিয়া দিবেন। প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিতগুলি অবশ্যই থাকা চাই:

(ক) জেনারেল ম্যানেজার, মেশিনটুল প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরি, অম্বরনাথ-এর অনুকূলে ৫, টাকার (তপসীলী জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে টাঃ ১·২৫ পঃ) একটি রেখিত পোস্টাল অর্ডার। এই টাকা ফেরতযোগ্য নহে কিংবা পরবর্তী পরীক্ষার জন্য এই টাকা ফেলিয়া রাখা যাইবে না।

(খ) বয়সের সন্তোষজনক প্রমাণ।

(গ) শিক্ষাগত/কারিগরী যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রদর্শক সার্টিফিকেটের শংসিত নকল।

(ঘ) উদ্বাস্তু ব্যক্তি হইলে রিফিউজী রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং তপসীলী জাতি/উপজাতি প্রার্থীর আবশ্যক সার্টিফিকেট।

(ঙ) প্রার্থীর সঙ্গে সম্পর্কিত নহেন চাকরিরত এমন দুইজন গেজেটেড অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট।

দ্রষ্টব্য: নিযুক্ত হইলে প্রত্যেক ড্রাফটসম্যান ট্রেনীকে দুইজন জামীনদারসহ এই মর্মে একটি বণ্ড সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে যে, তিনি ট্রেনিংএর পুরা কাল সমাপন করিবেন এবং ট্রেনিং সন্তোষজনকভাবে সমাপনের তারিখ হইতে অন্ততঃ ৩ বৎসরকাল ও এফ অর্গ্যানিজেশনে চাকরি করিবেন। ট্রেনিং সমাপন করিতে বা নির্ধারিত সময়ের জন্য সরকারে চাকরি করিতে অপারগ হইলে তিনি ও তাঁহার জামীনদারগণ সর্বোচ্চ ৩,০০০, (তিন হাজার) টাকা সাপেক্ষে ড্রাফটসম্যান ট্রেনী হিসাবে ট্রেনীকে প্রদত্ত বা তাঁহার ট্রেনিং সম্পর্কে ব্যয়িত সমস্ত টাকা চাহিবা মাত্র যুক্তভাবে বা পৃথক পৃথক ভাবে সরকারে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। ট্রেনিং সাফল্যের সহিত সমাপনের পর শূন্যপদ পাওয়া সাপেক্ষে এবং দৈহিক দিক দিয়া বা অন্যান্য দিক দিয়া নিম্নোক্ত পদে নিয়োগের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ২০৫-২৮০, টাকা বেতনক্রমে সিনিঃ ড্রাফটসম্যান বা ১৫০-২৪০, টাকা বেতনক্রমে ড্রাফটসম্যান হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হইবে।

ডি এ ভি পি—৬৮৫(৫৫৩)/৭০

আপনিই পাবেন হয়ত, ৫ এপ্রিল জানা যাবে ।।

এ সুযোগ ছাড়তে নেই

উড়িষ্যা রাজ্য লটারী

৭ম খেলা (মিনি)

প্রথম পুরস্কার — ১,০০,০০০, টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার—২টি—প্রতিটি ১৫,০০০ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার—২টি—প্রতিটি ৫,০০০ টাকা

এবং শতশত অন্যান্য নগদ পুরস্কার

টিকিটের জন্য যোগাযোগ করুন:—ভীরা এজেন্সী, ১৬৯/৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭ * এস পাল, ১৩/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯ * কল্যাণ এজেন্সী, ৪৮ খ্যাংরাপট্টী স্ট্রীট, কলিঃ-৭ * ময়ূর এজেন্সী, ৪ আমড়াতলা স্ট্রীট, কলিঃ-১ * এস, এম, পোদ্দার, C/o রাজঘড়িয়া লটারী কর্নার, মঙ্গলাবাগ, কটক * এস আর দাস, ১৩৭ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-১২।

খেলা: ৫ই এপ্রিল, সকাল সাড়ে নটায়। সকলকেই সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আই এ এফ-তে রিক্রুটমেন্ট

ইলেকট্রিসিয়ান ১ ট্রেড নিয়োগের উদ্দেশ্যে এয়ার ফোর্স রিক্রুটিং অফিসার, ওয়েস্ট বেঙ্গল জোন, কলকাতা। ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ সকাল ৮টায় এয়ার ফোর্স রিক্রুটিং অফিস, রানী কুটির, রিজেণ্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০ ঠিকানায় প্রার্থী মনোনয়ন করিবেন।

যোগ্যতা:

(ক) **আঞ্চলিক বাধানিষেধ:** নিয়োগ সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(খ) **বয়স:** ১৮ হইতে ২২½ বৎসর।

(গ) **দৈহিক মান**

উচ্চতা: ১৫২·৪০ সি এম

ওজন: ৪৭·৬৭ কেজি

ছাতি: ৭৬.২০ সিএম স্বাভাবিক (৫.০৮ সিএম সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক)।

(ঘ) **শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী:** (১) বিজ্ঞান লইয়া ম্যাট্রিকুলেশন বা হায়ার সেকেণ্ডারী বা সমতুল। (২) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসে নিয়োগের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যাশনাল অ্যাপ্রেণ্টিসশীপ কোর্স সার্টিফিকেট বা কোন স্টেট পলিটেকনিক হইতে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপ্লোমা। ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ইলেকট্রিসিয়ান বিষয়ে হওয়া চাই।

চাকরীর শর্তাবলী:

(ক) **মনোনয়ন:** সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত বিবেচিত প্রার্থিগণকে লিখিত/প্রবণতার পরীক্ষা দিতে হইবে। চূড়ান্তরূপে মনোনীত ও ডাক্তারি পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত প্রার্থিগণকে ইলেক. ১ ট্রেডে এয়ারমেন হিসাবে সিনিওরিটি/শূন্যপদ অনুযায়ী যুদ্ধরত এয়ারমেনরূপে ভর্তি করা হইবে। তাঁহাদিগকে পনেরো বৎসরের জন্য রেগুলার সার্ভিসে ও তৎপর ছয় বৎসরের জন্য রিজার্ভরূপে ভর্তি করা হইবে।

বেতন ও ভাতা: ট্রেনিংয়ের পর তাঁহারা মাসিক ১৪০, টাকা মূল বেতন পাইবেন (উহা বাড়িয়া মাসিক ৩৪৭, টাকা পর্যন্ত হইবে), তদুপরি দুর্মূল্য ভাতা পাইবেন। ইহা ছাড়াও তাঁহারা মধ্যবর্তীকালীন রিলিফ, সিটি কমপেনসেটরী এলাউয়েন্স, হেয়ার কাটিং/ক্লিনিং এলাউয়েন্স ও ওয়াশিং এলাউয়েন্স ইত্যাদি পাইবেন।

খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ও চিকিৎসার সুবিধা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট: যোগ্য প্রার্থিগণ নিম্নোক্ত মূল সার্টিফিকেটগুলিসহ মনোনয়নের জন্য হাজির হইবেন।

(ক) **বয়সের প্রমাণ:** ম্যাট্রিকুলেশন অথবা তত্তুল্য সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ড বা ট্রানসফার সার্টিফিকেট বা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট। বয়স বা জন্ম-তারিখের প্রমাণ হিসাবে কোন এফিডেভিট বা কোষ্ঠী গ্রাহ্য হইবে না।

(খ) **শিক্ষাগত প্রমাণ:** ম্যাট্রিকুলেশন বা তত্তুল্য সার্টিফিকেট। প্রযোজ্যমত ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট।

(গ) **সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট:** গেজেটেড অফিসার বা স্টাইপেণ্ডিয়ারি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট। স্বাক্ষরের নীচে অফিসারের নাম বড় হাতের অক্ষরে লেখা থাকা এবং অফিসের সীলমোহর থাকা চাই। সার্টিফিকেট ছয় মাসের অধিক পুরাতন হইলে চলিবে না।

(ঘ) **নাগরিকতার সার্টিফিকেট:** পাকিস্তান হইতে আগত প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকতার সার্টিফিকেট (মূল) আবশ্যক।

নির্দেশাবলী:

লিখিত দরখাস্তের প্রয়োজন নাই। প্রার্থিগণকে স্বয়ং আসিতে হইবে। অন্যান্য তথ্য উপরোক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে।

ডিএভিপি ৬৮২(৫০০)

॥ সপ্তদশ নিখিল ভারত তাঁত সপ্তাহ ॥

• আজ থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত •

সকল রকম তাঁত বস্ত্রের উপর

টাকা প্রতি ১০ পয়সা

বিশেষ রিবেট

॥ ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত এম্পোরিয়াম, শনি ও রবিবার সমেত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৭-৩০ পর্যন্ত খোলা ॥

রু-সিল্ক * সিল্ক * সুতী

হ্যাণ্ডলুম

শাড়ি

পশমী শাল

ড্রেসপীস

স্টোল * টাই

স্যুটের ও সার্টের কাপড় * ধুতি * গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি

তৈরী জামাকাপড় * বিছানার চাদর * লুঙ্গি

তোয়ালে * সুতীর কার্পেট প্রভৃতি

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

পাইকারী বিভাগ: ২, গার্স্টিন প্লেস, কলি-১

দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিক্‌স্‌ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত।

Progressive/HH-3/70

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

বিবাহের বেনারসী সাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট
বড়বাজার • কলিকাতা-৭

দিনপঞ্জিকা

আজ ষষ্ঠী : অশোক ষষ্ঠী : শ্রীশ্রীবাসন্তী দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ : শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা

বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার ১৮ চৈত্র ১৩৭৭ (১১ চৈত্র ১৮৯৩ শক), ১ এপ্রিল ১৯৭১, ৪ শফর। ষষ্ঠী দিবা ঘঃ ৯।৯ মিঃ পর্যন্ত। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১০।৩৪ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩৩।৪২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৭।৫৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি তিথিদগ্ধাদোষ। দিবা ঘঃ ৯।৯ মিঃ মধ্যে অশোক ষষ্ঠী। দিবা ঘঃ ৯।৯ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তী দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ প্রশস্ত। সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার, ১৮ চৈত্র ১৩৭৭ (১১ চৈত্র ১৮৯৩ শক), ১ এপ্রিল ১৯৭১, ৪ শফর। ষষ্ঠী দিবা ঘঃ ২।২৪।৪৫ সেঃ পর্যন্ত। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৩।১৬।৪৭ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩৪।১৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৭।৩৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি দিনদগ্ধা-দোষ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।৩৮।৪১ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তী দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। দিবা ঘঃ ২।২৪।৪৫ সেঃ মধ্যে অশোক ষষ্ঠী। মুখ্য ও গৌণ-চান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

সর তোলা গুঁড়া দুধ

বৃহত্তর কলিকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পে মিল্ক কার্ড হোল্ডারগণ নিম্নলিখিত বিক্রয় কেন্দ্রে প্রতি ৫০০ গ্রামের প্যাকেট তিন টাকা মূল্যে পাইবেন :

১। ওয়েস্ট বেংগল ডেয়ারি অ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
কোহিনূর বিল্ডিংস, ২য় তল
১০৫, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। ফোন ৪৪-০৫৯৩
২। রয়সনস (সেলস) কোং
৮৯এ, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট
কলকাতা-৬
৩। সালকিয়া জনকল্যাণ সমিতি
৩৯, শম্ভু হালদার লেন, সালকিয়া, হাওড়া
৪। ওয়ার্ড নং ৭৭ কনজিউমারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি
৬৩/২, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা-৩১
৫। কলিকাতা হোলসেল কনজিউমারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
ক) ২১, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
খ) সমবায়িকা, লিন্ডসে স্ট্রীট
গ) সমবায়িকা, হাতিবাগান
৬। সাউথ ক্যালকাটা মিলারস কো-অপঃ সোসাইটি লিঃ
৮, যতীন বাগচী রোড, কলকাতা-২৯
৭। উদয়াচল সমবায় সমিতি লিঃ
৮/৪৯, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯
৮। ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড এবং রাইটার্স বিল্ডিংস, কলকাতা-১
৯। যাদবপুর হোলসেল কনজিউমারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
১১৪-পি, রাজা এস সি মল্লিক রোড, গড়িয়া, কলকাতা-৪৭
১০। রয়েল টি হাউস
৪০বি, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৪
১১। ইঃ রেলওয়েমেনস কো-অপারেটিভ কনজিউমারস সোসাইটি লিঃ
১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১
১২। ইন্দ্রাণী স্টোর্স
৭০এ, একদালিয়া রোড, কলকাতা-১৯
১৩। পার্বতী টি স্টোর্স
১৯৫, বিধান সরণি, কলকাতা-৬
১৪। শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না
৪/বি, এম এন কে রোড (দঃ), কলকাতা-৩৬
১৫। রমা স্টোর্স
৬৪এ, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৬
১৬। নিউ লিপটন টি হাউস
৫৪, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬
১৭। যোগমায়া স্টোর্স
২২/এইচ/৩, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলকাতা-৩৭

অন্যান্য আরও বিক্রয়কেন্দ্র আছে যাহার বিবরণী ডেয়ারি অ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোঃ লিঃ-এর নিকট পাওয়া যাইবে।

৫% কমিশনে সরতোলা গুঁড়া দুধ বিক্রয়ের জন্য এজেন্সি লইতে হইলে উক্ত নামীয় কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

naa/WBD-71

॥ সপ্তদশ নিখিল ভারত তাঁত সপ্তাহ ॥
● আজ থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ●
টাকা প্রতি ১০ পয়সা বিশেষ রিবেট
॥ ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত সকল বিক্রয়কেন্দ্র, শনি ও রবিবার সমেত প্রতিদিন সকাল ৯-৩০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে ॥
কেনাকাটার এইতো সময় !
তন্তুজ কিনে খুশি হবেন।
বাংলার অতুলনীয় তাঁতবস্ত্র
ধুতি ০ লুঙ্গী সার্টের কাপড় শাড়ি বেডকভার ইত্যাদি
আপনার কাছাকাছি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পছন্দমত কেনাকাটা করুন
কলিকাতা : ২৩, গড়িয়াহাট রোড, গোল পার্ক (শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত) ৪০, বাগবাজার স্ট্রীট * ২০৩/৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) * ১২৯/১এ, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) * ১২২/১এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড * ৯১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড * ৮০, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড * ১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড * ২০৮, বহুবাজার স্ট্রীট * ১২৮, হাজরা রোড * পি-৫৪৯, ব্লক 'এন', নিউ আলিপুর। ২৪ পরগনা : কলোনী, ক্রশিং, বারাসত। হুগলী : জি, টি, রোড, শিরীষতলা, শ্রীরামপুর * রাজবলহাট, হুগলী * ২০৯, শিবপুর রোড হাওড়া। নদীয়া : সত্রাগড়, শান্তিপুর। বর্ধমান : ৪৯/১, জি, টি, রোড (টাউন হল) বর্ধমান * ৩৬২, জি, টি, রোড, আসানসোল। বাঁকুড়া : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন বিল্ডিং, মাচানতলা, বাঁকুড়া। * এন, টি, ই ১৬৫, গোলবাজার, খড়্গপুর। পশ্চিম দিনাজপুর : স্টেশন রোড, রায়গঞ্জ। জলপাইগুড়ি : মার্চেন্ট স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি। * বেনাচিটি বাজার, নাচন রোড, দুর্গাপুর।
সেন্ট্রাল সেল্‌ ডিপো :
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
৬৭, বস্ত্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ • ফোন : ৩৫-৩৯৫৫

বেতারবার্তা

বৃহস্পতিবার, ১ এপ্রিল

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ রবিন পাল—গীটার ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত : খেয়াল, মীরা বন্দ্যোঃ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ স্বপন মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা সুরেন চক্রঃ—ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ৮-১৫ বনশ্রী সেনগুপ্ত—আধুনিক; ৮-৩০ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত—সরোদ; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ নজরুলগীতি; ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ মিতা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা ফটিক চট্টোঃ—সেতার; ১০-৩০ হৈমন্তী শুক্লা—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা জগদীশ প্রসাদ—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত, উষা ভাটিয়া, সতীশ ভুটানী ও শান্তি হীরানন্দ; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ রবিন পাল—গীটার; ২টা মানবেন্দ্র মুখোঃ—আধুনিক; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (নবম শ্রেণী), মঙ্গলকাব্য : মনসা মঙ্গল : বাংলা কথিকা; ছন্দা সেনগুপ্ত—আধুনিক (শরট ওয়েভে); ২-৪৫ ভবতোষ দে—নজরুলগীতি (শরট ওয়েভে); ২-৫০ রবিন পাল গীটার; ৩টা নিমাইচরণ রায়—লোকগীতি; ৩-১৫ সবিতা আচার্য—অতুলপ্রসাদের গান; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, অনীতা গঙ্গোঃ—খেয়াল; ৫-৩০ ননী দত্ত—নজরুলগীতি; ৫-৪৫ ছন্দা সেনগুপ্ত—আধুনিক ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ নিমাইচরণ রায়—লোকগীতি; ৬-৪০ পথে প্রান্তরে : রূপক, রচনা—অজয় বসু; ৬-৫০ ভবতোষ দে—শ্যামাসংগীত; ৭টা কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা ভারতের বিজ্ঞান চিন্তা : পদার্থবিদ্যা : বাংলা কথিকা—ডঃ জয়ন্ত বসু; ৮-১৫ চন্দ্রশেখর দাস—আধুনিক; ৮-৩০ মিতা চট্টোঃ কীর্তন; ৮-৪৫ স্বপন মুখোঃ—লোকগীতি; ৯টা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত—সরোদ; ৯-৩০ রম্যগীতি; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সুরেন চক্রঃ ও সহ-সেনগুপ্ত—আধুনিক; ১০-৪৫ রবীন্দ্র-সেনগুপ্ত—আধুনিক; ১০-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম : আলোর গান, চিত্রা বকসী—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা থেকে পাঠ—ছন্দা সেন; ৬-১০ রাগরঙ : শিখা বসাক—সেতার, তবলা সহযোগিতায়—বিশোক চক্রঃ; ৬-৩০ সুরবাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো—প্রভাসচন্দ্র নন্দী—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : শ্যামল রায়চৌধুরী—নজরুলগীতি ও আধুনিক, ফাল্গুনী চক্রঃ—লোকগীতি, মীরা বন্দ্যোঃ—কীর্তন ৭টা সুরসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : প্রভাসচন্দ্র নন্দী—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : চিত্রা বকসী—সেতার ৭-২৫ দিগন্তের গান : ভারতী পাল—আধুনিক; ৭-৩৫ সত্তর দশকের চোখে—অমর চোখে আজকের নাচ : বাংলা কথিকা—জয়শ্রী লাহিড়ী; ৭-৪০ সুরকল্লোল : প্রভাসচন্দ্র নন্দী—গীটার; ৭-৪৫ সিনেমার গান; ৮টা হিন্দী সংবাদ ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি—পপ সংগীত ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের সুরবাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : ফাল্গুনী চক্রঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণ কণ্ঠে : রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক থেকে পাঠ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : প্রভাসচন্দ্র নন্দী—গীটার; ৫-৩০ সুর সংবাদ : বাংলা সংবাদ, ৫-৩৫ দেউল : মীরা মুখোঃ—কীর্তন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : প্রভাসচন্দ্র নন্দী—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : চিত্রা বকসী—রবীন্দ্রসংগীত, শ্যামল রায়চৌধুরী—নজরুলগীতি; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ ইয়ু আসকড ফর ইট : পপ রিকোয়েস্ট, সংযোজনা—ওরাই সি গুপ্ত; ৬-৩০ একটি উজ্জ্বল মুখ : সাহসী তরুণ আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার (তরুণ আনন্দ পাঁচটি শিশুকে বাঁচিয়েছিলেন); ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : ভারতী পাল—আধুনিক, মীরা মুখোঃ—কীর্তন; ৬-৫০ রাগরঙ : শিখা বসাক—সেতার, তবলা সহযোগিতায়—বিশোক চক্রঃ; ৭-১০ মুখোমুখি : নিরুপম চট্টোঃ, কাজল সেনগুপ্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও সুমিতা দত্ত; ৭-৩০ গানের বৈঠক : শ্যামল রায়চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি, ভারতী পাল—আধুনিক, ফাল্গুনী চক্রঃ—শ্যামাসংগীত ও লোকগীতি, মীরা মুখোঃ—কীর্তন; ৮টা অনীতা গঙ্গোঃ—ভজন; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং) (দিল্লি থেকে) ৮-৩৫ হৈমন্তী শুক্লা—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত—সরোদ; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১১-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ।

ঘ : (সন্ধ্যায়)—৬টা ফটিক চট্টোঃ—সেতার; ৬-৩০ সবিতা আচার্য—ভক্তিমূলক গান; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা চন্দ্রশেখর দাস—রাগপ্রধান; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ হৈমন্তী শুক্লা—আধুনিক; ৭-৪৫ ননী দত্ত—ভক্তিমূলক গান; ৮টা সমাপ্তি।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
বৃহস্পতিবার	৩-২৭	৩-৪৫	৭-৫৩	৭-৪৮

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

অভিনয় আলোচনা

এ পি ডি রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ২৯ মার্চ স্টার রঙ্গমঞ্চে উল্কা নাটকটি অভিনয় করেন। অভিনয় সকলেরই ভাল হয়েছে। বিশেষ প্রশংসা যাঁদের প্রাপ্য তাঁরা হলেন, পরিমলকান্তি গাঙ্গুলি (রাজীব), জগন্নাথ মুখার্জি (অরুণাংশু), নির্মল গুপ্ত (গণেন), মিস পলিন (মাফিন), বিমলকুমার ভট্টাচার্য, মণিলাল ঘোষাল, অজন্তা চৌধুরি, অলকা গাঙ্গুলি। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন শ্রীসুনীল চক্রবর্তী।

ব্যাংক অব বরোদা (ব্র্যাবোর্ন রোড শাখা) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি স্টার রঙ্গালয়ে সাজাহান নাটক অভিনয় করেন। শিল্পীদের সু-অভিনয়ে নাটকটির করুণ রস দর্শকদের চিত্ত স্পর্শ করেছে।

ব্যাংক অব বরোদা (ব্র্যাবোর্ন রোড শাখা) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব-অভিনীত "সাজাহান" নাটকের একটি দৃশ্য

প্রধান তিন চরিত্রে সার্থক রূপ দেন বীরেন ভট্টাচার্য, রাজকুমার ঘোষ ও বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিমা পালের পিয়ারা একটি স্মরণীয় চরিত্র-সৃষ্টি। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন : সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ দত্ত, নারায়ণ ঘোষ, সুপ্রকাশ লাহিড়ী, তরুণতপন চৌধুরি প্রভৃতি।

গত ১৯ মার্চ স্টার থিয়েটারে এলাহাবাদ ব্যাংক রিক্রিয়েশন ক্লাব শ্রীশৈলেশ গুহনিয়োগীর ক্লান্ত রূপকার নাটক অভিনয় করেন। অভিনয় মোটামুটি রসোত্তীর্ণ। দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন ধর্মব্রত মজুমদার। এই নাট্যানুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বি কে মুখার্জি।

মুক্তমেলায় জয়বাংলা দিবস

গত শনিবার ময়দানে মুক্তমেলার জয় বাংলা দিবস পালিত হয়। এ দিন সমস্ত আনন্দানুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে কবিতা পাঠ ও দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয়। পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। মহিলা সহ কুড়ি জন শিল্পী ও শ্রোতা ওপার বাংলার যোদ্ধাদের জন্যে রক্তদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এঁরা কয়েক দিনের ভেতর ব্লাড ব্যাংক-এ রক্ত দেবেন। প্রতিষ্ঠানকে বিষয়টি আগেই জানানো হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা দেশের এই বিপন্নাবস্থায় মুক্তমেলার শিল্পী শ্রোতারা সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন।

মুখোশ নাট্যের উপভোগ্য অনুষ্ঠান

চিলড্রেনস নভেল থিয়েটার মুখোশ-নাট্য প্রযোজনায় দক্ষ। সম্প্রতি রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়াম হল-এ তাঁরা কেমন জব্দ নামে যে মুখোশ-নাটকটি অভিনয় করলেন, তার সুকল্পিত উপস্থাপনা দলের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নাটকটি সুশীলচন্দ্র দাস লিখেছেন; নির্দেশনার দায়িত্বও তিনি বহন করেন। নানা চরিত্রে অভিনয় করে ছোটরা—সুন্দর, স-প্রাণ ওদের অভিনয়।

অনুষ্ঠান জমিয়ে তোলার ব্যাপারে 'হরবোলা' শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। নেপথ্য থেকে তিনি নানা নানা জন্তুর ডাক শোনান, যা নাটকের উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। সি-এন-টির উক্ত অনুষ্ঠানে পুরুলিয়া কেন্দ্রের শিশু-শিল্পীরা 'ছক্কা-পাঞ্জা' নামে একটি হাসির নাটক উপহার দেন। সেই নাটকেও 'হরবোলা' শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় উপভোগ্য শব্দ-তরঙ্গ তোলেন। অভিনয়-শেষে যে-হাততালি শোনা গেল, তার অনেকখানিই শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

তরুণ অপেরার সফর সূচী

তরুণ অপেরা দল তাঁদের দু সপ্তাহের (১-১৪ এপ্রিল) কর্মসূচী জানিয়েছেন। তাঁরা পয়লা এপ্রিল বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে অভিনয় করবেন, ৪ এপ্রিল হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে, ৫ এপ্রিল নদীয়ার মাটিয়ারিতে, ৬ ও ৭ তারিখে মেদিনীপুর জেলার যথাক্রমে গোপালনগর ও গোয়ালগড়িয়ায়। ৮ এপ্রিল তরুণ অপেরা ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ বারাসতে অভিনয় করবেন, ৯-১০ এপ্রিল হুগলি জেলার গুড়াপে, ১১ এপ্রিল বীরভূম জেলার কড়িধ্যায়ে, ১২ তারিখে হুগলি জেলার ভদ্রকালীতে। ১৩ আর ১৪ তারিখে তাঁরা যথাক্রমে মহিষাদলে (মেদিনীপুর জেলা) ও ভূত (বাঁকুড়া জেলা) শহরে অভিনয় করবেন।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[রবিবার ১৮ই চৈত্র ১৩৪০ ইং ১-৪-৩৪]

ফরিদপুরে নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন

ফরিদপুর, ৩১শে মার্চ

অদ্য বিকাল ৪টার সময় ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ হলে স্কটীশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আরকুহার্টের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়। বঙ্গদেশের কলেজসমূহ হইতে বহু ডেলিগেট উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ মিত্র ডেলিগেটগণকে সম্বর্ধনা করেন।......

সুশীল নাট্য কোম্পানির "সরলা" পালা নাটকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন রাত্রিব্যাপী যাত্রা উৎসব

সীতাকুণ্ডু (২৪ পরগণা) সাগর সঙ্ঘ পাঠাগারের গৃহনির্মাণ সাহায্য ভাণ্ডারে টাকা তোলার জন্য আগামী ৩-৫ এপ্রিল একটি যাত্রা-উৎসবের অয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার প্রভাস অপেরা, বৈকুণ্ঠ যাত্রা-সমাজ ও মাধবী নাট্য কোম্পানি যথাক্রমে 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম,' 'বেগম আসমান তারা' ও 'মারডার' নাটক তিনরাত্রিব্যাপী এই উৎসবে অভিনয় করবেন।

মেদিনীপুরে নাট্যোৎসব

মেদিনীপুর মেলা সমিতি আয়োজিত ১৫ দিনব্যাপী এক নাট্যোৎসব মেদিনীপুর কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সমিতির সভাপতি জেলা শাসক শ্রীবিমলারঞ্জন চক্রবর্তী এবং নাট্যোৎসবের মূল ব্যবস্থাপক জেলা পরিষদের এক্‌জিকিউটিভ অফিসার শ্রী আর কে মুখোপাধ্যায়। মেদিনীপুর শহর ও জেলার বিভিন্ন নাট্য সংস্থা ছাড়াও কলকাতার দুটি দল 'বিনয় বাদল দীনেশ' ও 'লালন ফকির' অভিনয় করে স্থানীয় মহলে খুবই সাড়া জাগিয়েছে। দিনে প্রায় দশ হাজার লোক এই উৎসবে সমবেত হন। ইদানীংকালে এত বড় আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা এই শহরে আর হয়নি।

বল্লভপুরের রূপকথা

শতাব্দী সংস্থার হাসির নাটক বল্লভপুরের রূপকথা (রচনা : শ্রীবাদল সরকার) রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে পুনরভিনীত হবে আগামী ৪ ও ১১ এপ্রিল। অভিনয়ের সময় সন্ধ্যা ৬।

তরুণ যন্ত্র-শিল্পীদের সংগীত সফর

কলকাতা থেকে সাত জনের যন্ত্র-শিল্পীর একটি দল বিহার, উত্তরপ্রদেশের নানা শহর এবং দিল্লি সফর করে কিছু দিন হল এখানে ফিরে এসেছেন। দল-নেতা ছিলেন শ্রীমানস মুখোপাধ্যায়—পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান শিল্পী। অন্যরাও বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য সংগীতযন্ত্রের শিল্পী। তাঁদের নাম : সিদ্দিক মহম্মদ, তাপস মুখোপাধ্যায়, ইদরিস বাওয়া, শিবেশ ভট্টাচার্য, দিলীপ সাহা, দীপা দে। সকলেই বয়সে তরুণ। শ্রীশ্যামনারায়ণ খান্না ও শ্রীঅমিয় মণ্ডল এই সফরের উদ্যোক্তা।

উত্তরপ্রদেশে গাজিয়াবাদ, মোরাদাবাদ, রামপুর, হলদোয়ানি, নৈনিতাল প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা যে সব অনুষ্ঠান করেন সেগুলি শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। দিল্লির একটি অনুষ্ঠানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাঁচির লালপুরে চক ময়দানে তাঁদের একটি অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শক-সমাগম হয়েছিল।

বিভিন্ন আসরে তাঁরা পাশ্চাত্ত্য

তরুণ যন্ত্রশিল্পিদলের নেতা শ্রীমানস মুখোপাধ্যায়

সংগীতের সুর পরিবেশন করেন, সেই সঙ্গে হিন্দী সিনেমার গানের সুরও। এ ছাড়া বাংলা আধুনিক গানের সুরও বাজিয়েছেন। বাংলা গান সম্পর্কে শ্রোতাদের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আলাউদ্দিন সংগীত সমাজের পরিচালনায় নিখিল ভারত শিশুপ্রতিভা সংগীত সম্মেলন আগামী ১৯-২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। শিশু এবং কিশোর শিল্পীরা এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারবে।

অন্নপূর্ণা অয়েল মিল
শ্যামাসাকী খাঁটী সরিষার তৈল
মিলে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা : ৪ ফোন-৫৫-৩৯৩৩

রবিতীর্থের সমাবর্তন

গত রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর হলে রবিতীর্থের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সনের পরীক্ষায় উপাধিপ্রাপ্ত ২৩ জন ছাত্রছাত্রীকে এদিন অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সাত জন প্রথম শ্রেণীভুক্ত স্নাতক।

সভাপতি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তাঁর ভাষণে স্নাতকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বেদগানে অনুষ্ঠানের শুরু। ইলিনা গুপ্ত নিবেদিতা রায় ও দেবব্রত সিংহ একক-সঙ্গীত পরিবেষণ করেন। রবিতীর্থের শিল্পিগোষ্ঠী রূপারিত আলোকের সন্ধানে গীতালেখ্যটি শ্রোতাদের আনন্দ দেয়, যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী। —নিজস্ব প্রতিনিধি

সান্ধ্য বাসরের অনুষ্ঠান

সান্ধ্য বাসরের অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি অবন মহল মঞ্চে উদ্‌যাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। নৃত্যাংশে ছিলেন শক্তি নাগ, নরেশকুমার, অলকানন্দা চাকলাদার প্রভৃতি। সংগীতাংশে যোগ দেন সন্তোষ সেনগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় মুখার্জি, বনানী ঘোষ প্রভৃতি। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। প্রারম্ভে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি পরিবেষণ করেন স্বপন গুপ্ত, পূরবী দত্ত ও নিখিলেশ সেন। আবৃত্তিতে ছিলেন প্রদীপ ঘোষ।

বসন্ত উৎসব

গোয়াবাগান সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২১ মার্চ সন্ধ্যায় ১১।১ গোয়াবাগান স্ট্রীটের মুক্তঅঙ্গনে বসন্ত-উৎসব গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅর্পণাচরণ বসু। উৎসবে রমা মুখার্জি ও মালা রায়ের পরিচালনায় ছোটদের গান ও নাচগুলি খুবই আকর্ষক হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোবিন্দ ঘোষ ও রথীন মিত্র।

এ-সপ্তাহে...

১ এপ্রিল ॥ এ ক সা ই ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয় (নাটক : বাদল সরকারের বড়ো পিসীমা), কলকাতার রবীন্দ্র-সদনে, সন্ধ্যা ছ'টায়। মুরির (রাঁচি) দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে একক রবীন্দ্র-সংগীতের আসর। শিল্পী : কলকাতার শ্রীরবীন্দ্র বসু।

৪ এপ্রিল ॥ কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে উজ্জয়িনী সংস্থার নাট্যাভিনয়। নাটক : পুতুল খেলা; পরিচালক : সমীর গাঙ্গুলি। ফ্রেন্ডস স্পোর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাবের ক্লান্ত রূপকার নাটকাভিনয়, কলকাতার কলা মন্দিরে, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়।

৬ এপ্রিল ॥ মিনারেলস অ্যান্ড মেটালস ট্রেডিং করপোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয়, কলকাতার বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ে, সন্ধ্যা ৫-৩০-এ। নাটক : শ্রীগঙ্গাপদ বসুর অংশীদার।

রবীন্দ্র সংগীতের সুবন্ধ অনুষ্ঠান

আগামী রবিবার সকালে রবীন্দ্র-সদনে রবীন্দ্র সংগীতের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন স্টুডেন্টস হেলথ হোম। রবীন্দ্রনাথের সংগীতরচনায় হিন্দুস্থানীর শাস্ত্রীয় সংগীত এবং বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব এবং রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় গানের এক সুবন্ধ অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন শ্রীসবিনয় রায়।

অনুষ্ঠানটি স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাহায্যার্থে আয়োজিত।

৩ ব্যান্ড কামোদ
সঙ্গীত-লহরীর সাগর

কামোদ-এই আপনার পছন্দমত অনুষ্ঠান শুনুন। এর ধ্বনি এত জোরালো, পরিষ্কার ও মধুর যে মনে হয় যেন, আপনার সামনে বসেই কেউ গান গাইছেন বা বাজনা বাজাচ্ছেন।
টেলিফাঙ্কেন রেডিয়ো ও ট্রানজিস্টর অন্যান্য যে কোনও 'সেটের' চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক কারণ টেলিফাঙ্কেন সেটের সার্কিট ডিজাইন, এবং এই সেটে ব্যবহৃত প্রতিটি সরঞ্জাম আর টেলিস্কোপিক এরিয়েল—সবই এত উচ্চমানের যে তাদের তুলনা হয় না।
টেকনিকের বা প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে টেলিফাঙ্কেনের মূলমন্ত্র হ'ল—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবসময়েই নিজ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা।
অতএব, কামোদ-এর ধ্বনি যে সবচেয়ে পরিষ্কার, মধুর এবং স্পষ্ট, তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে।

ললিত—২ ব্যাণ্ড পকেট সেট ১৫৫৲ টাকা•

দীপক—পূর্ণ ব্যাণ্ড ১৫৫৲ টাকা•

মল্লার—৪ ব্যাণ্ড পোর্টেবল-কাম-টেবিল মডেল, ৪১৫৲ টাকা•

•এক্সাইজ সমেত, স্থানীয় কর অতিরিক্ত

টেলিফাঙ্কেন
TELE FUN KEN

ডিলারদের তালিকা

মেসার্স সি সি সাহা লিঃ, ৪৫, মতি শীল স্ট্রীট, কলকাতা-১৩
মেসার্স রেডিও সেন্টার, ৯এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯
মেসার্স সুরেশ রেডিও এমপোরিয়ম, ৫৩, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
মেসার্স ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং, ৯, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-১
মেসার্স নিউ প্যারিস গোল্ড অ্যান্ড ওয়াচ কোং, ১৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭
মেসার্স ঈগল কমার্শিয়াল কোং প্রাঃ লিঃ, ১০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩
মেসার্স পার্কার মিউজিক টাইম সেন্টার, ১২২, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭
মেসার্স লাল অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলকাতা-১
ইউটিলিটি রেডিও কোং, ৮২/৩-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৪
মেসার্স ডি পি ইলেকট্রনিক্স, ২-বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩
মেসার্স বেরি রেডিও, ১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭
মেসার্স সাউন্ড এঞ্জিনিয়ার্স, ৩১, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২০
মেসার্স মেলডি কর্নার, ৩, শ্রীঅরবিন্দ রোড, সালকিয়া, কলকাতা-১৪, হাওড়া
মেসার্স রেডিও মিনি, পি-৪৩, নিউ সি আই টি রোড, স্কিম ৫২
মেসার্স স্টার ট্রেডিং কোং, ১৩৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা-১
মেসার্স বেতার-ও-আলো, ১৮৭, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬
মেসার্স গীতাঞ্জলি, ৭৮, ডাঃ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৪
মেসার্স এ এ এন্টার প্রাইজেস, ৮৭, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
মেসার্স গোস্বামী রেডিও টিভি জেশ্যাফট, ৩১, পার্ক ম্যানসন, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
মেসার্স রেডিও অ্যান্ড পিকচার্স, ৮৭, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা-৩৮
মেসার্স হ্যারিজ মিউজিক হাউস, ১৮/২, চৌরঙ্গি, কলকাতা-১৩
মেসার্স এম কে সরকার, ২০০, মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৫৪
মেসার্স মেলডিকা, ১৬৪, বিধান সরণি, কলকাতা-৬
মেসার্স ইলেকট্রনিক্স এন্টারপ্রাইজেস, ই-৩/১৭ ও ১৮, ময়দান মার্কেট কর্নার, কলকাতা-১৩
মেসার্স সেলস এমপোরিয়ম, ৪৪৩, যশোর রোড, কলকাতা-২৮
মেসার্স সুপারসনিক, ২১, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৭